“স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীলকরণের সঙ্কট ও সম্ভাবনা ঃ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা” ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

২০১৪

ফেলোশীপঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

গবেষক

রাহিলা হাশেম

বিসিএস (সাধারন শিক্ষা)
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
রেজি নম্বর ঃ ২৩০
শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০১০-২০১১

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন

অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, ‘‘স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করণের সঙ্কট ও সম্ভাবনাঃ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা”- শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার মৌলিক গবেষনাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষনা করেনি।

এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ আমি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

রাহিলা হাশেম
গবেষক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা-মা
ও
স্বামী মেনন-কে

Dhaka University Institutional Repository

Credit goes to almighty Allah

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজের জন্য যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সর্বাগ্রে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক জনাব ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন ম্যাডাম এর প্রতি। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধান, প্রাসঙ্গিক পরামর্শ, উপদেশ ও সুদক্ষ নির্দেশনা ছাড়া আমার এই গবেষনা কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হতো না। আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলো হওয়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে ম্যাডামকে বিরক্ত করেছি কিন্তু ম্যাডামের অমায়িক ব্যবহারে আমার সংকোচ, দ্বিধা ঘুচে গেছে। এটি আমার সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন, আন্তরিক, সৃষ্টিশীল চিন্তার অধিকারী একজন তত্ত্বাবধায়কের আর্কষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে গবেষনার কাজ সম্পন্ন করেছি। আমি তার কাছে চিরঋণী।

গবেষনার সুযোগ দান ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাকাজকে উৎসাহিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আমিন ব্যাপারী স্যার, জনাব ফেরদৌস হাসান স্যার কে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষনা কাজের জন্য তাঁদের সহায়তা আমার কাছে চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

আমার পিতা-মাতার উৎসাহ ও স্বামীর সার্বিক সহযোগিতা, পরামর্শ আমাকে গবেষণাকাজের উৎসাহ যুগিয়েছে। আমি তাঁদের কাছে চিরঋণী। বিশেষভাবে গবেষণাকাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার স্বামীর আন্তরিকতা আমাকে গবেষণাকাজটি নিখুঁতভাবে সম্পাদনের উৎসাহ যুগিয়েছে, সাহস যুগিয়েছে। গবেষনার কাছে ব্যস্ত থাকায় পারিবারিক দায়িত্ব পালনের কাজে অবহেলা হয়েছে, সন্তানরা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পরিবারের সকলের উৎসাহ, সহযোগিতা আমার সঙ্গী হয়েছে।

গবেষণাকাজের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, সিরডাপ ও স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগার, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী, বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থগার, পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া ধামরাই উপজেলা ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, ভাইস চেয়ারম্যানগণ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য পরিষদ সদস্যগণ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। জরীপ কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি ধামরাই ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের অধিবাসীবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তারিখ ঃ ....   **রাহিলা হাশেম**

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনার সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিককালে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন এবং লোকাল গভর্নেন্স বা স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। কেননা, সকলেই আজ এটা উপলব্ধি করেছেন যে, গণমুখী ও টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শক্তিশালী স্থানীয় সরকার। স্থানীয় সরকারের উত্থান ঘটে একটি স্বতন্ত্র শাসন সংক্রান্ত ইউনিট হিসেবে যা বিভিন্ন উপাদানের যথা ঐতিহাসিক, আদর্শগত, এবং প্রশাসনিক পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল। এটা এসেছে সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নের সুফল নির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রত্যন্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বস্তুতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে জনগনের আকাঙ্খার বিস্তৃতির সাথে সমন্বয় সাধন, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির স্বার্থে প্রশাসনের সাথে জন সম্পৃক্তির প্রয়োজনীয়তা- প্রশাসনের প্রবণতাকে দ্রুত ধাবিত করছে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে। বিকেন্দ্রীকরণ হলো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ের সরকারগুলোর নিকট হস্তান্তর করা।

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্রের তৃণমূল হিসেবে গণ্য। এটি আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিচালিত। আমাদের সংবিধানের **১১** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং যা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। সংবিধানের চতুর্থভাগের ৩য় পরিচ্ছেদের ৫৯ (১) নম্বর অনুচ্ছেদে আছে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনের ভার প্রদান করা হবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন

আইনসাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করবে- এই অনুচ্ছেদের (১) দফায়- উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেই রূপ দায়িত্ব পালন করবেন এবং আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্ন্তভুক্ত হতে পারবে (ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে, এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিলে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

উপরিউক্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপ্তি ও গণক্ষমতায়নের ক্রম অগ্রসরমান দাবি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপনিবেশ উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্নভাবে পরির্বতন, পরিবর্ধন হয়েছে। আবার কখনো কখনো তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তবে প্রতিবারই প্রশাসনের একটি পরাক্রমিক (hierarchical) স্তর বিন্যাস ঘটেছে কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতেই রয়ে গেছে। আমাদের দেশে মেয়াদান্তে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করে সরকার পরিচালনার অধিকর্তাদের পরির্বতনকে গণতন্ত্রের মাপকাঠি ধরা হয়। অথচ পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। স্থানীয় সরকাকে শক্তিশালী করার জন্য সুশীল সমাজ ও বিশেষজ্ঞ জনের মতামত ও সমর্থন, সরকারের আন্তরিকতা দৃশ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত একটি বিষয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিবেচনার বিষয় হিসেবে ঘোষিত হলেও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন ও উন্নয়নে এক ধরনের নৈরাজ্য ও অচলাবস্থা চলছে, এ অচলাবস্থা নিরসনে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

প্রয়োজন। এক্ষেত্রে 'স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গতিশীল ও কর্মক্ষম করণে'- উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখযোগ্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

আলোচ্য গবেষণা প্রতিবেদনটিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীলকরণের সঙ্কট ও সম্ভাবনা ঃ ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা, সদস্যদের সমস্যা, সাধারণ জনসাধারণের সমস্যার কথা উল্লেখ করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে সরকার ও নীতি প্রণয়নকারীগন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

গবেষনা কাঠামো ঃ

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ১০টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত হয়েছে -

গবেষণার ১ম অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য, গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণা এলাকা, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, নমুনার আকার, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে ।

২য় অধ্যায়ে তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার মূল শিরোনাম "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীলকরণ"-এর সম্ভাবনা এবং বিদ্যমান সমস্যা সমূহের উপর তত্ত্বগত ও কার্যকর উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়ে দালিলাদি বিশ্লেষনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি, বিধি, প্রবিধি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫ম অধ্যায়ে উপজেলা পরিষদের বিদ্যমান গঠন কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তথ্য বিশ্লেষন সমন্বিত করণ এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপজেলা ভিত্তক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গহণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

৭ম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বর্তমান স্থানীয় সরকার কতটুকু কার্যকর ও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৮ম অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল আলোচনা এবং সর্বশেষ তথ্য চূড়ান্তকরণ, উপসংহার ও সুপারিশমালা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ

১। আহমদ এমাজউদ্দীন, ‘‘স্থানীয় সরকার’’, উপ-সম্পাদকীয়, প্রথম আলো, ১২ইং সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২। মজুমদার, বদিউল আলম, ‘‘স্থানীয় সরকার’’, খোলা কলম, প্রথম আলো, ৫ই ডিসেম্বর ২০১০।

৩। ইসলাম, আমীর উল, ‘‘স্থানীয় শাসনেই জনগনের ক্ষমতায়ন’’, আইন ও অধিকার, প্রথম আলো, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়।

সূচীপত্র

ঘোষনা পত্র -- (i)

উৎসর্গ -- (ii)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -- (iii)

গবেষনার সারসংক্ষেপ -------------------------------------- (iv-vii)

সূচী পত্র -- (viii-ix)

সরনী সমূহের তালিকা -------------------------------------- (x-xi)

রেখ চিত্রের তালিকা -- (xii)

মানচিত্রের তালিকা -- (xiii)

প্রত্যয়সমূহ --- (xiv)

অধ্যায়	অধ্যায় বিন্যাস	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	১-৪
	গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য	৪-৬
	গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
	সাহিত্য পর্যালোচনা	৮-১১
	গবেষণা এলাকা	১২-১৮
	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৪
	গবেষণার পদ্ধতি	২৫-২৬
	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	২৫-২৬
	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২৬
	তথ্য নির্দেশিকা	২৭-২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ**	৩০-৪৪
	স্থানীয় সরকারের অর্থ	৩১-৩৪
	জাতীয় সরকার ও জাতীয় সরকারের পার্থক্য	৩৫
	বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার	৩৫-৩৮
	স্থানীয় সরকারের সম্ভবনা	৩৮-৪২
	স্থানীয় সরকারের দূর্বলতা	৪২-৪৩
	তথ্য নির্দেশিকা	৪৩-৪৪

অধ্যায়	অধ্যায় বিন্যাস	পৃষ্ঠা নম্বর
তৃতীয় অধ্যায়	**তৃতীয় অধ্যায় ঃ**	৪৫-৬৫
	স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৪৬-৪৮
	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	৪৮-৫৮
	মুজিব আমল (১৯৭২-৭৫)	৪৮-৪৯
	জিয়া আমল (১৯৭৫-৮১)	৪৯-৫০
	এরশাদ আমল (১৯৮২-৯০)	৫০-৫১
	খাদেলা জিয়ার আমল (১৯৯১-৯৬)	৫১-৫৩
	শেখ হাসিনার আমল (১৯৬-২০০১)	৫৩-৫৪
	খালেদা জিয়া আমল (২০০১-০৬)	৫৪
	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অন্তবর্তী সরকারের আমল (২০০৬-০৮)	৫৫
	শেখ হাসিনার আমল (২০০৯-১৩)	৫৫-৫৬
	শেখ হাসিনার আমল (২০১৪- ....)	৫৬-৫৮
	বর্তমান স্থানীয় সরকারের কাঠামো	৫৯-৬৪
	তথ্য নির্দেশিকা	৬৪-৬৫
চতুর্থ অধ্যায়	**চতুর্থ অধ্যায় ঃ**	৬৬-১৬৫
	স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক নির্দেশনা।	৬৭
	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন ও বিধি	৬৮
	জেলা পরিষদ আইন - ২০০০	৬৯-৮২
	উপজেলা পরিষদ আইন - ১৯৯৮	৮৩-৯৪
	উপজেলা পরিষদ আইন - ২০১১	৯৪-১০০
	ইউনিয়ন পরিষদ আইন - ২০০৯	১০১-১২১
	সিটি কর্পোরেশন আইন - ২০০৯	১২২-১৪০
	স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইন - ২০০৯	১৪১-১৬৪
	তথ্য নির্দেশিকা	১৬৫
পঞ্চম অধ্যায়	**পঞ্চম অধ্যায়**	১৬৬-১৭৮
	উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো	১৬৭
	উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী	১৬৮
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যাবলী	১৬৯-১৭০
	উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহ	১৭১
	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৭২
	উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৭৩
	উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৭৪
	উপজেলা পরিষদের সভা সংক্রান্ত তথ্য	১৭৫-১৭৭
	তথ্য নির্দেশিকা	১৭৭-১৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	তথ্য বিশ্লেষন ও সমন্বিত করণ	১৭৯-২০৯
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বর্তমান স্থানীয় সরকার।	২১০-২২১
অষ্টম অধ্যায়	তথ্য চূড়ান্তকরণ, উপসংহার ও সুপারিশমালা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা।	২২২-২২৮
	গ্রন্থপুঞ্জি	২২৯-২৩২

পরিশিষ্ট

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের, সাধারন গ্রাম বাসীদের ও বিভিন্ন পেশা জীবি ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহনের প্রশ্নমালা।

Dhaka University Institutional Repository

সরনী সমূহের তালিকাঃ

অধ্যায়	সরনী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১.১	জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য-গৌরিপুর উপজেলা।	১৩
প্রথম অধ্যায়	১.২	আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিষয়ক তথ্য-গৌরিপুর উপজেলা।	১৩
প্রথম অধ্যায়	১.৩	পরিবার সম্পর্কিত তথ্য- গৌরিপুর উপজেলা।	১৩
প্রথম অধ্যায়	১.৪	গৌরিপুর উপজেলার স্বাক্ষরতার হার ও স্কুলে উপস্থিতির শতকরা হার।	১৪
প্রথম অধ্যায়	১.৫	গৌরিপুর উপজেলার Geographic Unit (2011)	১৪
প্রথম অধ্যায়	১.৬	গৌরিপুর উপজেলার ইউনিয়নের তালিকা (GEO code সহ)	১৪
প্রথম অধ্যায়	১.৭	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা।	১৫
প্রথম অধ্যায়	১.৮	জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য-ধামরাই উপজেলা।	১৬
প্রথম অধ্যায়	১.৯	আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিষয়ক তথ্য-ধামরাই উপজেলা।	১৬
প্রথম অধ্যায়	১.১০	পরিবার সম্পর্কিত তথ্য- ধামরাই উপজেলা।	১৭
প্রথম অধ্যায়	১.১১	ধামরাই উপজেলার স্বাক্ষরতার হার ও স্কুলে উপস্থিতির শতকরা হার।	১৭
প্রথম অধ্যায়	১.১২	ধামরাই উপজেলার Geographic Unit (2011)	১৭
প্রথম অধ্যায়	১.১৩	ধামরাই উপজেলার ইউনিয়নের তালিকা (GEO code সহ)	১৮
প্রথম অধ্যায়	১.১৪	ধামরাই উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা।	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	৩.১	স্থানীয় সরকার কাঠামো।	৬০
তৃতীয় অধ্যায়	৩.২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের সমন্বিত চিত্র।	৬১
তৃতীয় অধ্যায়	৩.৩	সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাসে স্থানীয় সরকারের অবস্থান।	৬২
তৃতীয় অধ্যায়	৩.৪	আমাদের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামো।	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়	৩.৫	আমাদের নগর স্থানীয় সরকার কাঠামো।	৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সরনী সমূহের তালিকাঃ

অধ্যায়	সরনী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চতুর্থ অধ্যায়	৪.১	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নির্দেশনা।	৬৭
চতুর্থ অধ্যায়	৪.২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনসমূহ।	৬৮
৫ম অধ্যায়	৫.১	উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহ	১৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়	৬.১	গবেষণা এলাকা সংক্রান্ত তথ্য	১৮০
”	৬.২	গবেষণা এলাকার জন সংখ্যা	১৮০
”	৬.৩	গবেষণা এলাকার শিক্ষার হার	১৮১
”	৬.৪	গবেষণা এলাকার কৃষি জমি সংক্রান্ত	১৮১
”	৬.৫	গবেষণা এলাকার রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	১৮১
”	৬.৬	গবেষণা এলাকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য	১৮২
”	৬.৭	গবেষণা এলাকার সমবায় সংক্রান্ত তথ্য	১৮২
”	৬.৮	গবেষণা এলাকার ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান	১৮৩
”	৬.৯	গবেষণা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৮৩
”	৬.১০	গবেষণা এলাকার জেলা সদর থেকে দূরত্ব	১৮৪
”	৬.১১	গবেষণা এলাকার সমাজ সেবা সংক্রান্ত তথ্য	১৮৪
”	৬.১২	গবেষণা এলাকার পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য	১৮৪
”	৬.১৩	গবেষণা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য	১৮৫
”	৬.১৪	গবেষণা এলাকার জলাধার সংক্রান্ত তথ্য	১৮৫
”	৬.১৫	গবেষণা এলাকার পেশা ভিত্তিক পরিবার	১৮৬
”	৬.১৬	গবেষণা এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১৮৬
”	৬.১৭	ধামরাই উপজেলা পরিষদের বাজেট বিবরণ (ফরম-ক)	১৮৯

অধ্যায়	সরনী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
”	৬.১৮	ধামরাই উপজেলা পরিষদের বাজেট বিবরণ (ফরম-খ)	১৯০
”	৬.১৯	ধামরাই উপজেলা পরিষদের রাজস্ব হিসাব অংশ-১	১৯১-১৯২
”	৬.২০	ধামরাই উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি) অংশ-২	১৯২
”	৬.২১	ধামরাই উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (ব্যায়) অংশ-২	১৯৩
”	৬.২২	ধামরাই উপজেলা পরিষদের আয়-ব্যয় বিবরণী-২০১৩-২০১৪	১৯৩
”	৬.২৩	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের বাজেট সংক্ষেপ ফরম- ক	১৯৪
”	৬.২৪	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব হিসাব ফরক- খ	১৯৪
”	৬.২৫	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব ব্যয়	১৯৫
”	৬.২৬	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)	১৯৬
”	৬.২৭	গৌরিপুর উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়)	১৯৬
”	৬.২৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে খাত ভিত্তিক বিভাজন	১৯৭
”	৬.২৯	ধামরাই উপজেলাধীন প্রকল্প সমূহ	১৯৮
”	৬.৩০	ধামরাই উপজেলাধীন বিভিন্ন কর্মসূচির রিপোর্ট	১৯৮
”	৬.৩১	গৌরিপুর গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষনাবেক্ষণ।	১৯৮-১৯৯
”	৬.৩২ (ক)(খ)	গৌরিপুর রাজস্ব অর্থায়নে গৃহিত প্রকল্প	২০০-২০১
”	৬.৩৩	গৌরিপুর গৃহিত ও সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	২০২
”	৬.৩৪	ধামরাই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ	২০৩
”	৬.৩৫	গৌরিপুর প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ	২০৩

Dhaka University Institutional Repository

রেখ চিত্রের তালিকাঃ

অধ্যায়	রেখ চিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
তৃতীয় অধ্যায়	১	জাতীয় সরকারের বিন্যাস।	**৬১**
তৃতীয় অধ্যায়	২	বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের কাঠামো।	**৬৪**
৫ম অধ্যায়	৩	উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো	**১৬৬**

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের তালিকা

অধ্যায়	মানচিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	ক	বাংলাদেশের মানচিত্র।	১৯
প্রথম অধ্যায়	খ	ময়মনসিংহ জেলার মানচিত্র।	২০
প্রথম অধ্যায়	গ	গৌরিপুর জেলার মানচিত্র।	২১
প্রথম অধ্যায়	ঘ	ঢাকা জেলার মানচিত্র।	২২
প্রথম অধ্যায়	ঙ	ধামরাই জেলার মানচিত্র।	২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয় সমূহ

ADC : Additional Deputy Commissioner

ADP : Annual Development programs.

AL : Awami League

DC : Deputy Commissioner

LG : Local Government

NGO : Non-government Organizations.

AUDP : Annual Development programme.

Paurashava : Municipality

Sub-Divisional : Former Administrative Unit next to District

Swanirvar Gram Sarkar: Self Reliant Village Government Instituted by General Zia.

Thana : Administrative unit consists of Several Unions Coverd by a Police Station.

Thana Unnayn O Samannoy Committee : Thana Development and Coordinating Committee.

ZP : Zila Parishad.

UCCA : Upazila Central Cooperative Association.

VDP : Village Defence Party.

Ansar : Para Military Police.

Choukidar : Village Police.

Gram Shava : Village Assembly.

Jalmahal : Inland Water Boddy Owned by the Government.

Joatdar : Petty Land Loard

Mouja : She Lowest Unit of Land Revenue Collection.

Panchayat : The Village Council Usually Consists of Five Members.

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণার পরিকল্পণা ঃ-

বর্তমান যুগে প্রশাসন যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে স্থানীয় সরকার। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

- গবেষণার যৌক্তিকতা,
- গবেষণার উদ্দেশ্য,
- সাহিত্য পর্যালোচনা,
- গবেষণা এলাকা,
- দুটি উপজেলা ভিত্তিক এর গবেষণা কর্মের পদ্ধতি,
- গবেষণার সীমাবদ্ধতা,
- নমুনার আকার,
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি,
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণার পরিকল্পনা ঃ

আধুনিক গণতন্ত্রের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশাসন যন্ত্রের সর্বস্তরে জনগনের অংশগ্রহণ, তাই স্থানীয়- সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংসদভিত্তিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মেরুদন্ড স্বরূপ। বস্তুতঃ জাতীয় সংসদ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরি কাঠামো নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এ উপরিকাঠামোর খুঁটি স্বরূপ। এসব খুটি গণতন্ত্রের মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করে। আর মেরুদন্ডহীন আংশিক গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করে চলেছেন তারা সবাই জনগণের ক্ষমতারই আমানতদার। জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকার যে দায়বদ্ধতা, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে আমাদের সরকারের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য দুই প্রকার একটি কেন্দ্রীয়, অন্যটি স্থানীয়। স্থানীয় সরকার হচ্ছে একটি জনসংগঠন, কেন্দ্র বা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অপির্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সরকার
↑
কেন্দ্র
↑
প্রদেশ
↑
স্থানীয়

অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের অবস্থান সর্বনিম্নে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের সকল স্থানের সমস্যা সমাধান এবং যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় তাই দেশের সমগ্র ভাগকে বিভিন্ন এলাকায় বিভাগ করে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং সরকারের কাজের চাপ কমানোর উদ্দেশ্যেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সুতরাং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় দুটো বিষয়কে বোঝানো হয়- প্রথমতঃ স্থানীয় দ্বিতীয়তঃ এটি একটি সরকার ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে আঞ্চলিক অস্বার্বভৌম সরকার যা কিছু বৈধ কর্তৃত্বের বলে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করে এবং স্থানীয় দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

স্থানীয় সরকার এর আইনগত ভিত্তি বিভিন্ন রকম হয়- যেমন যুক্তরাজ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাগুলো পার্লামেন্ট প্রণীত আইনে সৃষ্ট এবং পরিচালনা ব্যবস্থাও এই আইনে স্থির করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা (পঞ্চায়েত) রাজ্য সরকারের বিষয় বলে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট ও পরিচালিত।

পাশ্চাত্যে স্থানীয় সরকারের জন্ম হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জনসমষ্টির সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কারণে। কিন্তু আমাদের দেশে স্থানীয় সরকারের সৃষ্টি হয়েছে শাসক প্রশাসকের নির্দেশে।

আমাদের এ অঞ্চলে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবশালীদের একাংশকে সরকারের সমর্থকে পরিণত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার তৈরি করা হয়। এর আগেই ১৭৯৩ সালের জমিদারি ব্যবস্থায় কিছু গোঁড়া সর্মথক তৈরি হয়। ১৮৮০ সালের পর বিভিন্ন পেশার বিশেষ করে উঠতি রাজনীতিকদের কৌশলে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনকারী সৃষ্টি করা হয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামোগত ভিত্তিতে থাকছে এর নিজস্ব স্টাফ, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, নির্বাচনের নির্ধারিত বিধান ও নির্দিষ্ট কর্মপরিধি কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়- স্থানীয় সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনো স্বচ্ছল নয়, নিজস্ব অর্থায়নের তেমন কোন উৎস না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারে অনুদানের উপর নির্ভর করেছে সব সময়, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব। বলা বাহুল্য সর্বস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই গণতন্ত্র গভীরতা অর্জন করে, প্রতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং সরকার পরিচালনায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। ফলে রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় যা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের উন্নততর সংস্কার।

স্থানীয় সরকার বান্ধব একটি বিকেন্দ্রায়িত উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক নীতি আজ সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষায় অতি প্রয়োজন। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধিষ্ণু গণতন্ত্রের

বৃক্ষকে পরিণত রূপদান করতে হলে স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকারকে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ গণত্রন্ত্রের স্বাদ পাবে, সুশাসন নিশ্চিত হবে। আর প্রশাসনে গতিশীলতা আনার জন্য স্থানীয় সরকার প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায় উপজেলা পরিষদকে প্রতিনিধিত্বশীল করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারকে গতিশীলকরণের মাধ্যেই আমাদের কাঙ্খিত গণতন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব। উপজেলাভিত্তিক এ গবেষণাকর্মে ধামরাই ও গৌরীপুর উপজেলার গবেষণালব্ধ ফলাফল আমাদের গবেষণাকর্মকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।

গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

গণক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এবং পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে সময়োপযোগী ও নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে এটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়, যদিও বাস্তবতা ভিন্ন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার নানাধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন কিন্তু বাস্তবে এই ব্যবস্থাটি কার্যকর বা গতিশীলতা অর্জন করতে পারছে না। মূলতঃ এর কারণ অনুসন্ধানের জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা।

আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের লেবাসে ঢাকা একটি প্রতিষ্ঠান, নানা রাজনৈতিক বিবেচনা, নেতৃত্বের সঙ্কীর্ন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজেদের দুর্নীতি, লুটপাটের স্বার্থে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া থেকে বিভিন্ন সময় সরকার বিরত ছিল। নগরপর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ২টি ইউনিট সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কিন্তু গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ ছাড়া অন্যদুটি স্তর জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর।

উপজেলা পরিষদ অকার্যকর হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো উপজেলা পরিষদের গঠন ত্রুটিপূর্ণ। উপজেলা পরিষদের অনেক আইন ও বিধি আছে যেগুলো সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, অস্পষ্ট ও পরস্পর বিরোধী। সেগুলোকে চিহ্নিত ও সংশোধন করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হলে এটা হবে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী পরিষদ।

বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধগুলোর বিস্তৃতির পরিসরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো

তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইভটিজিং থেকে শুরু করে নারীর প্রতি সবধরণের সহিংসতা রোধ এবং দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর উপজেলা পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। তাহলে পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা থেকে শুরু করে বিবিধ সমস্যা আদালতে না গিয়েও সমাধান করা সম্ভব হবে। এপর্যায়ে উপজেলায় বিচারিক ক্ষমতা সম্প্রসারণ ও আদালত স্থাপনের বিষয়টিও ভেবে দেখা যায়।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৮৫% গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের অধিকাংশই দারিদ্রতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের হয়রানীসহ নানাবিধ অসুবিধার শিকার। যার অন্যতম কারণ হলো উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতার কেন্দ্রিভূত করণ। স্থানীয় জনগনকে উন্নয়নের কর্মধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় সংগঠনের। স্থানীয় সরকারের না না বিধ উৎপাদনমূখী কর্মকান্ড প্রতিনিয়ত শহরমূখী, কর্মজীবী, নিরন্ন মানুষের স্রোতকে স্তিমিত করবে। এর জন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

সূতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক উন্নয়ন চাহিদা ও সুষম উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় স্থানীয় সরকার বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনার আবশ্যকতা আছে। মূলত. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার মাধ্যমে যথাযথ গণক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়নের স্বরূপ উৎঘাটনের যৌক্তিক কারণে গবেষণাটি পর্যালোচনার আবশ্যকতা রয়েছে।

স্থানীয় এলাকাতেই জনগণ নিজেদের শাসন করার প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করে। গণতন্ত্র লালিত ও বিকশিত হয়। অধ্যাপক রবসন বলেছেন যে, It is a form of civic self expression per excellence. ব্যাপকভাবে বলতে গেলে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, তৃনমূল পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সমাধান নির্দিষ্টকরণ, তৃনমূল পর্যায় থেকে তথ্য সরবরাহ, দায়িত্বশীল নাগরিক গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ ও আয় বৈষম্য দূরীকরণ ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় সরকারের একার পক্ষে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব ও শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয় সরকারের নেতিবাচক, দূর্বল ভূমিকার কারণগুলোকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই তার সমাধানের একটি দিকদর্শন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ তথা অন্যান্য উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও গবেষকদের কাছে এটি একটি প্রাথমিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারবেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সত্যতা বিচারে প্রয়াসী হতে পারবেন।

গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে সরকারি, সাধারণ জনগণ, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, সকলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে ফলে প্রত্যেকেরই উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদকের মাধ্যমে নিজ অবস্থান সম্পর্কে আরও ওয়াকেবহাল হয়েছেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন শিক্ষক এবং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে, প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনগণকে আরও সচেতন করার অভিপ্রায়ে আমার এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করার প্রয়াসকে আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনেকরি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

১৯৫৪ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির লড়াই ছিল স্বশাসনের। সুশাসন এবং স্বশাসন একত্র করলেই জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব। জনগণের দোরগোড়ার সরকার হিসেবে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই শাসন ব্যবস্থায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তাঁরা ক্ষমতায়িত হন এবং স্বশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। আর তাই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঃ-

১। জনক্ষমতায়ন, সুশাসন, স্ব-শাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে উত্তোরণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা। জন অংশগ্রহণের মূল সমস্যা খুঁজে বের করা ও সমাধানের পথ বের করাও আমার এই গবেষণার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ভারসাম্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করা।

২। স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডের সাংবিধানিক ও জনসমর্থনের ভিত্তি বিশ্লেষণ করা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের সফল কার্যকারিতার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব খতিয়ে দেখা এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করার দাবি কতটুকু যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা উপস্থাপন করা।

৩। বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের বর্তমান ভূমিকা বিশ্লেষণ করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় সরকারের কার্যকর ভূমিকা কি হতে পারে সে বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যাবলী উপস্থাপন করা।

৪। সরকার পরিচালনা বা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যেহেতু একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সময়ের সঙ্গে গতিশীল রাখা, ঔপনিবেশিক আমলের মনোভাব ও নেতিবাচক প্রভাবকে বিদূরিত করে একে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সহায়ক করে গড়ে তোলার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা একটি অপরিহার্য অংশ। কেননা গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে অনেক ধারণাই পাওয়া যায় যা গবেষণাকর্মীকে এ কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এ গবেষণাকার্য সম্পাদন করার জন্য অনেক বিখ্যাত মনীষীদের গ্রন্থের শরনাপন্ন হয়েছি তবে অভিজ্ঞতালব্ধ উপলদ্ধি হলো এ বিষয়-এ এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক বই নেই। কতিপয় গবেষক ও লেখকদের উল্লেখ্য যোগ্য বই ছাড়া অনেক বইই আছে যেগুলো অসম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত তথ্য সম্পন্ন নয়। এছাড়া সাম্প্রতিক তথ্য সংশ্লিষ্ট বস্তু নিষ্ঠ আলোচনা অনেক গ্রন্থেই অনুপস্থিত, কোন কোন গ্রন্থ আবার পক্ষপাতমূলক, একপেঁশে।

এই গবেষণা কর্মে যে সব পুস্তকের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো [1]William A. Robson, [2]Gerry Storker এর [3]Hampton [4]Brian C. Smith এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ। উক্ত গ্রন্থগুলোতে স্থানীয় সরকার বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ও বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা গবেষণাকর্মকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তবে এদের কোনটিতেই বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়নি। অন্যান্য ও উন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব আলোচনা সীমায়িত বলে উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের, [৫]“বাংলাদেশের লোক প্রশাসন” ও [6]"Burequcratic Elite in Bangladesh and their Development orientation", গ্রন্থ দুইটি স্থানীয় সরকারের উপর ২টি সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

[৭]জনাব কামাল সিদ্দিকী তার গ্রন্থে স্থানীয় সরকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তার আলোচনায় স্থানীয় সরকারের বিবর্তন, গঠন, কাঠামো, কার্যাবলী, প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা ফুটে উঠেছে, এছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সাথে অন্যান্য দেশের স্থানীয় সরকারে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন পরিশেষে তিনি বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার চালু করার সুপারিশ করেছেন। তার গবেষনা কর্মটি বিস্তৃত পরিসরে আমার চিন্তাকে বিন্যাস্ত করতে সাহায্য করেছে।

[৮]ডঃ তোফায়েল আহম্মেদ এর গ্রন্থটিতে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের প্রান্তিক ধনবাদের কাঠামো, বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ডঃ তোফায়েল আহম্মেদ এর আরেকটি গ্রন্থ “একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন” বইটি মূলতঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পূর্ণগঠন সংক্রান্ত এবং কতিপয় সংস্কার প্রস্তাব সমন্বিত একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থ। সমসাময়িক সমস্যার গভীরে চিন্তাকে বিন্যাস্ত করে সমাধানের প্রয়াস কল্পে বাস্তবধর্মী আলোচনা স্থান পেয়েছে বইটিতে।

[৯]জনাব রফিকুল ইসলাম তালুকদারের এবং ‘স্থানীয় রাজনীতি’ গ্রন্থ দুটিতে স্থানীয় সরকার বিশেষত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এবং অতি সাম্প্রতি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

[10]Lutful Hoq Choudhury এর "Local self Government and its Reorganization in Bangladesh" গ্রন্থটি ৭টি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত। এতে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস, কার্য-কাঠামো, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, স্থানীয় নেতৃত্বের ধরন, উপজেলা ব্যবস্থা, স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, উপজেলা পরিষদ ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের মধ্যে Coordination এবং Linkage ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১১]জনাব বদিউল আলম মজুমদারের “গনতান্ত্রিক উত্তরণ স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র দূরীকরণ” গ্রন্থে উপজেলা পরিষদ আইন, সাংবিধান ও আদালতের রায়, উপজেলা পরিষদকে সচল রাখতে হবে, উন্নয়ন বনাম কর্তৃত্বের দন্দ্ব, জাতীয় বাজেট ও স্থানীয় সরকার প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যা মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের হাল এর প্রকৃত চিত্র স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

[12]M. Abdul Wahhab তার গ্রন্থটিতে বিকেন্দ্রীকরণের Theoretical Analysis, বাংলাদেশের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া, উপজেলা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১৩]মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব এর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রশাসন বইটিতে প্রশাসনিক সংস্কারের গতিধারা, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রদ্ধতির ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১৪]এ.কে.এম. জাহাঙ্গীর এর মাঠ প্রশাসন ২০০৬ গ্রন্থটিতে উপজেলা পরিষদ, বিবর্তন, নতুন উপজেলা পরিষদ স্থাপনের নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

"নতুন শতাব্দীর স্থানীয় সরকার পথ নির্ধারণে কতিপয় সংলাপ" সম্পাদনায় [১৫]হোসেন জিল্লুর রহমান ও খন্দাকর সাখাওয়াত আলী, পাঠক সমাবেশ- এতে প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকায় কিচু বক্তব্য রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সমগ্র আলোচনাটি পর্যবেক্ষণ করে এগুবার পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

[১৬]ডঃ নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ্, [১৭]ডঃ এ.কে.এম. রিয়াজুল হাসান, [১৮]মোশাররফ হোসেন মুসা প্রমুখ এর "গ্রনতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ" এই গ্রন্থে তিন প্রকার স্থানীয় সরকার ইউনিট, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় আদালত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং "নাগরীয় বাংলাদেশ ও স্থানীয় সরকার" গ্রন্থে উপজেলা মধ্যবর্তী স্তর- এটাকে কার্যকর করতে সমন্বিত স্তরবিন্যাস জরুরী, বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকারের স্তরবিন্যাস প্রভৃতি বিষয়গুলোও অন্যান্য বিষয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে।

[19]Roy এবং [২০]Tinker তাদের গ্রন্থে একটি দেশে স্থানীয় সরকারের সূচনা ও উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। Roy বাংলার স্থানীয় সরকার এবং Tinker ভারতের স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কিন্তু তাদের আলোচনায় স্থানীয় সরকারের তাত্ত্বিক দিকটি বেশী তুলে ধরা হয়েছে। [21]Rahman and [22]Wheeler স্থানীয় সরকার কার্যাদি বিষয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা চালান। Rahman মৌলিক গণতান্ত্রীক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের তৃনমূল পর্যায় ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং Wheeller স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় বিভাগীয় কাউন্সিলের উপর আলোচনা করেন। [23]Ali Ahmed এবং [24]Faizullah বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সূচনা ও সম্প্রসারণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। [25]Abedin স্থানীয় শাসনের ও রাজনীতির গতি পরির্বনের উপর আলোচনা করেছেন এবং বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। [26]Ali তার গ্রন্থে বিকেন্দ্রিকরন এবং বাংলাদেশে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। [২৭]আমিনুর রহমান তার গ্রন্থে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

এছাড়া উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, স্থানীয় সরকার বিষয়ক গেজেট, প্রজ্ঞাপন প্রভৃতি থেকে স্থানীয় সরকারের আইনবিধি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিন থেকে স্থানীয় সরকার বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন মনীষীর প্রবন্ধ, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। তথ্য সংগ্রের জন্য বারংবার ইন্টারনেের শরনাপন্ন হয়েছি।

গবেষণা এলাকা ঃ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা, প্রতিকূল প্রভাব, স্থানীয় সরকারকে কার্যকর ও গতিশীলকরণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করেই গবেষণার বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলাদেশের সকল উপজেলা পরিষদকে বেছে নেয়া সম্ভব নয়। এতে গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। আর তাই এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ধারণা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলাকে এই গবেষণা কাজের জন্য মডেল হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।

এই উপজেলাগুলো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটি সদর উপজেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে এবং ঢাকা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য উপজেলাকে তুলে ধরা হয়েছে।

এই উপজেলাগুলো অনেকটাই আধুনিক, শিক্ষার মান ভালো, অবকাঠামোগত উন্নয়নও পরিলক্ষিত। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাধীন এই উপজেলা দুটির গবেষণালব্ধ পর্যালোচনা সামগ্রিক বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ে একটি ধারণা দেবে বলে প্রতীয়মান হয়।

গৌরীপুর উপজেলাঃ

গৌরীপুর উপজেলাটি ১৯৮১ সালে প্রথম থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নিত হয়। ধারণা করা হয় যে, গৌরীপুরের জমিদার কৃষ্ণ চৌধুরীর মেয়ে ‘গৌরী’র নামে গৌরীপুর নামকরণ করা হয়।

এলাকা ও অবস্থান ঃ

উপজেলাটি আয়তন- ২৭৬.৭৪ বর্গ কিলোমিটার। এটি ২৪°৩৮ এবং ২৪°৫০ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯০°২৭ এবং ৯০°৪৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এটি উত্তর দিকে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলা এবং নেত্রকোনা সদর উপজেলা। পূর্ব দিকে নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা এবং দক্ষিণে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমদিকে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত।

Table : 1.1 Population (Enumerated), 2011 of Gauripur Upazila.

Both Sex	323057
Male	159722
Female	163335
Urban	25570
Other Urban	0
Rural	297487
Annual growth rate	1.31

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.2 Area and density (2011) of Gauripur Upazila.

Area sq. km.	276.74
Area sq. mile	106.85
Density per sq. km	1167
Density per sq. mile	3023
Urbanization (%)	7.92

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.3 Households (HH) and Average HH Size (2011) of Gauripur Upazila.

	Households (HH)	Average HH Size
Total	72047	4.47
Urban	5583	4.49
Other Urban	0	0.00
Rural	66484	4.47

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.4 Literacy (%) and School Attendance (5 to 24 years) (%) (2011) of Gauripur Upazila.

	Literacy (%)	School Attendance (5 to 24 years (%)
Both Sex	43.6	54.6
Male	45.5	56.2
Female	41.8	53.1

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.5 Geographic Unit (2011) of Gauripur Upazila.

Union	10
Mauza	238
Village	289
Paurashava	01
Paura Ward	09
Paura Mahalla	34

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.6 Union with Geo-Code 2011 of Gauripur Upazila.

No.	**Union**
15	Achintapur Union
18	Bhangnamari Union
22	Bokainagar Union
27	Dhakakhala Union
31	Gauripur Union
49	Mailakanda Union
58	Maoha Union
72	Ramgopalpur Union
81	Sahanati Union
85	Sidhla Union

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

সরনী ঃ ১.৭ গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	সদস্যদের পদমর্যাদা	সদস্যদের নাম
০১	স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য-১৪৮, ময়মনসিংহ-৩, গৌরীপুর	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির এম.পি.
০২	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	জনাব আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরণ
০৩	ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	মোঃ সানাউল হক
০৪	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	রাবেয়া ইসলাম ডলি
০৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	দূর-রে-শাহ্ওয়াজ
০৬	পৌরসভার মেয়র	সৈয়দ রফিকুল ইসলাম
০৭	সইলাকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ রিয়াদু জ্জামান
০৮	গৌরীপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ হযরত আলী
০৯	অচিন্তপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ আব্দুল হাই
১০	মাওহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	নূর মোহাম্মদ কালন
১১	সহনাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	দুলাল আহমেদ
১২	বোকাইনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ হাবিবুল ইসলাম খাঁন
১৩	রামগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ আমিনুল ইসলাম
১৪	চৌহাখলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	আবুল হাসিম
১৫	ভাংনামারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ ফজলুল হক
১৬	সিধলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ জয়নাল আবেদীন
১৭	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	
১৮	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	

ধামরাই উপজেলাঃ

ধামরাই উপজেলাটি ১৯১৪ সালে প্রথম থানা হিসাবে আত্নপ্রকাশ করে এবং ১৯৮৫ সালে উপজেলায় উন্নিত হয়। পঞ্চপীরের মাজার বাংলাদেশ বেতার রিলেষ্টেশন, বাটা সু-ফ্যাক্টরী, মন্নু সিরামিক কারকানা ইত্যাদির জন্য উপজেলাটি বিখ্যাত।

এলাকা ও অবস্থান ঃ

উপজেলাটি আয়তন- ৩০৭.৪১ বর্গ কিলোমিটার। এটি ২৩°৪৯ এবং ২৪°০৩ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯০°০১ এবং ৯০°১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই উপজেলাটির উত্তরে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলা এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা পূর্বে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, দক্ষিণে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলা এবং পশ্চিমে সাটুরিয়া উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত।

Table : 1.8 Population (Enumerated), 2011 of Dhamrai Upazila.

Both Sex	412418
Male	207078
Female	205340
Urban	56777
Other Urban	4025
Rural	351616
Annual growth rate	1.62

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.9 Area and density (2011) of Dhamrai Upazila.

Area sq. km.	307.41
Area sq. mile	118.69
Density per sq. km	1342
Density per sq. mile	3475
Urbanization (%)	14.74

Source : Population and Housing Census 2011,
Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Dhaka University Institutional Repository

Table : 1.10 Households (HH) and Average HH Size (2011) of Dhamrai Upazila.

	Households (HH)	Average HH Size
Total	94776	74186
Urban	14380	0
Other Urban	944	9672
Rural	79452	64514

Source : Population and Housing Census 2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.11 Literacy (%) and School Attendance (5 to 24 years) (%) (2011) of Dhamrai Upazila.

	Literacy (%)	School Attendance (5 to 24 years (%)
Both Sex	50.8	54.6
Male	55.1	58.9
Female	46.5	50.3

Source : Population and Housing Census 2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Table : 1.12 Geographic Unit (2011) of Dhamrai Upazila.

Union	16
Mauza	281
Village	396
Paurashava	1
Paura Ward	9
Paura Mahalla	44

Source : Population and Housing Census 2011, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Dhaka University Institutional Repository

সরনী ঃ ১.১৩, ধামরাই উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	সদস্যদের পদমর্যাদা	সদস্যদের নাম
০১	চেয়ারম্যান	মোঃ তমিজ উদ্দিন
০২	ভাইস চেয়ারম্যান	মোহাদ্দেস হোসেন
০৩	ভাই চেয়ারম্যান (মহিলা)	এডভোকেট সোহানা জেসমিন
০৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আবুল লতিফ
০৫	পৌরসভার চেয়ারম্যান	দেওয়ান নাজিমুদ্দিন মঞ্জু
০৬	বোয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মোঃ আবুল আলীম
০৭	রসুয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	হাফিজুল রহমান সোহরাব
০৮	নান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	বাদশাহ্ মিঞা
০৯	সূতিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	রুমা
১০	গাংগুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	দেলোয়ার হোসেন
১১	আমতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	লাবু মিঞা
১২	মাদবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মিজানুর রহমান মিজু
১৩	বাইশকান্দা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	মিজানুর রহমান
১৪	চৌহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	লাভলী আকক্তার
১৫	সানোরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	খালেদ মাসুদ লাল্টু
১৬	সম্হাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	আজাহার আলী
১৭	ভারারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সুনাম উদ্দিন
১৮	কুসরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	জামির হোসেন
১৯	উল্লা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	কালিপদ সরকার
২০	ধামরাই সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	শামসুল ইসলাম
২১	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	
২২	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

এই গবেষণা কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে কিছু বাধা ও অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছি। প্রথমত এই বিষয়ে পর্যাপ্ত গ্রন্থের স্বল্পতা, বিশেষতঃ উপজেলা ভিত্তিক স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আলোচনাকে প্রধান্য দিয়ে রচিত গ্রন্থ নাই বললেই চলে। সেই ক্ষেত্রে আমাকে শরণাপন্ন হতে হয়েছে বিভিন্ন জর্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর। তবে এই ক্ষেত্রে সমস্যা হলো এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখাযায় প্রকাশিত প্রতিবেদন বা নিবন্ধনটি একপেঁশে বা পক্ষপাত মূলক। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত খবর বের করে আনা কখনো কখনো নিতান্তই দূরূহ বলে মনে হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত। তাদের কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। প্রশ্নোত্তর পর্বে অনেক সময় দেখা গেছে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে অনেকেই অনিহা প্রকাশ করছে, কেউ কেউ আবার না বুঝেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। অনেকের বক্তব্য সুস্পষ্ট না হওয়ায় অনেক সময় অনুমান নির্ভরতায় বা অভিজ্ঞতা দিয়ে বক্তব্যকে বুঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

সরকারী কর্মকর্তা হওয়ায় গবেষণার অনুমতি, ছুটি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট ঝক্কির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের অপচয় হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য যাতায়াত ও দূরত্বের সমস্যা ছিল নিত্য ও সাধারণ বিষয়। কিন্তু এর পাশাপাশি সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এসব গ্রন্থাগারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধের সম্মুখিন হতে হয়েছে। কেননা এইসব এলাকায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। তবে এইসব বাধাকে অগ্রাহ্য করে, ধর্যধারণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে আমি প্রকৃত তথ্য সহযোগে আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছি।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ

উল্লিখিত গবেষণা কার্যটি পদ্ধতিগত থেকে একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আবার অপরদিকে তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে প্রাথমকি ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, সাক্ষাতকার গ্রহণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। উপজেলার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, সরকারি সদস্য, মনোনীত সদস্য, রাজনীতিবিদ, সুশীলসমাজ ও সাধারণ জনগণের কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপজেলার নারী ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে মহিলা সদস্যদের বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং মহিলা সদস্যদের থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের যে গ্রুপ আলোচনা হয় তাতে অংশগ্রহণ করেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নমুনার আকারঃ

গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য ছয় ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে-

১। দুইটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ।

২। দুইটি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ।

৩। দুইটি উপজেলা পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য।

৪। দুটি উপজেলা পরিষদের সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা।

৫। দুইটি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য।

৬। দুইটি উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাসকারী ১০০ জন সাধারণ গ্রামবাসী নমুনা উত্তরদাতা হিসাবে বাছাই করা হয়। মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারী সাধারণ গ্রামবাসীদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে।

পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিঃ-

ক) প্রাথমিক উৎস- গবেষণা কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৌলিক যে, গৃহীত উপাত্ত সমূহকে প্রাথমিক উপাত্ত কলা বলে। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক পদক্ষেপ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

খ) মাধ্যমিক উৎস- প্রাথমিক উপাত্ত থেকে সংগৃহীত উপাত্ত কোন গবেষণা বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করলে তাকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে। আলোচ্য গবেষণায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন জর্নালে প্রকাশিত আর্টিক্যাল, প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং কখনো কখনো কোন গবেষণা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪টি আলোচ্য প্রশ্নমালা তৈরী করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিন্যাস করার পর তা প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করা হয়। সমগ্র সাক্ষাৎকার পর্বটি ব্যক্তিগতভাবে ৪টি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে- দুইটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের, দ্বিতীয় পর্যায়ের- বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তৃতীয় পর্যায়ে- গ্রহণ করা হয়েছে সাধারণ গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার এবং সর্বশেষ ও চতুর্থ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার।

এইসব সাক্ষাতপর্বে সংক্ষিপ্ত ও নৈব্যক্তিক ধরণের প্রশ্নের সাহায্য নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রশ্ন সমূহ পূর্বেই পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করে নেয়া হয়েছিল। যাচাই এর পরে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাফল্য অংশগ্রহণকারী ও পর্যবেক্ষণকারীর পারস্পরিক সমঝোতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্বে যথার্থ তথ্য পাওয়ার জন্য যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাবলী যাচাই করে নেয়া হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়া করণ ও বিশ্লেষণ ঃ-

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের জন্য মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য সাবধানতার সাথে অন্তর্ভূক্তির পর তার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সরনী তৈরী করা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ-

- [1]A. Robson, William - The Development of Local Government, London, George Allen and UNWIN Ltd., Museum Street - pg 91, 92.
- [2]Storker, Gerry, The Politics of Local Government 2nd Edition MACMILLAN pg 1, 29.
- [3]Hampton, Local Government and Urban Politics, 2nd Edition LONGMAN London and New York, pg 1-7.
- [4]C. Smith, Brian- Field Decentralization, the Territorial Dimension of the State (London; George Allen and Urwine, 1985) P. 3.
- [5]আহমদ, এমাজউদ্দীন "বাংলাদেশের লোক প্রশাসন" । গোল্ডেন বুক হাউজ- পৃষ্ঠা- ৪০৪-৪০৯, ৪৩০-৪৪২ ।
- [6]আহমদ, এমাজউদ্দীন "Burequcratic Elite in Bangladesh and their Development Orientation" The Dhaka University Studies Vol-XXVIII, June 1978, page- 52-67.
- [7]Siddique, Kamal "Local Government in Bangladesh" Revised third edition. The University Press Limited. 2005, pg- 1-9, 285, 225-2030.
- [8]আহম্মেদ তোফায়েল, Decentralization and the local state under peripheral capitalism, Academic Publishers, Dhaka.
- আহম্মেদ তোফায়েল, "একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন" । রূপান্তর প্রশাসক, ২০০২ pg- 11-35, 68-75.
- [9]তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, "Rural Local Government in Bangladesh" Osder Publications, page-22-27, 49-51.
- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, 'স্থানীয় রাজনীতি। (AH Development Publishing House pg- 27-51.
- [10]Choudhury, Lutful Hoq, Local self Government and its Reorganization in Bangladesh.

- [11]মজুমদার, বদিউল আলম "গনতান্ত্রিক উত্তরণ স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র দূরীকরণ"। আগামী প্রকাশণী- ২০১১- Page- 352-385.
- [12]Wahhab, M. Abdul "Decentralization in Bangladesh- Theory and Practice".
- [13]আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ "প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রশাসন"।
- [14]জাহাঙ্গীর, "মাঠ প্রশাসন ২০০৬" পৃষ্ঠা- ১২১-১৩৬।
- [15]রহমান হোসেন জিল্লুর ও শাখাওয়াত আলী খন্দার, নতুন শতাব্দীতে স্থানীয় সরকার পথ নির্ধারণে কতিপয় সংলাপ, পাঠক সমাবেশ।
- [16]কলিম উল্লাহ, [17]নাজমুল আহসান, [18]হাসান রিয়াজুল "গ্রনতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ" এবং "নাগরীয় বাংলাদেশ ও স্থানীয় সরকার"। আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ- ২০১৩ pg- 51-54, 68-71, 100-103, 107.
- [19] N.C. Roy, Rural Self Government in Bengal (Calcutta: Calcutta University, 1936).
- [20] Hugh Tinker, The Foundation of Local Self Government in India, Pakistan and Burma (London; The Athtone Press. 1954).
- [21] A.T.R. Rahman, Basic Democracy at the Grass Roots (Comilla; Pakistan {now Bangladesh} Academy for Rural Development, 1962). Henceforth Bangladesh Academy for Rural Development cited as BARD.
- [22] Richard B.Wheeler, Divisional Councils in East Pakistan 1960-65, An Evaluation (Duke University Monographs and Occasional Pakers Serics, No. 4, 1967).
- [23] Ahmed Ali, Administration of Local Self Government for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka; Local Government Institute now National Inotitute of Local Government {NILG} 1979). Henceforth National Institute of Local Governnment cited as NILG.
- [24] Faizullah Mohanmad, Development of Local Government in Bangladehs (Dhaka; NILG. 1987).
- [25] Abedin Nazmul, Modernizing Societies; Bangladesh and Pakistan, (Dhaka; National Institute of Public Administration, 1974). Herceforth National Institute of Public Administration cited as NIPA.
- [26] A.M.M. Shawkat Ali, Field Administration and Rural Development (Dhaka; Centre for Scial Studies 1982).

- [27] A.H.M. Rahman Aminur, Politics of Rural Local Self Government in Bangladesh (Dhaka; Dhaka University 1990).
- আহমদ, এমাজ উদ্দীন "স্থানীয় সরকার, উপসম্পাদকীয়, প্রথম আলো- ১২সেপ্টেম্বর- ২০০৮।
- আহমেদ, তোফায়েল "অজ্ঞতার জাঁতা কলে স্থানীয় সরকার" প্রথম আলো খোলা কলম ১৪ই মার্চ ২০০৮।
- হায়াত, সৈয়দ রেজাউল, স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত শাসন ও স্থানীয় সরকার, বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১৩ই আক্টোবর- ২০১০।
- বিশেষ প্রতিবেদন- "নামেই স্থানীয় সরকার"- সার্বিক নেওয়াজ- সমকাল ২১ নভেম্বর ২০১০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষনের মাধ্যমে গবেষণার মূল শিরোনাম "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করণ"-এর সম্ভাবনা এবং বিদ্যমান সমস্যা সমূহের উপর তত্ত্বগত ও কার্যকর উপযোগী আলোচনা।

এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ধারণা, জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের পার্থক্য, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও দূর্বলতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষনের মাধ্যমে গবেষণার মূল শিরোনাম "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করণ"-এর সম্ভাবনা এবং বিদ্যমান সমস্যা সমূহের উপর তত্ত্বগত ও কার্যকর উপযোগী আলোচনা।

স্থানীয় সরকারের অর্থ ঃ

আলোচনার শুরুতেই স্থানীয় সরকারকে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দ্বারা স্থানীয় রাজনীতি, স্থানীয় প্রশাসন থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। জাতীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্কের বিষয়টিও আলোচ্যসূচীর আওতাভূক্ত করা যায়। বাস্তবিকভাবে স্থানীয় রাজনীতি একটি বৃহত্তর এলাকা ও দলকে নির্দেশ করে, যেমন রাজনৈতিক দল, ফ্যাসিবাদ, রাজনৈতিক প্রতিযোগীতা/দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়- যা স্থানীয় এলাকায় সংগঠিত হয়। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসন বলতে শুধু স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারাই নয় অবশ্যই জাতীয়/প্রাদেশিক/রাজ্য সরকারের এককসমূহ যা মাঠ পর্যায়ে আছে তাদের দ্বারাও সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকে বোঝায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় স্থানীয় সরকার বিশেষভাবে পরিচিত "স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার" নামে এই term টির উৎপত্তি উপনিবেশিক শাসনামলে যখন দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয়ভাবে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতে পারতো না। বর্তমানে "স্বায়ত্বশাসন" কথাটি তার পূর্বের মর্মাথ হারিয়ে ফেলেছে।

সাধারণভাবে শাসন বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ এবং শাসক ও শাসিতের মিথস্কিয়াকে বোঝায়- যেখানে কার্যপ্রক্রিয়া ও ফলাফল উভয়ই গুরুত্ববহ। ফলে উত্তম শাসনের প্রকৃতি হবে সময়োপযোগী ও গতিশীল, প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক এবং ফলাফল হবে জনস্বার্থবান্ধব। এপ্রেক্ষিত থেকে স্থানীয় শাসন হলো স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা-যেটা সরকার, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যেমনঃ স্থানীয় রাজনৈতিক এজেন্সী, মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সরকারী সেবা সংগঠন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও বাজার সংগঠন) এর ক্রিয়া পক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং এতে

সাধারণত নেতৃত্ব প্রদান করে স্থানীয় সরকার। (স্থানীয় শাসনের রাজনীতি, মোঃ রফিকুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, পৃষ্ঠা- ২৭) সাধারণভাবে স্থানীয় সরকারের অর্থ সরকারের বিচারের মান বা নীতি (দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ, দক্ষতা, আর্থিক সততা, অংশিদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম যেমন স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্র প্রশাসন, স্থানীয় NGOs, CBOs, সমিতি, স্থানীয় মিডিয়া, অনানুষ্ঠানিক স্থানীয় গোষ্ঠী সমূহের কার্যক্রমে যথাবিহিত ভাবে প্রয়োগ করা (Local Government in Bangladesh কামাল সিদ্দিকী)।

Duane Locleard স্থানীয় সরকারকে ব্যাখ্যা করেন জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকিনা সীমিত পরিসরে অস্বার্বভৌম। আঞ্চলিক পর্যায়ে জননীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আঞ্চলিক এবং জাতীয় সরকারের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পিরামিডের মূলে (bottom level-এ) স্থানীয় সরকারে অবস্থান। জাতীয় সরকার পিরামিডের top-এ এবং States ragions and provinces আছে middle rung এ। স্থানীয় সরকার এর আছে সাধারণ আইনগত অধিকার এবং এটা কোন একটি নির্দিষ্ট function (কার্য) বা service (সেবা) প্রদান (performance) করার জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

উপরিল্লিখিত ব্যাখ্যা স্থানীয় সরকারের অর্থনৈতিক এবং বিধিসম্মত অবস্থাকে বিবেচনায় নেয় না, এমনকি এর প্রতিনিধিত্বশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও নির্দিষ্টকরণ করে না, এর সবকিছুরই সংমিশ্রন ঘটেছে united nations এর ব্যাখ্যায়। এ ব্যাখ্যানুযায়ী, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে বোঝায় কোন জাতি বা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার পুর্নবিভাজন যা আইন দ্বারা সমর্থিত এবং যা স্থানীয় সংক্রান্ত বিষয়ে করআরোপ বা নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য লোকবল নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করা সংক্রান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসনকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত অথবা স্থানীয় ভাবে মনোনীত হতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞানের Encyclopaedia স্থানীয় সরকারের ৫টি শ্রেনীগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে (i) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিকেন্দ্রীক ব্যবস্থা (ii) এককেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীক ব্যবস্থা (iii) Napoleonic Perfect system (vi) গণসাম্যবাদী ব্যবস্থা (v) উপনিবেশ উত্তর ব্যবস্থা।

(i) Federal Decentralised System যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রকে বিন্যাস্ত রাখে যে আঞ্চলিক সরকার তার কাছে কতৃত্বকে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়। আঞ্চলিক সরকার জাতির

তত্ত্বাধান করে- যা স্থানীয় সরকারকে আপন মর্জিমাফিক চলার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে। সব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য নয়। কেবল যেগুলো প্রকৃত বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং United states।

(ii) Unitary Decentralised System:- (এককেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা)ঃ- এই ক্যাটাগরীতে সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকেন্দ্রিভূত করে স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, গ্রেট ব্রিটেইন, Scandina vian countries গুলো এ পর্যায়ে পরে।

(iii) Napoleonic Prefect system:- এই ক্যাটাগরিতে এককেন্দ্রিক সরকার আঞ্চলিক / উপ-আঞ্চলিক (Sub-regions) পর্যায়ে দেখাশুনা করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করে এবং যখন প্রয়োজন স্থানীয় সরকারকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে, বরখাস্ত করতে পারে অথবা অন্য কাউকে এর স্থলাভিষিক্ত করতে পারে। ফ্রান্স, Southern Europe এবং ল্যাটিন আমেরিকা এ ধারা অনুসরণ করে।

(iv) Communist system:- China, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট দেশে স্থানীয় সরকার ইউনিট বাস্তবিক পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি এজেন্সি এবং এটি পদসোপান ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অখন্ড অংশরূপে কাজ করে।

(v) Post colonial system:- সম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মিশ্র ধরনের ব্যবস্থার আর্বিভাব হয়। উপনিবেশিক শাসনকালে স্থানীয় সরকার ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে দেশীয় অধঃস্তন শাসকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত উপনিবেশ উত্তর কালেও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক প্রায়শঃই General Pattern (সামরিক ধাঁচ) এর-ই রয়ে যায়।

অপরদিকে জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী গ্রুপ ১৯৬২ সালে চারটি মৌলিক ভাগে মাঠ প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারকে ভাগ করে সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে, এগুলো হলো–

(a) Comprehensive Local Government System:- এতে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের সেবাকার্য বহু মূখী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষায়িত এজেন্সীর মাধ্যমে সম্পাদিত হয় যা সংবিধিবদ্ধ বা অন্য উপায়ে সংগঠিত।

(b) Partnership system:- এতে কিছু সরাসরি সেবা সম্পন্ন হয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সীর মাঠ পর্যায়ের ইউনিট এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

(c) Dual system- এতে Technical services সরাসরি কেন্দ্রীয় এজেন্সী দ্বারা পরিচালিত হয় যখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সেবা সম্পাদনে স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে এবং সেই সাথে স্থানীয় উন্নতি বিধায়ক কার্য উভয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

(d) Integrated administrative system:- এতে কেন্দ্রীয় এজেন্সীগুলো সরাসরি সব Technical service পরিচালনা করে। সমন্বয় সাধন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের মাঠ পর্যায়ের বা জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের দ্বারা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা।

এই চারটি System এর এক বা একাধিক System একটি দেশে কার্যকর করা যায় এবং এদের প্রত্যেকটি System এরই আলাদা আলাদা সুবিধা বিদ্যমান।

আমরা স্থানীয় সরকারকে ব্যাখ্যা করবো এর ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে–

প্রথমতঃ এর সংবিধিবদ্ধ অবস্থান।

দ্বিতীয়তঃ এর এক্তিয়ারভূক্ত এলাকায় করারোপের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা।

তৃতীয়তঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে বা প্রশাসনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগনের (কমিউনিটির) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।

চতুর্থতঃ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রনমূক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার স্বাবলম্বীতা।

শেষতঃ বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের একক উদেশ্য ভিত্তিক চরিত্রের বিপরীতে একটি সাধারন উদ্দেশ্য বজায় রাখা।

জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের পার্থক্যঃ

১। সম্পদ, চাকুরীর নিশ্চয়তা, উন্নতি ইত্যাদি দিক থেকে জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকারের চেয়ে অনেক উর্ধের্ক্ষ – উর্ধর্ক্ষতন কর্তৃপক্ষ।

২। স্থানীয় পর্যায়ের decision maker দের কাছে সাধারণ জনগনের প্রবেশাধিকার সহজ জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে। এ কারণে অজনপ্রিয় নিয়ম, আইন/প্রবিধান জাতীয় পর্যায়ের চেয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করা অনেকট কঠিন।

৩। যখন জাতীয় সরকার সামাজিক বিনিয়োগ যথা (বৃহদাকারের অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং সকল সিষ্টেম এর মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা) ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে। তখন স্থানীয় সরকার বেশী সচেতন থাকে ”সামাজিক খরচ” মিটাতে যেমন ভূমির প্লট বরাদ্ধ, বাজারের ষ্টল, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং যানবাহন ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে।

৪। জাতীয় সরকার-এর কমকর্তারা যখন স্থানীয় কাউন্সিলকে গৌন/নগন্য/তুচ্ছ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে অভিযোগ করে তখন স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে নিযুক্তদের কাছে জাতীয় সরকার অসংবেদী, দূরত্ব বজায়কারী এবং বিচ্ছিন্ন, অপ্রয়োজনে অপচয়কারী এবং জন সাধারণের real need এর ব্যপারে concerned নয় বলে প্রতীয়মান হয়।

শেষতঃ এটা গুরুত্বের সাথে জোর দিয়ে বলাযায় যে, স্থানীয় সরকার শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রের বিদ্যমান সার্বিক রাজনৈতিক প্রশাসানিক-সিষ্টেম এর একটি অংশ মাত্র এবং একারণে এটা বাধ্য থাকে জাতীয় সরকারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে এবং এর পাশাপাশি এটি জাতীয় সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ঃ-

একথা সত্য যে, বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে আলোকপাত না করা হলে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা প্রায়শঃই বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে আলোচনা করি কিন্তু আভিধানিক অর্থে এটি একটি জটিল ও বির্তকিত বিষয়। বিকেন্দ্রীকরণ প্রত্যয়টি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও কাঠামোকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। বিকেন্দ্রীকরণ হলো মূলত ক্ষমতার বন্টন ও বিভক্তি করণের নীতি কৌশল। পন্ডিতরা একে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করে, অধ্যাপক এলেন এর মতে কেন্দ্র হতে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন কর্তৃত্ব ব্যতীত অপর সকল কর্তৃত্ব

সর্বনিম্নস্তরে ভারার্পনের নিয়মতান্ত্রিক পক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। Smoke (২০০৩) মনে করে Decentralization dose have several dimention, and its apposite exposure and appearance vary across countries, and its implementation takes considerable time, and it is not instinctively positive or negative and its efficacy depends on particular country conteset and conditions, (Smoke P. (2003) "Decentralization in Africa; Goals, Dimensions, Myths and challenges", Public Administration and Development, 23 (1), pp.7-10. বিকেন্দ্রীকরণকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করলে এর অর্থ অস্পষ্টই থেকে যাবে যদি না একে কেন্দ্রীকরণ এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে আলোচনা করা না হয়। কেন্দ্রীয়করণ এমন ব্যবস্থা যাতে সরকারের সকল কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত থাকে অপরদিকে যখন কর্তৃপক্ষ এবং ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে দিয়ে দেয়া হয় তখনই বিকেন্দ্রীকরণ এর আর্বিভাব ঘটে। Rondinelli-(1981:137) বিকেন্দ্রীকরণ বলতে জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনগনের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা করার জন্য ক্ষমতা বৈধ এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করাকে বুঝিয়েছেন। Smith এর মতে, "Decentralizatin involves the delegation of power to lower levels" (1958:1). এটা উল্লেখ করা যায় যে, কেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণের মূল বৈশিষ্ট নিহিত আছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যান্য মাত্রাগত ক্ষমতার বন্টন প্রক্রিয়ায়। কোন সরকারই পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত বা পুরো পুরি বিকেন্দ্রীভূত নয়। পুরোপুরি বিকেন্দ্রীকরণ এর অর্থ রাষ্ট থেকে হারিয়ে যাওয়া, বির্বণ হয়ে যাওয়া। কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ যুগপৎভাবেই কাজ করে এবং এক্ষেত্রে Conyers এর কথায় বলতে হয় Centralization and decentralization "Should therefore be envisaged as the processes of movement in either direction along a continuum which has no finite ends" (1985:26).

উপরের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে, "decentralization is a process, not a condition." (Cohen et.al. 1981;17) এটা অপরিবর্তণীয় নয় Philip Mawhood এই পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেন "Pendulum model". বলে (Mawhood 1983;8)। স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে

বিক্রেন্দ্রীকরণের স্বপক্ষে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের প্রর্দশিত যুক্তি থেকে। বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে বলা যায় যে, এর উপকারিতা অনেক। COHEN ও অন্যান্যরা এই সুবিধাগুলিকে ৪টি ক্যাটাগরিতে বর্ণনা করেন। এ্গুলো হলো (ক) প্রশাসনিক (খ) রাজনৈতিক (গ) অর্থনৈতিক এবং (ঘ) প্রাথমিক মূল্যবোধ যেমন- অংশগ্রহণ, গনতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীলতা (Cohen et. al. 1981:33-44)।

বিকেন্দ্রীকরণ এর মাত্রা পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন তা সত্ত্বেও forms of decetralization এর মাধ্যমে devolution (ক্ষমতা অর্পণ, আংশিক সায়ত্ত্বশাসন)। deconcentration (বিপুঞ্জিভূতকরণ), delegation (প্রতিনিধিত্বশীলতা) এবং dispersal (প্রসারিত করা) (Commonwealth secretariat 1984;5)- এই চারটি নির্ধারকের মাধ্যমে এর মাত্রা নিরূপনের চেষ্টা করা হয়।

Rodienelli ও তার সহকর্মীবৃন্দ বিকেন্দ্রীকরণের এই উদ্দেশ্যগুলোকে (i) রাজনৈতিক এবং (ii) প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা (Ali 1987:788) এভাবে শ্রেনীবদ্ধ করেন। Coryuers বিকেন্দ্রীকরনের এই উদ্দেশ্যগুলোকে ৩টি দ্বিবিভাজিত যুগলে শ্রেণীবদ্ধ করেন এগুলো হলো-
Managerial versus political,
Top-down versus bottom up,
and explicit versus implicit objectives

Uphoff এর বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুযায়ী স্থানীয় সরকার হলো ক্ষমতা অর্পণ ধাঁচের বিকেন্দ্রীকরণ (Devolutionary form of Decentralization), কেননা এতে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের প্রশাসনিক, জনসেবামূলক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী (Intermediation), সেবা সংগঠন (Philantralization), ও বাজার সংগঠন (Marketisation) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত হয়। বেগম (১৯৯৮:৫৯) উল্লেখ করেন Uphoff তার মডেল Classic Devolution বলতে সুস্পষ্টভাবে Local Government (স্থানীয় সরকার) কে বুঝিয়েছেন। অধিকন্তু Mawhood- ও ক্ষমতাঅর্পণ (Devolution) কেই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ বলে মনে করেন, এবং এটিই মূলতঃ স্থানীয় সরকার। তিনি তার বিকেন্দ্রীকরণ মডেলে ক্ষমতাঅর্পণ (Devolution) কে বিপুঞ্জিভূতকরণ (Deconcentration)

এর সাথে পার্থক্য করেন এব তাতে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে দেখান ক্ষমতা অর্পণের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে স্থানীয় সরকার।

সম্প্রতি আইনের শাসনের অগ্রগতির জন্য এবং বৈশ্বিক দরিদ্রতা কমাতে পৃথক পৃথক প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হলো এরূপ সকল প্রচেষ্টাকে এক সুতোয় আনা। ইতঃপূর্বে মূলপাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্পষ্টতই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বায়ত্তশাসন, দায়-দায়িত্ব এবং জনগণের অংশগ্রহণ, সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি ও স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে ক্ষমতা অর্পণ বা হস্তান্তরের তুলনায় গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ অধিকতর কার্যকর। পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ শুধুমাত্র নাগরিকগণের বিস্তৃত অংশগ্রহণ ও তাদের প্রতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে না, অধিকন্তু দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতি ও সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কিত জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এরূপ বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জাতীয় ঐক্যকে লালন করতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন কৌশল। এটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নে বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকার করে এবং এদেরকে একটি আনুষ্ঠানিক বিধিসীমার মধ্যে আনে (Litvack and Seddon, ১৯৯৯; World Bank, ১৯৯৯; Crook and Sverrisson, ২০০১)। অধিকন্তু বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় সম্প্রদায়িক, সামাজিক বা প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পদ, সম্পত্তি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসায় আধাবিচারিক কর্তৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিচারিক কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করে।

বাস্তব প্রমাণ নিশ্চিত করে যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জাতীয় ও স্থানীয় সরকার এবং স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ নাগরিক অধিকারের সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট, দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা থেকে অধিকতর সমর্থ এবং এরা বাজার ও সরকারের ব্যর্থতা এড়াতেও সক্ষম। একটি দেশের মানব স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা রচিত হয় গণতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে।

তবে এ বিষয়ে আলোচনাকে দীর্ঘায়িত না করে এপর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সম্ভাব্যতা ও দুর্বলতার বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

স্থানীয় সরকারের সম্ভাবনা ঃ-

জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর স্থানীয় সরকারের অবস্থান ছিল জাতীয় সরকারে স্থানীয় প্রকৃতির কার্য সম্পাদনের জন্য জাতীয় সরকারের একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করা। বিকেন্দ্রীভূত এবং আঞ্চলিক সায়ত্বশাসিত সরকারের ধারণা শুধুমাত্র ইউরোপীয় নৈরাজ্যবাদী

এবং লিবার‌্যাল ডেমোক্র্যাসদের এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাবিদ যেমন মহাত্মা গান্ধী এবং M.N. Roy এর থেকে আসেনি, এটা এসেছে নীরস গুমোট গহক্ষর থেকে, সম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোয় উন্নয়নের সুফল নির্দিষ্টভাবে উন্নয়নশীল দেশ এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রত্যন্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

প্রশাসনিক ভাবে স্থানীয় সরকার স্থানীয় ভিত্তিতে কাজের বিভাজনকে অনুমতি দেয়। এটা দেশে অস্বাস্থ্যকর, অশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রশাসনিক চাপ থেকে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে রক্ষা করে এবং জ্ঞানের সুবিধাজনক ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে জ্ঞানের সর্বোত্তম ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। এবং সাধারণ জনগনের জন্য দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করে কারণ এটা স্থানীয় জনগনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমনেও তাদের আছে বৃহত্তর দক্ষতা। কার্যকর সমন্বয় সাধন ও Cheap administration এর বৃহত্তর প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এটি উত্তম।

গনতন্ত্রের এ যুগে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ- পরিকল্পনা প্রনয়ণে স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ ও তৃনমূল পর্যয়ের উন্নযন নিশ্চিত করে, কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও জরুরী সেবা বিতরণ সংক্রান্ত কাজে ক্রমবর্ধিষ্ণু বাধা ও বিপত্তির যবনিকাপাত করে। আর তাই- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে।

William A Robson বলেন "local authorities have greater opportunities today than ever before. If the powers of the central government increasing, so are the powers of the local government.

জাতীয় নীতি গুলোর বাস্তবায়ন এবং বিবিধ প্রকার সরকারী সেবাদান মূলতঃ স্থানীয় পর্যায়েই হয়ে থাকে। সর্বোপরি স্থানীয় communities হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র যেখানে জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। নাগরিক চাহিদা মূলত গ্রন্থিবদ্ধ হয় ও

অবয়ব প্রাপ্ত হয় স্থানীয় পর্যায়ে। এর সুনির্দিষ্ট কারণ হচ্ছে এই সুযোগ সুবিধাগুলো সরাসরি ও নিয়মিতভাবে নাগরিকদের সাথে সম্পৃক্ত। এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে নাগরিকদের রাজনৈতিক দীক্ষা/শিক্ষাশুরু হয়, এখানেই নেতৃত্বের দক্ষতা প্রথম উৎকর্ষতা অর্জন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য উচ্চতর/বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য পরিপুষ্টতা অর্জন করে। স্থানীয় সরকার উচ্চ পর্যায়ের ও নিম্ন পর্যায়ের দুইটি রাস্তার যোগাযোগকে সহজ করে দেয়।

বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতা দেখে সচেতন মহলের কেউ কেউ বিষয়টি নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভাবছেন। এভাবে সমাজের কাছে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে সমাজের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতায় এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে, গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় সরকারের ছত্রছায়ায় সমাজ প্রানবন্ত থাকে। আর তাই সামাজিক সহিংসতা রোধে কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা গভীর ভাবে অনুভূত হয়।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নগরায়নের বিস্তৃতি ঘটায়। শহরমূখী মানুষের অবাঞ্চিত চাপ থেকে প্রধান শহরগুলোকে রক্ষা করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নানাবিধ বিভাজন এবং বিকেন্দ্রীকরণ এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিভাজন জাতীয় সংহতি রক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। এভাবে জাতীয় সরকার নিজেদেরকে একটি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কেন্দ্রে স্থাপন করে। জনসংক্রান্ত কাজের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জনগনের অংশগ্রহণের চমৎকার সুযোগ করে দিয়ে জাতীয় সরকার প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় পরিসরে স্থানীয় সরকারকে কর্মশক্তি প্রদানের অনুমতি দেয়- যা তাদের জন্য Safty valve হিসাবে কাজ করে। চুড়ান্তভাবে স্থানীয় সরকারের সহযোগিতা আরও বেশী দক্ষ বলে বিবেচিত হয় বা হতে পারে এটা কোন ভাবেই সম্ভব নয় জাতীয় ও Provincial সরকারের একার পক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রের বহুবিধ, বহুরকম কার্য সম্পাদন করা। সর্বোপরি এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মৌলিক নাগরিক সেবা– সেনিটেশন, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ মূলক কার্যক্রম ইত্যাদি সবচেয়ে ভালভাবে কাজ করে স্থানীয় পর্যায়ে। এতদনুসারে স্থানীয় সরকার শুধু দক্ষতার সাথে এধরনের কিছু কাজেই সম্পৃক্ত থাকেতে পারবে না, তাদের জাতীয়

সরকারের সার্বিক জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

Cheema and Rondinelli উন্নয়নশীল দেশগুলো কেন বিকেন্দ্রীভূত পলিসি ও প্রোগ্রাম ধারণ করে তার পর্যাপ্ত কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো-

(১) অনেক সরকারের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়ায় এ বিষয়টি যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সুবিধার ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন অনেক সময়ই সহগমন করে না।

(২) নিম্নতর পর্যায় থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণ বাড়ানোর চাপ।

(৩) গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রজেক্ট গুলোকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাতা গোষ্টিগুলোর ক্রমবর্ধমান চাপ।

(৪) সচল মানব গোষ্ঠী ও সম্পদ গড়ে তোলায় বা গ্রামীন উন্নয়নে অতীতে কেন্দ্রীয় ভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত প্রোগ্রামগুলোর ব্যর্থতা।

(৫) উন্নয়নের জটিলতার ক্রমশ বৃদ্ধি যা কিনা জাতীয় এজেন্সীগুলোর দায়বদ্ধতাকে বাড়িয়ে দেয়।

(৬) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা- যাতে তারা নিজস্ব প্রজেক্ট প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

(৭) স্থানীয় পর্যায়ে জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত যোগাযোগের স্বল্পতা বিষয়ে উদ্বিগ্নতা।

(৮) আন্তঃ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অসমাতা এবং জাতিগত বিভিন্নতা।

(৯) গ্রামীণ অঞ্চলের জনগনের ব্যপক রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়োজনীয়তা।

(১০) দেশের সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য গৎবাধা প্রশাসনের বাইরে বিশেষ প্রোগ্রামগুলোকে রূপদান করতে পারার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা। (Cheema and Rondinelli 1983:27-30)।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি গণতান্ত্রিক সরকার কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারছে তা উক্ত সরকারের স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত মনোভাব এবং স্থানীয় সরকারের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিষয়াদি থেকে বোঝা যায়।

সমসাময়িক গবেষণার উদাহরণ থেকে প্রমাণিত যে, জাতীয় সরকারের তুলনায় স্থানীয় সরকারগুলো স্থানীয় সমস্যা সম্ভাবণাসমূহ দক্ষতার সাথে চিহ্নিত করতে পারে এবং জাতীয় সরকারকে স্থানীয় চাহিদা ও স্থানীয় বিষয়ক জাতীয় নীতি নির্ধারণে প্রভূত সাহায্য করতে পারে।

স্থানীয় সরকারের দূর্বলতা বা সমস্যা ঃ-

স্থানীয় সরকারের দূর্বল দিকও রয়েছে। স্থানীয় সরকার তার শ্রেণীগত মর্যাদাচুত্য হয়ে পরিণত হতে পারে, সংকীর্ণ মনা, দূর্বল, অধিকার সূচক ও অজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে, যা তার নিষ্ক্রিয়তা, জড়ত্ব ও বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে দেয়। তাদের ছোট আকারের জন্য এটা কোন মেধাবী বা দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করতে পারে না আর তাই জাতীয় সরকারের তুলনায় এটা হয়ে পড়ে মন্থর, অদক্ষ এবং ব্যয়বহুল। অপরাধ ও বে-আইনী কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার জাতীয় সরকারের চেয়ে বিশেষভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক হতে পারে। কেন্দ্রের কার্য ও হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে মাঝে মাঝে এ যুক্তি দেয়া হয় যে, তারা অসমতা দূর করে এবং পশ্চাৎপদ এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করে। কেন্দ্রীয় করণের সাধারণ মান সহজাত ভাবে বা জন্মগত ভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে, সরকারের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালনে। সরকারের মৌলিক প্রোগ্রামগুলোর সাথে একাত্বতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকার দৃঢ়তা ও দক্ষতার নিশ্চিত করে। বিশেষজ্ঞের প্রতুলতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্টতার বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরনজনিত সরঞ্জামাদি এবং ব্যবস্থাপনায় একটা নির্ধারিত মান পর্যন্ত কেন্দ্রীয় করণ শক্তিশালী ভিত্তির নিরাপত্তা দেয়। প্রযুক্তি, সম্পদ ও দক্ষতার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে যে শূন্যতা রয়েছে তা উপরের সাহায্য ছাড়া নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উপরন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন- ধার্যকৃত প্রধান কাজ গুলো যেমন আয়কর সংগ্রহ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতার বিচারে কেন্দ্রীয় সরকার যর্থাথ।

স্থানীয় সরকারের শক্তি দূর্বলতা এবং সমস্যা যা উপরে বর্ণিত হলো তা স্পষ্টতই সাধারণকৃত যা নির্ধারিত ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার প্রয়োজন। অপরাধ বা বে-আইনী কার্যকলাপে স্থানীয় সরকার পক্ষপাতমূলক বলে মনে হলেও স্বল্প পরিসরের কারণে স্থানীয় সরকারের পক্ষপাত মূলক ভূমিকা সহজেই দৃষ্ট হয়। এটা সত্য যে, দৃশ্যমান বলেই সহজেই এর প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা যায়। জাতীয় সরকারের বৃহত্তর পরিসরে যা অগোচরেই থেকে যায়, আর তাই প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর

সম্প্রসারণ, নূন্যতম জাতীয় সেবা পাওয়ার চাহিদা, গ্যাস, বিদ্যুৎ এর সার্বিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে অর্থের চাহিদা স্থানীয় সরকারের প্রবণতাকে শক্তিশালী করে। এটা সত্য যে, একটি দেশ শক্তিশালী রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অধিকারী না হলে স্থানীয় সরকার অপ্রতিনিধিত্বশীল, স্বৈর শাসকদের আজ্ঞাবহ হয়ে পরে এমনকি তাদের নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও। এ অবস্থায় এটি এলিটদের সংর্কীন স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকারের প্রকৃত গুণ ও চরিত্র বাইরের কিছু উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়, যেমন জাতীয় ও স্থানীয় ঐতিহ্য, রাজনৈতিক চাপ, দলের প্রভাব এবং শৃংখলতা, আমলাতন্ত্রের পেশাদরিত্ব, অর্থনৈতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রনাধিকার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং বিশ্বাস মূল্যবোধ ও ভৌগলিক বাস্তবতা এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের চরিত্র। এ সব উপাদানের প্রভাবে স্থানীয় সরকারের চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয় তবে মূলকথা এই যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে এটি যে সার্বিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত তা থেকে বিছিন্ন করে রাখা যায় না। সত্যিকার অর্থে স্থানীয় সরকারের কোন বিকল্প নেই। এর যদি কোন সমস্যা বা দূর্বলতা থেকে থাকে তবে তাও দীর্ঘ মেয়াদে সংশোধন বা দূর করা সম্ভব।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ-

- A. Robson, William - The Development of Local Government, London, George Allen and UNWIN Ltd., Museum Street - pg 91, 92.
- Storker, Gerry, The Politics of Local Government 2nd Edition MACMILLAN pg 1, 29.
- Hampton, Local Government and Urban Politics, 2nd Edition LONGMAN London and New York, pg 1-7.
- আহমদ, এমাজউদ্দীন "বাংলাদেশের লোক প্রশাসন"। গোল্ডেন বুক হাউজ- পৃষ্ঠা- ১১২-১৫০।
- Siddique, Kamal "Local Government in Bangladesh" Revised third edition. The University Press Limited. 2005, pg- 1-9, 285, 225-2030.
- আহম্মেদ তোফায়েল, Decentralization and the local state under peripheral capitalism, Academic Publishers, Dhaka.

- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, 'স্থানীয় রাজনীতি। (AH Development Publishing House pg- 27-51.
- মল্লিক, বিশ্বজিত "Local Government, Local people's institution A compilation of Local Government".
- Wahhab, M. Abdul "Decentralization in Bangladesh- Theory and Practice".
- কলিম উল্লাহ, নাজমুল আহসান, হাসান রিয়াজুল "গ্রনতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ" এবং "নাগরীয় বাংলাদেশ ও স্থানীয় সরকার"। আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ- ২০১৩ pg- 51-54, 68-71, 100-103, 107.
- Mawhood P. (1985), Local Government in the Third World, John Weily Chichester.
- Rondinelli D.A., Cheema G.S. (eds.) (1985), Decentralization and Development.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক অতীত ও পরবর্তী কালে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বর্তমানের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন দিকগুলো।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ একটি নতুন দেশ হলেও এর রয়েছে দীর্ঘ বিধিবদ্ধ ইতিহাস। প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, মোগল যুগের দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ প্রায় ২০০ বছর এটি ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় অঙ্গরাজ্য বেঙ্গল ও আসামের অংশ ১৯৪৭ সালের আগষ্টে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান এর জন্মের পর বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এটি ছিল পাকিস্তানের অংশ মানচিত্রে এটি স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে আর্বিভূত হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের সাথে দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের পর।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তৎকালীন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য দলিলাদি তেমন পাওয়া যায়নি, তবে অনেকে মনে করেন যে এটা এসেছে সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে যা কিনা ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এখনো বিদ্যমান। স্থানীয়ভাবে গঠিত এই পঞ্চয়েত ব্যবস্থা সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। গ্রামের বিচার কার্য সম্পাদনসহ শান্তি শৃংঙ্খলা রক্ষা করতো, দায়িত্ব পালনের জন্য নিজরাই সম্পদ আহরন করতো। পঞ্চায়েতগুলোর কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না।

১৫৭৬ সালে বাংলাদেশ মোঘল সম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং সুবে বাংলা নাম ধারণ করে। মোঘলরা কাজের সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থাকে সুবা সরকার, পরগনা এবং মাহালে বিভক্ত করেন। মোঘর যুগে প্রতি গ্রামে নিজস্ব পঞ্চায়েত কাউন্সিল ছিল। প্রতিটি গ্রামে তারা একজন করে গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন। গ্রাম প্রধান কৃষি খাত হতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারী কোষাগারে জমা রাখতেন। রাজস্ব আদায় ও প্রেরণের জন্য শাসকবর্গের কাছে জবাবদিহি করতে গ্রাম প্রধান বাধ্য থাকতেন।

মোঘল শাসনের অবসানেরপর যখন ইংরেজগন এদেশের শাসনভার হস্তগত করেন তখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজ সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতদের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেন। বিশেষতঃ ১৭৯৩ স ালে লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলে একশ্রেণীর

ভূ-স্বামী বা জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কর আদায়সহ স্থানীয় এলাকার যাবতীয় দায়িত্ব এই জমিদার শ্রেণীর হাতে অর্পণ করা হয়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরপরই কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ সাল থেকে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করে। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৭০ সালে "গ্রাম চৌকিদারি আইন" পাশের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে একস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই আইনের বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে কোন ৫ জন গ্রামবাসীর সমন্বয়ে একটি চৌকিদারি পঞ্চায়েত গঠন করতেন। এ সকল চৌকিদারী পঞ্চায়েত প্রধানতঃ আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে সহায়তা করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি জনসর্মথন লাভে ব্যর্থ হয়।

১৮৮৫ সালে "বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন" প্রবর্তনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা প্রর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্য়ায়ে জেলা বোর্ডসহ তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত, নিয়োগকৃত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। ইউনিয়ন কমিটিতে নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যদের মধ্যে দ্বন্ধ, জেল বোর্ডের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একক আধিপত্য এ আইনকে আইনকে অকার্যকর করে ফেলে।

১৯১৯ সালে "বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন" প্রবর্তনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে দ্বিস্তর বিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হতো, এ আইনে জেলা বোর্ডের কার্যালবলী ও আয়ের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। এই আইনেও সকল পর্যায়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে জেলা ম্যাজিষ্টেট ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। এছাড়াও সার্কেল অফিসার, মহকুমা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার বিভিন্নভাবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রন বজায় রাখতেন।

তবে ভারত বিভক্তির পূর্বেই শহরের পৌর এলাকার নানাবিধ সমস্যাদি সমাধানের উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন ধরনের বোর্ড গঠন করা হয় অন্যদিকে গ্রামঞ্চলের জন্য ছিল ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ড।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর মনোনয়ন প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় এবং স্থানীয় সরকারের কাঠামোকে পুনর্গঠন করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ এবং শাসকগোষ্টীর মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি বলে এ ব্যবস্থা সন্তোষজনক ভাবে কার্যকর হতে পারেনি।

১৯৫৯ সালের **২৭** অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশ বলে সমগ্র পাকিস্তান নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উক্ত "মৌলিক গণতন্ত্র" আদেশ অনুযায়ী স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচক মন্ডলীতে পরিনত হয়। এ নির্বাচক মন্ডলী প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের চারটি স্তর ছিল।

১। গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন কাউন্সিল শহরে ইউনিয়ন কমিটি।

২। থানা কাউন্সিল।

৩। জেলা কাউন্সিল।

৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

প্রাপ্ত বয়স্বদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইউনিয়ন কাউন্সিল, ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটির সদস্যগন প্রথমে নির্বাচনী সংস্থার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতেন। এ আদেশ বলে দু প্রদেশে ৮০,০০০ নির্বাচনী একক (পরে ১,২০,০০০) ইলেকটোরাল ইউনিট সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ

মুজিব আমল (১৯৭২-১৯৭৫)ঃ- **১৯৭১** সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। স্বাধীনতার পরপরই মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং- ৭ এর ক্ষমতা বলে পাকিস্তান শাসনামলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিলুপ্তি ঘটে।

স্থানীয় কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে **১৯৭২** সালে বাংলাদেশে স্থানীয় কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল (বাতিল ও পরিচলণ) আদেশ অনুযায়ী স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নতুন নামকরণ করাহয় এবং থানা উন্নয়ন কমিটি, জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন পঞ্চায়েত (পরবর্তীতে ৭৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হতো প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৩ (তিন) জন করে ৯ (নয়) জন সদস্য, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান (ভোটারদের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত) সহ মোট **১১** জন সদস্য নিয়ে গঠিত ছিল।

থানা পর্যায়ে থানা উন্নয়ন কমিটির কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল সার্কেল অফিসারের উপর। সার্কেল অফিসারকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এস.ডি.ও।

জেলা বোর্ডের প্রধান ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। প্রত্যেক জেলা বোর্ডে একজন সচিব ছিলন ডেপুটি কমিশনারকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করার জন্য। জেলাবোর্ডে কোন নির্বাচিত সদস্য ছিল না, সকলেই ছিল মনোনীত।

জিয়া আমল (১৯৭৫-১৯৮১) ঃ-

১৯৭৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যেমে শেখ মুজিবরকে হত্যা করা হয় এবং খন্দকার মুসতাক আহম্মেদ অন্তবর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমান পল্লী অঞ্চলে রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে তার অবস্থানকে আরও সুসংহত করতে ১৯৭৬ সালে “স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স” জারী করেন।

এ অডিন্যান্সের ফলে ৩ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়-

১। ইউনিয়ন পরিষদ।
২। থানা পরিষদ।
৩। জেলা পরিষদ।

এসময় বিলেজ কোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ জারি করা হয়। পৌর/শহর এলাকার জন্য উনিয়ন পরিষদের সমান্তরালে মিউনিসিপ্যালেটি বা পৌরসভার বিধান রাখা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদে - ১ জন চেয়ারম্যান (নির্বাচিত)।

ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত করা হয়।

সদস্যদের মধ্যে ছিল-

৯ জন পুরুষ মেম্বার (প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৩ তিন জন করে)

২ জন মহিলা মেম্বার (মনোনীত)

২ জন কৃষক প্রতিনিধি।

চেয়ারম্যান ও ৯ জন সদস্যের ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচনের বিধান চালু ছিল।

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার- ১৯৮০ সালে (১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের সংশোধনীর মাধ্যমে) গ্রাম পর্যায়ে পূর্বের বেসরকারী ভাবে পরিচালিত- স্বনির্ভর আন্দোলন ও গ্রাম সরকার পদ্ধতির একত্রিকরণ করে স্বণির্ভর গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনসংখ্যা কমিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল এর লক্ষ্য। তবে অনেকের মতে এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক এটি নব্য গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনৈতিক ভিত্তিকে স্থানীয় পর্যায়ে সংহত করার কাজে সহায়তা করে। গ্রাম সরকার (গঠন ও

প্রশাসন) বিধি অনুযায়ী পর্যায় ক্রমে প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সভার সদস্যদের মতৈক্যের ভিত্তিতে একজন গ্রাম প্রধান ও দুইজন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট **১২** জন সদস্য নিয়ে গ্রাম সরকার গঠিত হতো।

থানা পরিষদ ঃ-

থানা পরিষদে মহকুমা অফিসার (এস.ডি.ও) পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান সার্কেল অফিসার - পদাধিকার বলে ভাইস চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগন থানা পরিষদে - প্রতিনিধি সদস্য। **১৯৭৮** সালে থানা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য থানা পরিষদের সহায়ক হিসেবে থানা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়।

জেলা পরিষদ ঃ-

কোন নির্বাচন না হওয়ায় - জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা তার সচিব হিসেবে কাজ করতেন।

এরশাদ আমল (১৯৮২- ১৯৯০) ঃ-

১৯৮২ সালে এক ক্যু'র মাধ্যমে লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। প্রশাসন ও উন্নয়নে গ্রামীন জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করণ ও প্রশাসন কে গ্রামীণ জনগনের দোরগোড়ায় নিয়ে আশার ঘোষণা দিয়ে প্রত্যয় এর ঘোষণা দিয়ে এরশাদ "স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ" জারী করেন- **১৯৮২** সালে। এ অধ্যাদেষের মাধ্যমে থানা সমূহের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি থানায় থানা পরিষদ গঠন করা হয় মানোন্নীত থানার নাম পরিবর্তন করে উপজেলা এবং থানা পরিষদের স্থলে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়। এর গঠন কাঠামোতে ছিল ঃ-

- একজন নির্বাচিত চেযারম্যান।
- প্রতিনিধি সদস্যঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর সভার চেয়ারম্যানগন।
- তিন জন মনোনীত মহিলা সদস্য (সরকার মনোনীত)।
- সরকারী কর্মকর্তা ঃ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে উপজেলা প্রধান (**১৪** জন)।
- উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের চেয়ারম্যান।
- একজন মনোনীত পুরুষ সদস্য (সরকার মনোনীত-এলাকার স্থায়ীভাবে বসবাসকারীগন চেয়ারম্যান হওয়ার উপযুক্ত)।
- অধিকন্তু বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় **১৯৮৩** সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, **১৯৮৮** সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ও **১৯৮৯** সালে খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন, বান্দরবন পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন ও রাঙামাটি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন পাশ করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তাদের উপর উপজেলা চেয়াম্যানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ACR প্রদানের দায়িত্ব ছিল চেয়ারম্যানগনের, গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি করা হয়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটিও বিলুপ্ত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ

১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামোতে ছিল জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য (প্রতি ওয়ার্ড থেকে ৩ জন প্রতিনিধি) ও মহিলা সদস্য।

জেলা পরিষদঃ

স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ অনুযায়ী জেলা পরিষদ এর গঠন কাঠামোয় ছিল-

- জন প্রতিনিধি- সংসদ সদস্য, জেলার উজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা চেয়ারম্যানগন।
- মনোনীত পুরুষ সদস্য।
- মনোনীত মহিলা সদস্য।
- জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা।
- ডেপুটি কমিশনার ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে পদাধিকার বলে সদস্য হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ও পদচুত্য হতেন। জেলা পরিষদ ১৯৯০ সালে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

খালেদা জিয়ার শাসন (১৯৯১-৯৬) ঃ-

১৯৯০ গণঅভ্যূত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর।

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন।

১৯৯১ সালে এরশাদ প্রর্বতিত উপজেলা পদ্ধতি বাতিল এবং স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশনের সুপারিশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তন করেন।

১। গ্রাম সভা

২। ইউনিয়ন পরিষদ

৩। থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি

৪। জেলা পরিষদ।

গ্রাম সভা ঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন (১৯৯১) প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি গ্রাম সভার সুপারিশ করেন। গ্রাম সভার মেয়াদ হবে ৫ বছর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানই হবেন গ্রাম সভার সভাপতি। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম সভার কাছে দায়ী থাকবেন। গ্রাম সভার ২/৩ এর ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা ও চেয়ারম্যান অপসারিত হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ

১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইনের ধারা মোতাবেক প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ

এর গঠন কাঠামোয় থাকবে-

- ১ জন চেয়ারম্যান
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগন কমিটির সদস্য
- ৩ জন মহিলা সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত।
- থানায় কর্মরত নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মকর্তা কমিটির সদস্য
- থানা নির্বাহী অফিসার কমিটির সদস্য সচীব।
- স্থানীয় সংসদ সদস্য (এম.পি) কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন।

জেলা পরিষদ ঃ

স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন এর সুপারিশ অনুযায়ী-

- ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান (জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জেলার অন্তর্গত সব গ্রাম সভার সদস্য, সব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে নির্বাচিত)।
- ২ জন জনপ্রতিনিধি- জেলার আন্তর্গত প্রতিটি থানা থেকে ইউনিয়ন পরিষেদের সব চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মাধ্যমে (নির্বাচিত)।
- ৩ জন মহিলা সদস্য।

পৌরসভা ও নগর কর্পোরেশন-

স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন (১৯৯১) সালে পৌর এলাকায় পৌরসভা, নগর এলাকায় নগর কর্পোরেশনের পূর্ববর্তী বিধান অটুট রেখে চেয়ারম্যান, মেয়র ও ওয়ার্ডভিত্তিক কমিশনাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান জারী করেন।

শেখ হাসিনার আমল (১৯৯৬-২০০১) ঃ-

১৯৯৬সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পূর্ণগঠনের জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। কমিশন ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ করে-

১। গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ।

২। ইউনিয়ন পরিষদ

৩। উপজেলা পরিষদ

৪। জেলা পরিষদ

গ্রাম পরিষদ ঃ

১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংশোধিত বিধান অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি ওয়ার্ডে গ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচিত চেয়ারম্যান (পদাদিকার বলে নির্বাচিত), ৯ জন পুরুষ সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ ঃ

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) ২য় সংশোধনী বিল পাশ হয়। ১ জন চেয়ারম্যান প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত। প্রতিটি ইউনিয়ন ৩টির পরিবের্ত ৯টি ওয়াডর্ডে বিভক্ত করা হয়। ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সদস্য (ইউনিয়ন বাসীদের ভোটে নির্বাচিত) ৩ জন মহিলা (সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত)। মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে সদস্য। তাদের ভোটাধিকার ছিলনা।

উপজেলা পরিষদ ঃ

আওয়ামীলীগ সরকার আইন পাশ করে উপজেলা ব্যবস্থা পূনঃ প্রবর্তন করেন। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য (সংশ্লিষ্ট উপজেলার অধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগন) মহিলা সদস্য (পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মোট জন সংখ্যার $^1/_3$ অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের উপদেষ্টা-

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫'র অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

জিলা পরিষদ ঃ

চেয়ারম্যান- জনগনের ভোটে নির্বাচিত। ১/৩ মহিলা জনগনের ভোটে নির্বাচিত, প্রতি থানা থেকে ২ জন সদস্য-জনগনের ভোটে নির্বাচিত, জিলা পর্যায়ে কর্মরত এনজিও-দের প্রতিনিধি, জিলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা (ভোটাধিকার বিহীন সদস্য) ডিসি (পদাধিকার বলে নির্বাহী সেক্রেটারী), সংসদ সদস্য- জেলার উপদেষ্টা।

অধিকন্তু এসময় স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন ১৯৯৭, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮, চট্টগ্রাম পাবর্ত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও জেলা পরিষদ আইন ২০০০ পাস হয়।

খালেদা জিয়া- ২০০১-২০০৬ ঃ-

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে BNP ২য় বারের মত ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ সময় স্থানীয় সরকার কাঠামোতে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রাম সরকার ব্যবস্থার পূর্নগঠন।

২০০৩ সালের মার্চে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৫৫ াধারার আলোকে 'আর্দশকর তফসিল' (মডেল টেক্স সিডিউল) এর অতিরিক্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। অধিকন্তু ২০০৬ সালের মে মাসে Village Courts Ordinance, 1976 and Subsequent Cross-Amendment এর ভিত্তিতে গঠিত গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ পাস করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমল-(২০০৬-২০০৮)ঃ-

দেশে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। ২০০৬ সাল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপস্থিতি বিরাজমান ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াজদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বাধীণ বিতর্কিত তত্বাবধায়ক সরকারের ব্যর্থতা ২০০৭ সালের জানুয়ারীতে সামরিক সমর্থিত একটি অন্তর্বর্তীকারীন সরকারের জন্ম দেয়। একই বছরের জুন মাসে 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি' গঠন করা হয়।

ড.এ.এম.এম. শওকত আলীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটি মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ২০০৭ সালের নভেম্বরে ৪ খন্ডে রিপোর্ট প্রকাশ করেন। গনতান্ত্রিক সরকার না হওয়া সত্ত্বেও এর সরকার দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সচল রাখাতে ও প্রশাসনকে উন্নত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০৮ সালে উপদেষ্টা পরিষদ গ্রাম সরকার রহিত করন অধ্যাদেশ- ২০০৮ অনুমোদন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালী করন- ৭ সদস্যের কমিটির সুপারিশ (২০০৮) মোতাবেক স্থানীয় প্রশাসনে নতুন দুটি ধারা যুক্ত করা হয়। এক জাতীয় সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের উপর কোন ক্ষমতা থাকবে না। দুই স্থানীয় পরিষদে চলিশ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে এমপিওদর উপদেষ্টা পদ ও গ্রাম সরকার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদের প্রতিটি স্তরে নির্বাচিত প্রতনিধি থাকার সুপারিশ করা হয়।

কমিটি এসময় নগর অঞ্চলের জন্য বিদ্যমান মিউনিসিপ্যালিটি ও সিটি করপোরেশন ব্যবস্থা আইনের কয়েকটি ধারা ও বিধির সংশোধনীসহ চালু রাখার সুপারিশ করেন। কমিটি একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনেরও সুপারিশ করেন।

এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ, উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ, স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ, মিউনিসিপ্যালিটি অধ্যাদেশ ও সিটি করপোরেশন অধ্যাদেশ জারী করেন। এসময় পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি সিটি করপোরেশন ও ৯টি মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা হয়। যদিও এসময় প্রবর্তিত অধ্যাদেশগুলো ও সরকারের মনোভাব বিকেন্দ্রীকরণ বান্ধব ছিল, তথাপি ক্রমেই জনগণ অনুভব করছিল একটি অনির্বাচিত, অগণতান্ত্রিক ও অরাজনৈতিক সরকারের অনির্ধারিত সময়ের জন্য ক্ষমতায় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

শেখ হাসিনার আমল-(২০০৯-২০১৩)ঃ-

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যম আওয়ামীলীগ বিজয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতা লাভ করে। আওয়ামীলীগ ও মহাজোট সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি উপজেলা বিষয়ক অধ্যাদেশ পাস না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ফেব্রুয়ারী ২০০৯-এ মন্ত্রী সভায় এ সংক্রান্ত উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধন) অনুমোদিত হয়। ফলে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। দীর্ঘ ১৯ বছর পর ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী ৪৮১টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ সরকারের আমলে উপজেলা পরিষদে ১ জন নারী ভাইস চেয়াম্যানের পদ ও সৃষ্টি করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক জারিকৃত ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮, সিটি করপোরেশন অধ্যাদেশ ২০০৮ ও মিউনিসিপ্যালিটি অধ্যাদেশ ২০০৮ সময়মত সংসদে উপস্থাপন না করায় বাতিল বলে গন্য হয়। অন্যদিকে উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮ এর বেশ কয়েকটি মৌলিক ধারার পরিবর্তন করে।

৬ই এপ্রিল- ২০০৯-এ জাতীয় সংসদ উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃ প্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯ পাস করে। আইনের ২৫ ধারা অনুযায়ী "সংবিধানের অনুচ্ছেদের ৬৫'র অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে।" এছাড়া আইনে যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাংসদদের অবহিত করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে যে কোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাংসদকে অবহিত করার বিষয়ে বাধ্যবাধকতাও সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতঃপর ২০০৯ সালের শেষের দিকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি করর্পোরেশন) আইন ২০০৯ ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। ২০১১ সালের শেষের দিকে সরকার মেয়াদ উত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন সম্পন্ন করেন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনসমূহের নির্বাচন পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে থাকেন। অধিকন্তু উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনী অর্থাৎ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ সংসদে পাস করা হয়।

শেখ হাসিনার আমল-(২০১৪ .....) ঃ-

৫ই জানুয়ারী ২০১৪ সালে ১০ম জাতীয় সংসদের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী এবং বর্জনকারীদের দ্বন্দ্ব ধক্ষংসাত্মক সহিংসতা ও প্রলঙ্কারী তান্ডবে পর্যবসিত হয়। প্রধান বিরোধী দলের বিরোধীতা ও অংশগ্রহণ ছাড়াই আওয়ামীলীগ ৫ই জানুয়ারী ২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পরেই আওয়ামীলীগ উপজেলা পরিষদের মেয়াদ শেষে হওয়ায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ থেকে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। কিন্তু পরিষদের গঠন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরটি পুরোপুরি কার্যকর হতে পারছেনা। মেয়াদান্তে নির্বাচন সর্বস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর কার্যকারীতা সীমাবদ্ধ ও প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাড়ে ছয় বছরেও নির্বাচনের কোন ঘোষণা নেই ঢাকা সিটি করপোরেশনের। 'অধিক সেবার' কথা বলে ২০১১ সালের ২৯শে নভেম্বর ডিসিসিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ৫ বার প্রশাসক বদলানো হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের কোন উদ্যোগ নেই।

জেলা পরিষদ নিয়ে সরকারের মনোভাবও স্পষ্ট নয়, যদিও স্বাধীনতা উত্তর সময়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও কার্যকরী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের বিকাশ কখনই ঘটেনি। সম্প্রতি সরকার জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ৩ (১) ধারার বাধ্যবাধকতা আপাত পূরণকল্পে এর ৮২ (১) ধারা বলে জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। জেলা পরিষদ আইনের ৩ (১) ধারায় বলা আছে যে এই আইন বলবৎ হবার পর, যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি জেলা পরিষদ স্থাপিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে এর জেলা পরিষদ পরিচিত হবে। একই আইনের ৮২ (১) ধারায় উল্লেখ আছে যে এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। ধারা ৮২(১) মোতাবেক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা বাদে বাকি ৬১ টি জেলা পরিষদে ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বরে প্রশাসক নিয়োগ করে। এতে সংবিধানের ৫৯(১) ও ১৫২(১) অনুচ্ছেদের বিধান ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯২ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করার পর এর বিরুদ্ধে করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে হাইকোর্টের দেয়া নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের সকল স্তর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালনা করার কথা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে এবং ১৫২(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা। সে অর্থে জেলাই কেবল সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ, আর অন্যান্য প্রশাসনিক এককগুলো সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের প্রেক্ষিতে ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা গঠিত বা স্বীকৃত। অথচ 'দলীয় প্রশাসক' নিয়োগের পরই স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা বলেছিলেন, ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে। অথচ বর্তমানে সরকারের জেলা পরিষদ নির্বাচন করার কোন উদ্যোগ এখনো নেই। নির্বাচন না হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

অনির্বাচিত ও দলীয় ব্যক্তিরাই প্রশাসক হিসাবে জেলা পরিষদ পরিচালনা করছেন। ফলে তাদের কোন জবাবদিহীতাও নেই। জেলা পরিষদের জন্য আলাদা বাজেট হচ্ছে, কিন্তু ব্যয় হচ্ছে অস্বচ্ছভাবে। গত দুই বছর ধরে এসব পরিষদে নিযুক্ত দলীয় প্রশাসকদের পিছনে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে ৩৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা। অথচ শুধু প্রকল্প অনুমোদন আর সভায় সভাপত্তি করার ছাড়া প্রশাসদের আইনী যে সব কাজ দেওয়া হয়েছে তা নিতান্তই গুরুত্বহীন। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৮৮ সালে এমপিদের মধ্যে থেকে প্রথমে জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের বিদায়ের পর থেকে সরকারের একজন কর্মকর্তাকে পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে পরিষদের কর্যাবলী পরিচালনা করা হচ্ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই জেলা পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে না। যদিও ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে আওয়ামীলীগ ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পত্রে স্থানীয় সরকারের সকল স্তরকে শক্তিশালী করার কথা বলা আছে। সুতরাং সরকার যত শীঘ্র সম্ভব সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এবং জেলা পরিষদ আইনের ৩ ধারার পূর্ণবাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন অনুযায়ী জেলা পরিসদের নির্বাচন ও পূর্ণাঙ্গ পরিষদ গঠন করেবে এটা সকলের কাম্য।

উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ চলাকালে দেখা যায় নির্বাচন ব্যবস্থাটি সম্পুর্ণরূপে দলীয়রূপ ধারণ করেছে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কোন্দল, নির্বাচনকালীন কারচুপি, সহিংসতা উপজেলায় নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

এভাবেই কখনো স্থানীয় প্রশাসনকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালনের চেষ্টা, কখনো আমলাদের অতি আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ, সামরিক শাসকদের দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ে জনগনের ভাগ্য উন্নয়নের নামে সামরিক শাসনকে বিস্তৃত করার প্রয়াস রাজনীতিতে বিভিন্ন সময় প্রতিভাত হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনে বিভিন্ন সংশোধনী, সংযোজনী, পরিবর্তন বিভিন্ন সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় গৃহিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রতিবারই প্রশাসনের একটি পরাক্রমিক (Hierarchical) স্তর বিন্যাস ঘটেছে মাত্র, পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব রয়েগেছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের হাতে।

বর্তমানে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোঃ-

বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৯১ সালে পর্যন্ত এখানে ছিল রাষ্ট্রপতি শাষিত সরকার। ১৯৯১ এর আগষ্ট এ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রর্বতিত হয়, বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী সরকার প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ তার কাজে সহায়তা করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেশকে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করা হয় (বর্তমানে ৭টি)। প্রতিটি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়। প্রতিটি বিভাগকে (Division) আবার কতগুলো জেলায় (Districts) ভাগ করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পূর্নগঠন এর পর থেকে দেশে ৬৪টি জিলা বিদ্যমান আছে। জিলাগুলো মূলতঃ পূর্বের Sub-Divisions। একজন ডেপুটি কমিশনার (অন্যান্য কর্মকর্তঅসহ) জেলার প্রশাসন দেখাশুনা করেন, তত্ত্বধান করেন। প্রতিটি জেলা কতগুলো উপজেলা (Sub-districts) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি উপজেলা আবার কতগুলো ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। বস্তুতঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। এ বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হলোঃ- (ক) সিটি করপোরেশন ১১টি (খ) পৌরসভা ৩১৯টি (গ) জেলা পরিষদ ৬১টি (ঘ) উপজেলা পরিষদ ৪৮৭টি (ঙ) তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল এবং (চ) ইউনিয়ন পরিষদ ৪৫৭১টি।

বর্তমানে বাংলাদেশে তিন ধরনের স্থানীয় সরকারের বিধান রয়েছে।

প্রথমত, গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা- যার আওতায় আছে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ।

দ্বিতীয়ত, নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা- যার আওতায় আছে সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপালিটি বা পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

তৃতীয়ত, বিশেষায়িত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা- যার আওতায় আছে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা সমতলের একটি আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা যেমন রয়েছে তেমনি আবার পৃথক আইন বলে নিজস্ব কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠান যথা- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং প্রথাগত সার্কেল চীফ-হেডম্যান-কারবারি ব্যবস্থা বিদ্যমান।

টেবিল ঃ ৩.১ স্থানীয় সরকার কাঠামো।

চট্টগ্রাম পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ**	
*** বিশেষায়িত স্থানীয় সরকার**	পল্লী স্থানীয় সরকার	নগর স্থানীয় সরকার
চট্টগ্রাম পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ (১)		
পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ	জেলা পরিষদ	সিটি কর্পোরেশন
উপজেলা পরিষদ	উপজেলা পরিষদ	মিউনিসিপালিটি/পৌরসভা
পৌরসভা		
ইউনিয়ন পরিষদ	ইউনিয়ন	ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড (প্রত্যেক ক্যান্টনম্যন্ট এলাকায় ১টি)
* পার্বত্য আঞ্চলের উপজেলা পরিষদসমূহ, পৌরসভাগুলো ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ সাধারণ উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত আইন ও বিধিবিধান দ্বারা পরিচালিত এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে সাধারণভাবে দায়বদ্ধ। তবে এখানে প্রথাগত মৌজা ভিত্তিক হেডম্যান-কারবারী ব্যবস্থা একই সাথে বা সমান্তরালভাবে বিদ্যমান। এছাড়াও হয়েছে তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য তিনজন রাজা বা সার্কেল চিফ-যাদের রয়েছে স্থানীয় সমাজ শাসনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত ও অপ্রতিরোদ্য প্রভাব।		

উৎস ঃ স্থানীয় শাসনে রাজনীতি, রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পৃষ্ঠা- ৩৮।

টেবিল ঃ ৩.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের সমন্বিত চিত্র-

নির্বাহী বিভাগ	আইন বিভাগ	বিচার বিভাগ
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ওএটর্নি জেনারেল স্থানীয় সরকার	জাতীয় সংসদ	সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোট বিভাগ ও আপীল বিভাগ) নিম্ন আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল।

উৎস ঃ স্থানীয় শাসনের রাজনীতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার pg- 29.

রেখচিত্র ঃ ১ জাতীয় সরকারের বিন্যাস।

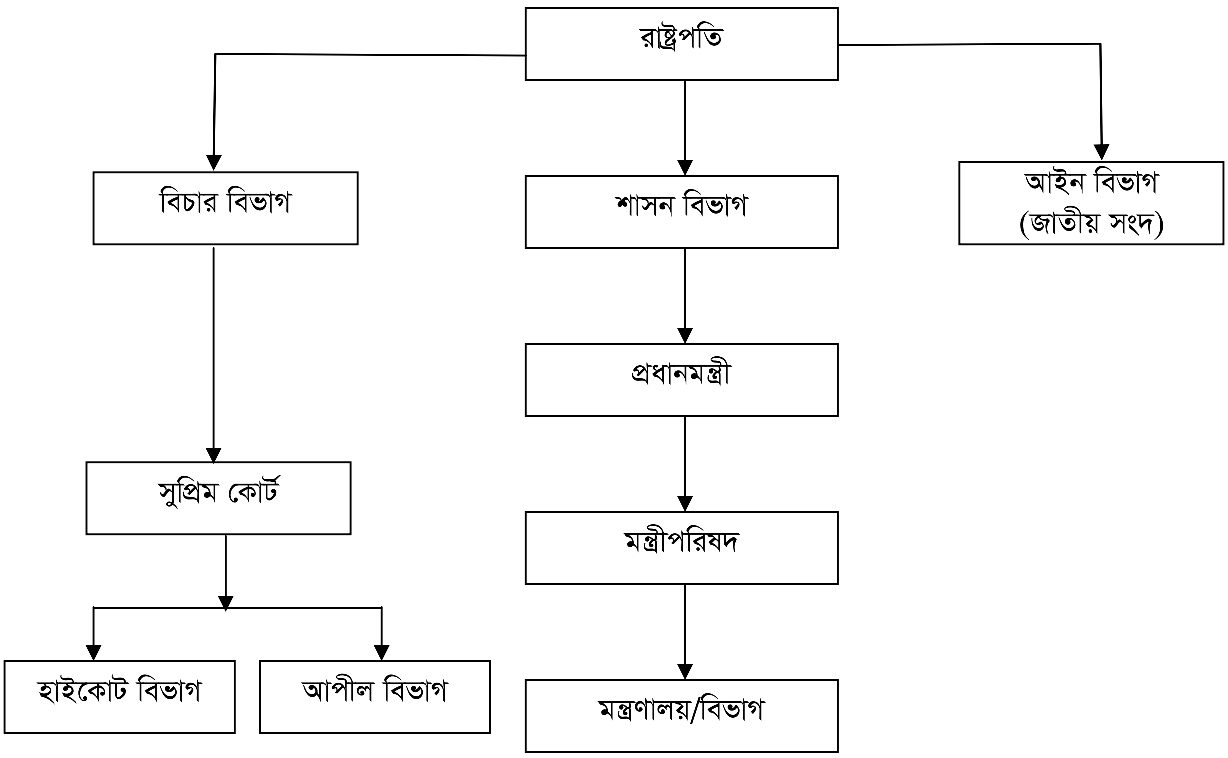

উৎস ঃ Siddique, Kamal "Local Government in Bangladesh" pg-

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৩.৩ সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাসে স্থানীয় সরকারের অবস্থান।

বাংলাদেশ সচিবালয়		মাঠ পার্যায়			
মন্ত্রণালয় সমূহ		মাঠ প্রশাসন		স্থানীয় সরকার	
একক	প্রধান	একক	প্রধান	একক	প্রধান
বিভাগ	সচিব/অতি:সচিব	বিভাগ	বিভাগীয় কমিশনার (যুগ্ম সচিব)		
দপ্তর	যুগ্মসচিব	জেলা	ডেপুটি কমিশনার (উপসচিব)	জেলা পরিষদ	পরোক্ষভাবে নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান (বর্তমানে সরকার নিয়ুক্ত প্রশাসক)
শাখা	উপসচিব	উপজেলা	নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান (তবে প্রধান সমন্বয়কারী কর্মকর্তা উচ্চ:সহকারী সচিব পদর্মযাদার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা দেন।	উপজেলা পরিষদ	নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান
উপশাখা	উচ্চ: সহকারী সচিব	ইউনিয়ন	নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান	ইউনিয়ন পরিষদ	নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান

উৎস ঃ স্থানীয় শাসনের রাজনীতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার- pg- 30.

টেবিল ঃ ৩.৪ আমাদের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামো ঃ

একক	নাম	সংখ্যা	প্রধান	কার্যবলী	রাজস্ব কর্তৃত্ব ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা
জেলা	জেলা পরিষদ	৬১+৩ = ৬৪টি (৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ	আইন অনুযায়ী পরোক্ষভাবে নির্বাচিত পরিষদ চেয়ারম্যান (বর্তমানে সরকার নিযুক্ত প্রশাসক)	উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা; সহযোগিতা, পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়; সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ।	হ্যাঁ
উপজেলা	উপ-জেলা পরিষদ	৪৮৭টি	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমন্বয়, ক্ষুদ্র বিনিয়োগ, এবং তত্ত্বাবধান ও সেবা সরবরাহ পর্যবেক্ষণ।	হ্যাঁ
ইউনিয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ	৪৫৭১টি	নির্বাচিত চেয়ারম্যান	স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অংশগ্রহণ মূল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জনকল্যাণমূলক কার্যসম্পর্কিত সেবা; জনশৃংখলা রক্ষা, এবং প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি।	সীমিত পর্যায়ে

উৎস ঃ স্থানীয় শাসনের রাজনীতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার pg- 32.

টেবিল ঃ ৩.৫ আমাদের নগর স্থানীয় সরকার কাঠামো ঃ

একক	নাম	সংখ্যা	প্রধান	রাজস্ব কর্তৃত্ব ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা
বড় শহর	সিটি কর্পোরেশন	১০ টি	নির্বাচিত মেয়র	হ্যাঁ
ছোট শহর/উপশহর	পৌরসভা	৩৯৮ টি	নির্বাচিত মেয়র	হ্যাঁ
ক্যান্টনম্যান্ট	ক্যান্টনম্যান্ট বোর্ড	প্রত্যেক ক্যান্টনম্যান্ট এলাকায় ১টি	সরকার মনোনীত ব্যক্তি	রাজস্ব কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা আছে।

উৎস ঃ স্থানীয় শাসনের রাজনীতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার pg- 33.

রেখচিত্র ঃ ২ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো ঃ

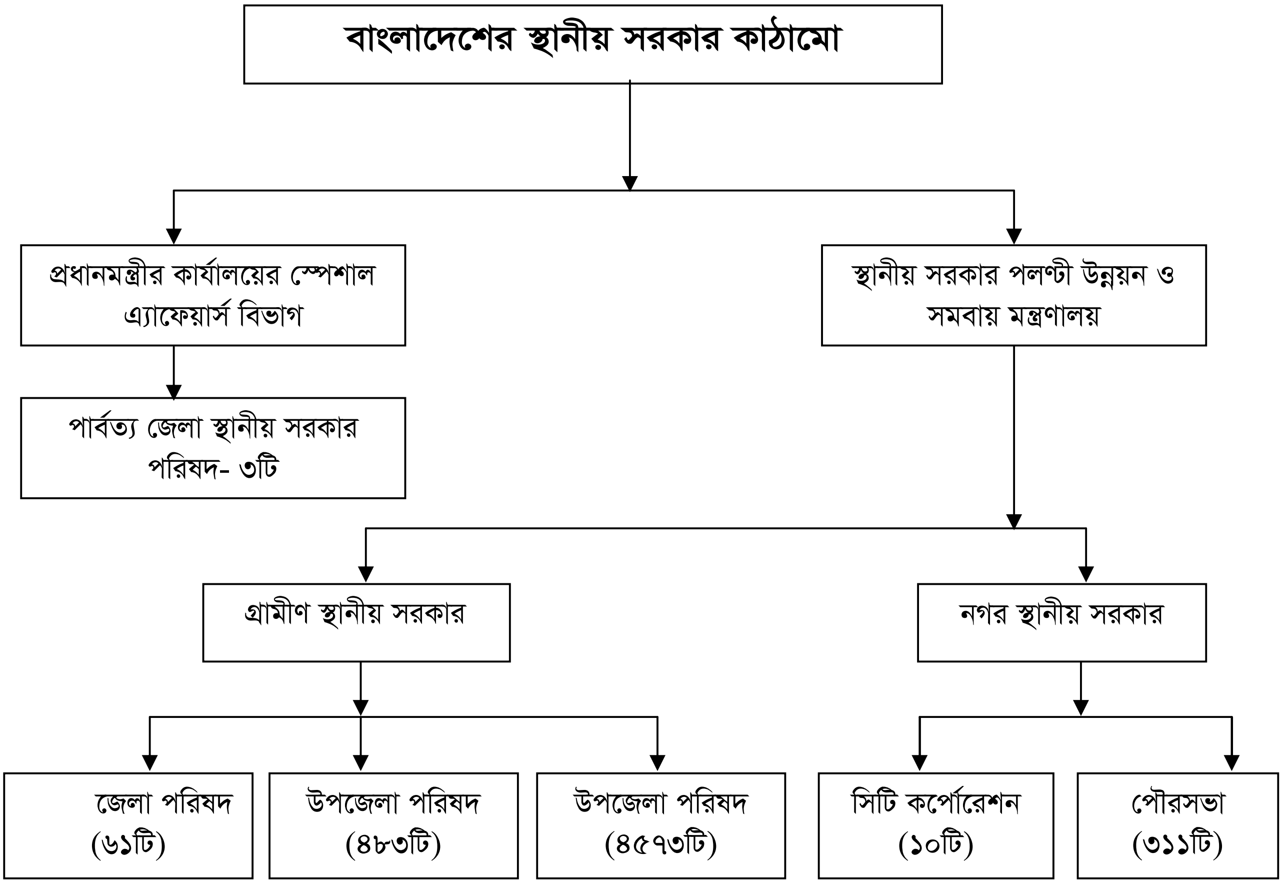

উৎস ঃ ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল pg- 7.

তথ্য নির্দেশিকা ঃ-

- আহমদ,এমাজউদ্দীন“বাংলাদেশের লোক প্রশাসন” ।গোল্ডেন বুক হাউজ-পৃষ্ঠা-১১২-১৫০।
- আহমদ, এমাজউদ্দীন "Burequcratic Elite in Bangladesh and their Development Orientation" The Dhaka University Studies Vol-XXVIII, June 1978, page- 52-67.
- Siddique, Kamal "Local Government in Bangladesh" Revised third edition. The University Press Limited. 2005, pg- 1-9, 285, 225-2030.

- আহম্মেদ তোফায়েল, Decentralization and the local state under peripheral capitalism, Academic Publishers, Dhaka.
- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, "Rural Local Government in Bangladesh" Osder Publications, page-22-27, 49-51.
- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, 'স্থানীয় রাজনীতি। (AH Development Publishing House pg- 27-51. pg-38.
- Wahhab, M. Abdul "Decentralization in Bangladesh- Theory and Practice".
- আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ "প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রশাসন"।
- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল- pg- 7.

.... ⬭ ....

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি, বিধি, প্রবিধি, প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর সেবাদানকারী ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দর্শন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন পরিষদ সম্বলিত সকল আইন কানুন, সরকারী আদেশ নির্দেশগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। এই ক্ষেত্রে এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিষয়ে সাংবিধানিক নির্দেশনা সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। সেই সাথে-

জেলা পরিষদ আইন ২০০০,
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯,
স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯,
স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯,
স্থানীয় সরকার ও পৌরসভা আইন ২০০৯ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও উল্লেখ যোগ্য অংশ সমূহ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় শাসনের সাংবিধানিক নির্দেশনা ঃ-

বাংলাদেশ সংবিধানের জন্মলগ্ন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে স্থানীয় সরকারের বিধান রাখা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের **১১, ৫৯, ৬০ ও ১৫২ (১)** অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দর্শন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। যা টেবিল **৩.১** এ উপস্থাপন করা হলো।

টেবিল ঃ ৪.১ স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত রাষ্ট্রের সাংবিধানিক নির্দেশনা।

অনুচ্ছেদ	বিবরণ
৯	"স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন" এর পরিবর্তে "জাতীয়তাবাদ"
১১- গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
৫৯- স্থানীয় শাসন	(১) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। (২) এ সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করবে, এ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেরূপ দায়িত্ব পালন করবে এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অর্ন্তভূক্ত হতে পারবে- ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; খ) জনশৃংখলা রক্ষা; গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৬০- স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষমতা	এ সাংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানবলী পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।
১৫২ (১)- ব্যাখ্যা	"প্রশাসনিক একাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা।

সূত্র ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অক্টোবর ২০১১।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন ও বিধি সমূহ ঃ-

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে আইন ও বিধিবিধান দ্বারা সংবিধিবদ্ধ। নিম্নে টেবিল ৩.২-এ আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ-

টেবিল ঃ ৪.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনসমূহ।

ক্রমিক নং	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম	ধরণ	বিদ্যমান আইন
০১	জেলা পরিষদ	পল্লী	জেলা পরিষদ আইন, ২০০০
০২	উপজেলা পরিষদ	পল্লী	উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃ প্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ এবং এর সংশোধনী অর্থাৎ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১
০৩	ইউনিয়ন পরিষদ	পল্লী	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এবং গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬
০৪	সিটি কর্পোরেশন	নগর	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
০৫	মিউনিসিপালিটি/পৌরসভা	নগর	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯
০৬	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	নগর	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন, ১৯২৪
০৭	চট্টগ্রাম পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ	বিশেষায়িত (পার্বত্য)	চট্টগ্রাম পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮
০৮	রাঙামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ	বিশেষায়িত (পার্বত্য)	রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯
০৯	বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ	বিশেষায়িত (পার্বত্য)	বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯
১০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ	বিশেষায়িত (পার্বত্য)	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ১৯৮৯

উৎসঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পৃষ্ঠা- ৩৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জেলা পরিষদ আইন ঃ ২০০০

(২০০০ সনের ১৯নং আইন)

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই জুলাই, ২০০০ (২২শে আষাঢ়, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ-

এটি জেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন রহিত করে সংশোধনীসহ উহা পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

৩। পরিষদ স্থাপন ঃ-

(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, যত শীঘ্র সম্ভব, প্রত্যেক জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি জেলা পরিষদ স্থাপিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে এর জেলা পরিষদ পরিচিত হবে।

(২) প্রত্যেক জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এর নামে ইহা মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

৪। পরিষদ গঠন ঃ-

(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হবে, যথা ঃ-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) পনের জন সদস্য; এবং

(গ) সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন মহিলা সদস্য।

(২) চেয়ারম্যান, সদস্য ও মহিলা সদস্যগণ ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(৩) চেয়ারম্যান, সদস্য ও মহিলা সদস্যগণ নির্ধারিত পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

৫। পরিষদের মেয়াদ ঃ- ধারা ৬১ এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদের মেয়াদ এর প্রথম সভার তরিাখ হতে পাঁচ বৎসর হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নুতন পরিষদ এর প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালিয়ো যাবে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ ঃ -

চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণ ঃ-

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হতে অপসারণযোগ্য হবেন, যদি তিনি -

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পরিষদের বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কাজে জড়িত থাকেন;

(গ) দূর্নীতি বা অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলনজনতি কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হন;

(ঘ) তাহার দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(ঙ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্র্ত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা এর আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা ঃ- এই উপ-ধারায় অসদাচরণ বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছকৃত কুশাসনও বুঝাবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হতে অপসারণ করা যাবে না, যদি বিধি অনুাযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহুত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রস্তাবটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর উহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহীত প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে অনুমোদনের তারিখে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হতে অপসারিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য অপসারিত হলে বিধি মোতাবেক নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পুরণ করা হবে।

১১। চেয়ারম্যান বা সদস্যপদ শূন্য হওয়া ঃ-

(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হবে, যদি তিনি ঃ-

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হবার তারিখ হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন, তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যথার্থ কারণে উক্ত মেয়াদ বর্ধিত করতে পারবে;

(খ) ধারা ৬ এর অধীন তাঁহার পদে থাকারঅযোগ্য হন;

(গ) ধারা ৯ এর অধীন তাঁহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) ধারা ১০ এর অধীন তাঁহার পদ হতে অপসারিত হন;

(ঙ) মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান মবা কোন সদস্য পদ শূন্য হলে সরকার অবিলম্বে উক্ত পদ শূন্য ঘোষণা করে বিয়টি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবে।

১২। শূন্য পদ পূরণ ঃ-

পরিষদের মেয়াদ শেষ হবার তারিখের একশত আশি দিন বা তদপেক্ষা বেশী দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হলে, পদটি শূন্য হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করতে হবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

১৩। অস্থায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেল ঃ-

(১) পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবার ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিষদ এর সদস্যগণের মধ্য হতে অন্ততঃ একজন মহিলাসহ তিনজন সদস্য সমন্বয়ে অস্থায়ী চেয়ারম্যানের একটি প্যানেল নির্বাচন করবে।

১৪। ওয়ার্ড ঃ-

(১) মহিলা সদস্য ব্যতিত অন্যান্য সদস্য নির্বাচনের জন্য যতজন সদস্য নির্বাচিত হবেন প্রত্যেক জেলাকে ততটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হবে;

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য যতজন মহিল সদস্য নির্বাচিত হবেন প্রত্যেক জেলাকে ততটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হবে।

১৫। সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ-

(১) সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে একজন সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে।

১৬। ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ ঃ-

ওয়ার্ডসমূহের সীমা নির্মারণের ক্ষেত্রে এলাকার অখন্ডতা এবং যতদুর সম্ভব, নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যার বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখতেহবে। সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগন প্রত্যেক ওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করে বিধি অনুযায়ী ওয়ার্ডসমূহের একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। নির্বাচক মন্ডলী ও ভোটার তালিকা ঃ-

(১) প্রত্যেত জেলার অন্তর্ভূক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, এর মেয়ার ও কমিশনারগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে উক্ত জেলার পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী গঠিত হবে।

(২) প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য নয়ন এইরূপ কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

(৪) এই ধারার অন্যান্য বিধান সত্বেও, ভোটার তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানে পূর্বে যদি নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারান তাহা হলে তিনি উক্ত নির্বাচনে ভোট দান করতে পারবেন না বা উক্ত নির্বাচনের জন্য ভোটার বলে গণ্য হবেন না।

১৮। ভোটাধিকার ঃ-

কোন ব্যক্তির নাম যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকবে তিনি সেই ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনে এবং সেই ওয়ার্ড যে জেলার অন্তর্ভূক্ত সেই জেলার পষিদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী হবেন।

১৯। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ঃ- নিুবর্ণিত সময়ে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদ প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা , যে তারিখ নির্ধারণ করবে সেই তারিখে;

(খ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর্ববর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে;

(গ) পরিষদ ধারা ৬১ এর অধীন বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারীর পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে।

২০। নির্বাচন পরিচালনা ঃ-

সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলে উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।

২২। চেয়ারম্যান ও সদস্য কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ ঃ-

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সভায় প্রথম যে তারিখে যোগদান করবেন সেই তারিখে তাহার স্বীয় পদের কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

২৩। পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠান ঃ-

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিষদের প্রথম সভা সরকার বা এর নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আহবান করবেন।

২৭। পরিষদের কার্যাবলী ঃ-

(১) পরিষদের কার্যাবলী দুই প্রকারের হবে, আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক।

(২) প্রথম তফসিলের প্রথম অংশে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের আবশ্যিক কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ এর তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

(৩) প্রথম তফসিলের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের ঐচ্ছিক কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ ইচ্ছা করলে এই কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে, তবে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হলে পরিষদ এই কার্যাবলী সরকারের নির্দেশ মোতাবেক সম্পাদন করবে।

(৪) এই ধারার অধীন কার্যাবলী পরিষদ এই আইন এবং বিধির বিধান বা অনুরূপ বিধান না থাকলে সরকার কর্তৃক সময় সময় পদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, সম্পাদন করবে।

২৮। বাণিজ্যিক প্রকল্পঃ-

বিধি অনুযায়ী এবং সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারবে।

২৯। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদিঃ-

(১) এই আইনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কে, সরকার সময় সময় তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে-

(ক) জেলা পষিদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে, হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) হস্তান্তরিত বিষয়ে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন (Annual Performance Report) চেয়ারম্যান কর্তৃক এবং তাঁহাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (Annual Confidential Report) স্ব-স্ব দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত হবে।

৩০। পরিষদের উপদেষ্টা ঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধীন নির্বাচিত কোন জেলার সংসদ-সদস্যগণ উক্ত জেলার পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং তাঁহারা পরিষদকে এর কার্যাবলী সম্পাদনে পরামর্শদান করতে পারবেন।

৩১। নির্বাহী ক্ষমতা ঃ-

(১) এই আইনের অধীন কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু করার ক্ষমতা পরিষদের থাকবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হবে এবং এই আইন এবং বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে উহা প্রযুক্ত হবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হবে।

৩২। কার্যাবলী নিস্পন্ন ঃ-

(১) পরিষদের কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে এর বা এর কমিটিসমূহের সভায় অথবা এর চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিস্পন্ন করা হবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ধারা **১৩** এর বিধান অনুসারে নির্বাচিত অস্থায়ী চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্যপদ শূন্য রয়েছে বা এর গঠনে কোন ত্রুটি রয়েছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে এর কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করেছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী একটি বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এর একটি করে অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৩৩। পরিষদের সভা ঃ-

(১) প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) পরিষদের সভায় ধারা **২৯** অনুসারে পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠান বা কর্মের জেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং পরিষদের সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তাহাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(৩) পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হবে।

৩৪। কমিটি ঃ

(১) পরিষদ এর কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান বা সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করতে পারবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা, দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩৫। চুক্তি ঃ-

(১) পরিষদ কর্তৃক বা এর পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি -

(ক) লিখিত হতে হবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রকাশিত হতে হবে; এবং

(খ) বিধি অনুসারে সম্পাদিত হবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান উক্ত চুক্তি সম্পর্কে পরিষদকে অবহিত করবেন।

(৩) এই ধারা লংঘনক্রমে সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়-দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩৬। নির্মাণ কাজ ঃ- সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হবে এর বিধান করবে;

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্ভাদন করা হবে এর বিধান করবে।

৩৭। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি ঃ- পরিষদ-

(ক) এর কার্যাবলীর নথি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;

(খ) নির্ধারিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;

(গ) এর কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩৮। জেলা পরিষদ সার্ভিস ঃ-

(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তাধীনে জেলা পরিষদ সার্ভিস গঠিত হবে।

(২) পরিষদের কোন কোন পদ উক্ত সার্ভিসের সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হবে তাহা সরকার সময় সময় নির্ধারণ করবে।

৩৯। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ-

(১) নির্ধারিত শর্তানুযায়ী সরকার প্রত্যেক পরিষদের জন্য সরকারের উপ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, একজন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং তাঁহারা এই আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবে।

(২) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ প্রয়োজনবোধে নির্ধারিত শর্তানুযায়ী অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে।

(৩) এই আইন ও বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে-

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সরকার চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পরিষদ চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সরকার এক পরিষদ হতে অন্য কোন পরিষদে বদলি করতে পারবে।

৪১। চাকুরী বিধি ঃ-

সরকার, বিধি দ্বারা, পরিষদের -

(ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ করতে পারবে;

(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনক্রম নির্ধারণ করতে পারবে;

(গ) তৎকর্তৃক নিয়োগযোগ্য পদসমূহের একটি তফসিল নির্ধারণ করতে পারবে;

(ঘ) সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণ করতে পারবে;

(ঙ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং তাহাদের বিরদ্ধে শাস্তি বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করতে পারবে; এবং

(চ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিধান করতে পারবে।

৪২। পরিষদ তহবিল গঠন ঃ-

(১) জেলা পরিষদ তহবিল নামে প্রত্যেক পরিষদের একটি তহবিল থাকবে।

(২) উক্ত তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হবে, যথা ঃ-

(ক) এই আইন দ্বারা গঠিত পরিষদ যে জেলা পরিষদের উত্তরাধিকারী সেই জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাষ্ট হতে প্রাপ্ত আয়;

(ছ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা;

(জ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(ঝ) সরকারের নির্দেশক্রমে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪৩। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি ঃ-

(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হবে।

(২) পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে এর তহবিলের কোন অংশ বিনিয়োগ করতে পারবে।

(৩) পরিষদ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করতে পারবে এবং সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হলে উক্তরূপ তহবিল গঠন করবে, এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করবে।

৪৪। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ ঃ-

(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় করা হবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দয়যুক্ত ব্যয়;

(গ) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত এর তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) জেলা পরিষদ সার্ভিস পরিচালনা, পরিষদের হিসাব নিরীক্ষণ বা সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকবে সেই ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হতে, যতদুর সম্ভব, উক্ত অর্থ পরিশোধ কবার নির্দেশ দান করতে পারবে।

৪৫। বাজেট ঃ-

প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হবার পূর্বে পরিষদ উক্ত অর্থ বৎসরে এর সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলে উল্লেখিত, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং এর একটি অনুলিপি সরকারের নিকট পেশ করবে।

৪৬। হিসাব ঃ-

প্রত্যেক পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা হবে।

৪৭। হিসাব নিরীক্ষা ঃ-

প্রত্যেক পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিরীক্ষিত হবে।

৪৮। পরিষদের সম্পত্তি ঃ- সরকার, বিধি দ্বারা-

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা এর মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধ্যন করতে পারবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

৪৯। উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ-

পরিষদ এর এখতিয়ারভূক্ত যে কোন বিষয়ে এর তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, পরিষদের এলাকাভূক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ বা কোন ব্যক্তির পরামর্শ বিবেচনা করতে পারবে।

৫০। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের দায় ঃ-

পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা এর কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদের প্রশাসনের দায়িত্বপ্রপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হলে এর জন্য তিনি দায়ী থাকবেন, এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং যে অর্থের জন্য তাহাকে দায়ী করা হবে সেই অর্থ Public Demand Recovery Act, 1913 (Ben. Act III of 1913) এর অধীনে সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে তাহার নিকট হতে আদায় করা হবে।

৫১। পরিষদ কর্তৃক অরোপণীয় কর ঃ-

পরিষদ, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, দ্বিতীয় তফসিলে উলি-খিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতে পারবে।

৫২। কর সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ঃ-

(১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপিত হবে, এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে, উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করতে হবে।

(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা এর পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হলে অনুমোদনদানকারী কর্তৃপক্ষ যে তারিখ নির্ধারণ করবেন সেই তারিখে উহা কার্যকর হবে।

৫৫। কর আদায় ঃ-

এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে, পরিষদের সকল কর রেইট, টোল এবং ফিস নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা হবে।

৫৬। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি ঃ-

নির্ধরিত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদ্‌সংক্রান্দ কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

৫৭। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান ঃ-

এই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

৫৮। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ-

(১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সাথে সংগিতপুর্ণ নয় অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হলে সরকার আদেশ দ্বারা-

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করতে পারবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারবে;

(গ) পস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করতে পারবে;

(ঘ) পরিষদকে উক্ত আদেশে উল্লেখিত কোন কাজ করার নির্দেশ দান করতে পারবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রদত্ত হলে পরিষদ উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা পূনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে পারবে।

(৩) সরকার উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ বহাল রাখিবে অথবা সংশোধন বা বাতিল করবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হলে উক্ত উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদান্তেসংশ্লিষ্ট আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫৯। পরিষদকে নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত সরকারের ক্ষমতা ঃ-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কোন পরিষদ বা এর নিকট দায়ী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

(২) যথাযথ তদন্তের পর যদি সরকারের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ পালনে উক্ত পরিষদ, ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে, তা হলে সরকার উক্ত আদেশ পালনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্ত আদেশ পালনার্থে যে ব্যয় হবে তাহা পরিষদকে বহন করার জন্যও নির্দেশ দান করতে পারবে।

(৩) যদি পরিষদ উক্ত ব্যয় বহন না করে তাহা হলে যে ব্যক্তির হেফাজতে পরিষদের তহবিল থাকবে তাঁহাকে উক্ত তহবিল হতে উক্ত ব্যয়, যতদুর সম্ভব, বহন করার জন্য সরকার নির্দেশ দান করতে পারবে।

৬০। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত ঃ-

সরকার, স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে করতে পারবে।

৬১। পরিষদ বাতিলকরণ ঃ-

(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কোন পরিষদ -

(ক) এর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে এর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে,

(খ) এর প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এইরূপ কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে এর ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বা করতে ছে, তাহা হলে সরকার, সরকারী গেজেটে আদেশ দ্বারা উক্ত পরিষদ বাতিল করতে পারবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে এর বিরুদ্ধেকারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রদত্ত হলে পরিষদের,--

(ক) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য তাঁহাদের পদে বাহল থাকবেন না;

(খ) যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করবে।

৬৪। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির মধ্যে বিরোধ ঃ-

দুই বা ততোধিক পরিষদের মধ্যে অথবা পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৬৫। অপরাধ ঃ-

তৃতীয় তফসিলে বণিত কোন কার্য সম্পাদন বা, ক্ষেত্রমত, কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতা এই আইনের অধীন দন্ডনীয় অপরাধ হবে।

৬৭। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ঃ-

চেয়ারম্যান বা পরিষদ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করবে না।

৭০। আপীল ঃ-

এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা এর চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুদ্ধ হলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট এর বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৭১। পুলিশের দায়িত্ব ঃ-

এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তৎসংক্রান্ত তথা সংশ্লিষ্ট পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং চেয়ারম্যান ও পরিষদের কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে।

৭২। স্থায়ী আদেশ ঃ-

সরকার, সময় সময় জারীকৃত স্থায়ী আদেশ দ্বারা -

(ক) আন্তঃপরিষদ সম্পর্ক এবং পরিষদের সঙ্গে অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষেণ সম্পর্ক নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে;

(খ) পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করতে পারবে;

(গ) পরিষদকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান করতে পারবে;

(ঘ) কোন পরিষদ কর্তৃক অন্য কোন পরিষদকে বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিধান করতে পারবে;

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ কর্তৃক অনুসরণীয় সাধারণ দিক নির্দেশনার বিধান করতে পারব।

৭৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ-

এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরাকরী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রণয়ন করতে পারবে।

৭৬। পরিষদের পক্ষে ও বিরুদ্ধে মামলা ঃ-

(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ন কোন কাজের জন্য এর কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দাযে করতে হলে মামলা দায়ের করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উলে-খ করে একটি নোটিশ -

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে বা পৌঁছে দিতে হবে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করতে হবে বা পৌঁছে দিতে হবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌছানের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাবে না এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হয়েছে কিনা তাহার উল্লেখ করতে হবে।

৮২। প্রশাসক নিয়োগ ঃ-

(১) আপাতঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত প্রশাসককে সরকার যে কোন সময় কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহার পদ হতে অপসারণ করতে পারবে।

৮৩। রহিতকরণ ও হেফাজত ঃ-

এই আইন বলবৎকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত, রহিত হবে।

৮৪। অসুবিধা দূরীকরণ ঃ-

এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮
(১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন)

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন ঃ-

(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হবে।

৩। উপজেলা ঘোষণা ঃ-

(১) এতদ্বারা প্রথমে তফসিলের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত প্রত্যেক থানার এলাকাকে উক্ত কলামে উল্লিখিত নামের উপজেলা ঘোষণা করা হল।

(২) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট এলাকা সমন্বয়ে নূতন উপজেলা ঘোষণা করতে পারবে।

৪। উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা ঃ- ধারা ৩ এর অধীনে ঘোষিত প্রত্যেকটি উপজেলাকে, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সাথে পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলে ঘোষণা করা হল।

৫। উপজেলা পরিষদ স্থাপন ঃ-

(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রত্যেক উপজেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি উপজেলা পরিষদ স্থাপিত হবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এর স্থাবর অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এর নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

৬। পরিষদের গঠন ঃ- (১) এ আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হবেন;

(গ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঘ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র বা সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

(৩) কোন উপজেলার এলাকাভুক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল হবার কারণে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ)এর অধীন উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকবেন না এবং এইরূপ সদস্য না থাকলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

(৪) প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলে উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যাহারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকারকে বারিত করবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপজেলা পরিষদ গঠিত হবার পর এর অধিক্ষেত্রের মধ্যে নূতন পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হবার কারণে উপজেলা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটবে না এবং এই কারণে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে বলে গণ্য হবেন।

(৭) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর পদসহ শতকরা ৭৫ ভাগ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হলে, পরিষদ, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৭। পরিষদের মেয়াদ ঃ- ধারা ৫৩ এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদের মেয়াদ হবে এর প্রথম সভার তারিখ হতে পাঁচ বৎসরঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ এর প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালিয়ে যাবে।

৮। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের] যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ-

৯। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ ঃ-

(১) চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন

(২)। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা ঃ- চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃকনির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট দাখিল করবেন।

১১। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা ঃ- চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১২। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের পদত্যাগ ঃ- (১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে।

১৩। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ

১৪। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদ শূন্য হওয়া ঃ-

১৫। অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল ঃ-

(১) পরিষদ গঠিত হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হতে অগ্রাধিকারক্রমে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত করবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে নতুন চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের পানেলভুক্ত ভাইস চেয়ারম্যানগণ অযোগ্য হলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যগণের মধ্য হতে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত না হলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যান প্যানেল তৈরী করতে পারবে।

১৬। আকস্মিক পদ শূন্যতা পুরণ ঃ

১৭। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ঃ- নিম্নবর্ণিত সময়ে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যথা-

(ক) প্রথম তফসিলভূক্ত উপজেলাসমূহের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর তিনশত ত্রিশ দিনের মধ্যে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন দৈবদূর্বিপাকজনিত বা অন্যবিধ অনিবার্য কারণে উক্ত

সময়সীমার মধ্যে প্রথম তফসিলভূক্ত কোন বিশেষ বা সকল উপজেলার ক্ষেত্রে, নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময়সীমার পরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে; ।

(খ) ধারা ৩ (২) অধীনে ঘোষিত নতুন উপজেলার ক্ষেত্রে, উক্তরূপ ঘোষণার এক শত আশি দিনের মধ্যে;

(গ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের পূর্ববর্তী একশত আশি] দিনের মধ্যে; এবং

(ঘ) পরিষদ ধারা ৫৩ এর অধীনে বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারির অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে।

১৮। পরিষদের প্রথম সভা আহক্ষান ঃ- ধারা ৯ এর অধীনে শপথ অনুষ্ঠানের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিষদের প্রথম সভা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তি আহক্ষান করবেন।

১৯। ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার ঃ- জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ-

(ক) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হবে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে উপজেলার ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি সেই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারবেন এবং চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হতে পারবেন।

২০। নির্বাচন পরিচালনা ঃ-

(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলে উল্লিখিত, এই আইন ওবিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করবে।

২১। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশঃ- চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

২২। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ ঃ- চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ পরিষদের সভায় প্রথম যে তারিখে যোগদান করবেন সেই তারিখে তাহার স্বীয় পদের কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

২২। নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ঃ-

(১) এই আইনের অধীন কোন নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

(২) এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সাব-জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে।

(৩) কোন নির্বাচনের জন্য মনোনীত প্রার্থী সেই নির্বাচনের কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করতে পারবেন; অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ দরখাস্ত করতে পারবে না।

২৩। পরিষদের কার্যাবলী ঃ-

(১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হবে এবং পরিষদ এর তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর বিবরণ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য সরকারি প্রজ্ঞাপন জারী করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারবে।

২৪। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি ঃ- (১) এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে,-

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত এবং সরকার কর্তৃক উপজেলা বা থানার এলাকায় পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম, উক্ত প্রতিষ্ঠান বা কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং আনুষংগিক বিষয়াদি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) হস্তান্তরিত বিষয়ে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পরিষদ কর্তৃক এবং তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন দপ্তরের ঊধর্ক্ষতন কর্মকর্তা কর্তৃক লেখা হবে।

(৩) উপজেলা পরিষদের কাছে সরকারের যে সকল বিষয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও তাহাদের কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তর করা হবে, নতুন প্রেক্ষিতে তাহাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও উপদেশ প্রদান ও নির্দেশিকা জারির জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে এবং কমিটির সামগ্রিক দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২৫। পরিষদের উপদেষ্টা ঃ-

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করবে।

(২) সরকারের সাথে কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ-সদস্যকে অবহিত রাখতে হবে।]

২৬। নির্বাহী ক্ষমতা ঃ- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ক্ষমতা পরিষদের থাকবে।

(২) পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে।]

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হতে হবে।

২৭। কার্যাবলী নিষ্পন্ন ঃ-

(১) পরিষদের কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে এর সভায় বা কমিটিসমূহের সভায় অথবা এর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন।

২৮। পরিষদের সভার কর্মকর্তা ইত্যাদির উপস্থিতি ঃ-

(১) পরিষদের সভায় আলোচ্য বা নিষ্পত্তিযোগ্য কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান বা পরিষদকে অন্যবিধভাবে সহায়তা করার জন্য উপজেলা বা থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে ও তাহার মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(২) পরিষদ প্রয়োজনবোধে যে কোন বিষয়ে মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে এর সভায় যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে, উপস্থিত থাকারএবং মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে পারবে।

২৯। কমিটি ঃ-

(১) পরিষদ এর কাজের সহায়তার জন্য যে কোন সদস্য বা অন্য ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও এর দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গঠিত তদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব হবে।

(৩) স্থায়ী কমিটি এর কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

(৪) স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য এবং সদস্য-সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। চুক্তি ঃ- (১) পরিষদ কর্তৃক বা এর পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-
(ক) লিখিত হতে হবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হবে;
(খ) বিধি অনুসারে সম্পাদিত হতে হবে।

৩১। নির্মাণ কাজ ঃ- সরকার, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে, যথাঃ-
(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন;
(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হবে, তাহা নির্ধারণ;
(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হবে, তা নির্ধারণ।

৩২। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি ঃ- পরিষদ-
(ক) এর কার্যাবলীর নথিপত্র সংরক্ষণ করবে;
(খ) বিধিতে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;
(গ) এর কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবে।

৩৩। পরিষদের সচিব ঃ- উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৩৪। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ঃ- (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে বিধি অনুযায়ী নিয়োগ করতে পারবে।
(২) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন ঃ- (১) সংশ্লিষ্ট উপজেলার নাম সম্বলিত প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের একটি তহবিল থাকবে।
(২) পরিষদের তহিবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হবে, যথাঃ-
(ক) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
১২০০৯ সনের ২৭নং আইন এর ২৩ ধরা বলে ধারা ৩৩ প্রতিস্থাপিত।
(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
(গ) ধারা ২৪ এর অধীনে পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিচালনাকারী জনবলের বেতন, ভাতা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ সরকার প্রদত্ত অর্থ:

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন যে কোন অর্থ;

(জ) পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ ঃ-

(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাবে, যথাঃ-

প্রথমত ঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয় ঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়ত ঃ এই আইন আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যাস্ত পরিষদের সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থত ঃ সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমত ঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে, যথাঃ-

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারি কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(গ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলে নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকবে সে ব্যক্তিকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করার জন্যআদেশ দিতে পারবে।

৩৮। বাজেট ঃ-

(১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হওয়ার অন্ততঃ ষাট দিন পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলে উল্লিখিত, সরকার প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রণয়ন করে এর অনুলিপি পরিষদের নোটিশ বোর্ডে অন্ততঃ পনের দিনব্যাপী জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য লটকাইয়া রাখবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থ- বৎসর শুরু হওয়ার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করে এর একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। (৪) উপ-ধারা (১) এর

অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা বাজেটটি সংশোধন করতে পারবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে।

৩৯। হিসাব ঃ- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা ঃ- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ- (১) পরিষদ এর এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে এর তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদেও এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের পরামর্শ বিবেচনা করতে পারবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকবে, যথাঃ-

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনায় অর্থ যোগান হবে এবং এর তদারক ও বাস্তবায়ন হবে;

(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে;

(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ এর প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক একটি অনুলিপি এর বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করবে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বা ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায় ঃ- পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান অথবা এর কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হলে এর জন্য তিনি দায়ী থাকবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হবে সেই টাকা সরকারী দাবী হিসাবে তাহার নিকট হতে আদায় করা হবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর ইত্যাদি ঃ- পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চতুর্থ তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতে পারবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি ঃ- (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হবে এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়াটি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করতে হবে।

৪৭। কর আদায় ঃ- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে, পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

৫০। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান ঃ- এই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ- (১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদেও পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তা হলে সরকার আদেশ দ্বারা-

(ক) পরিষদের উক্ত কার্যক্রম বাতিল করতে পারবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করতে পারবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত ঃ- (১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসম্পর্কিত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও নির্দেশ দিতে পারবে।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ ঃ- (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-

(ক) এর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে এর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে;

(খ) এর প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে এর ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বা করতে ছে। তাহা হলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে বাতিল করতে পারবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদের সদস্যগণকে প্রস্তাবিত বাতিলকরণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ ঃ- পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৫৬। অপরাধ ঃ- পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

৫৮। অপরাধ আমলে নেওয়া ঃ- চেয়ারম্যান বা পরিষদ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য আমলে নিতে পারবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার ও আপোষ নিস্পত্তি ঃ- চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে আপোষ নিস্পত্তি করতে পারবেন।

৬১। আপীল ঃ- এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে পরিষদ বা এর চেয়ারম্যান অথবা পরিষদের বা চেয়ারম্যানের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট এর বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের বা উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৬২। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ ঃ- সরকার, প্রয়োজন হলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ে করতে পারবে।

৬৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

৬৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বাকোন বিধির সাথে অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৬৫। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ ঃ- সরকার এই আইনের অধীন এর সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।

৬৬। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা ঃ-

(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের সূত্রে এর কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে মামলা দায়ের করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে একটি নোটিশ-

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করতে হবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হবে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করতে হবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হয়েছে কিনা এর উল্লেখ থাকতে হবে।

৬৯। পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সদস্য ইত্যাদি জনসেবক গণ্য হবেন ঃ- পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও এর অন্যান্য সদস্য এবং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি যে অর্থে জনসেবক অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে জনসেবক বলে গণ্য হবেন।

৭১। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি ঃ- এই আইনে কোন কিছু করার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে তাহা হলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ অনুসারে সম্পন্ন করা হবে।

৭২। অসুবিধা দূরীকরণ ঃ- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করেছে এবংএতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে ঃ-

২০১১ সনের ২১ নং আইন উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন- (১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হবে।

২। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৬ এর সংশোধন।- উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত, এর ধারা ৬ এর-

(ক) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা ঃ "(৭) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান এই তিনটি পদের মধ্যে যে কোন একটি পদসহ শতকরা৭৫ ভাগ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হলে, পরিষদ,এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে;" এবং

(খ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) সন্নিবেশিত হবে, যথা ঃ "(৮) উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুসারে পরিষদ যথাযথভাবে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অথবা ধারা ১৪ এর বিধান অনুসারে একই সময়ে চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান এই তিনটি পদই শূন্য হলে বা থাকলে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পালন করবে।"।

৩। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন- উক্ত আইন এর ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ" ৮। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।- (১) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি -

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়; এবং

(গ) তিনি ধারা ১৯ এ উল্লিখিত ভোটার তালিকাভুক্ত হ

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার এবং থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করয়া থাকেন;

(ঘ) কোন নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) তিনি জাতীয় সংসদে সদস্য বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

(ছ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ বেসরকারি সংস্থার প্রধান নির্বাহী পদ হতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর এক বৎসর অতিবাহিত না হইয়া থাকেন;

(জ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট উপজেলা এলাকায় সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তাঁহার নিজ নামে বা তাঁহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাঁহার সুবিধার্থে বা তাঁহার উপলক্ষে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাঁহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ঝ) তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার কার্য সম্পাদনে বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হন বাএর জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা উপজেলার কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে;

(ঞ) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ এর আওতাভুক্ত হবে না;

(ট) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন যাহার কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা এর কোন কিস্তি, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন;

(ঠ) পরিষদের নিকট হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেন এবং তাহা অনাদায়ী থাকে;

(ড) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ পরিষদকে পরিশোধ না করে থাকেন;

(ঢ) কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া চাকুরীচ্যুত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁহার এইরূপ চাকুরীচ্যুতি, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ণ) উপজেলা পরিষদের তহবিল তসরুফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

(ত) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ১৮৯, ১৯২, ২১৩, ৩৩২,৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন;

(দ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন।

(৩) প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের অযোগ্য নয়ন।”।

৫। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৩ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইন এর ধারা ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ“১৩।

চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ- (১) চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যসহ যে কোন সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হতে অপসারণযোগ্য হবেন, যদি তিনি-

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) অসদাচরণ, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির ক্ষতি সাধন বা এর আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হন;

(ঘ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঙ) নির্বাচনের পর ধারা ৮ (২) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন মর্মে প্রমাণিত হন;

(চ) বার্ষিক ১২(বার)টি মাসিক সভার মধ্যে ন্যূনতম ৯ (নয়)টি সভায় গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে যোগদান করতে ব্যর্থ হন;

(২) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারণে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদন্ত করতে ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

(৩) একজন চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা যে কোন সদস্য উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকার কর্তৃক আদেশ প্রদানের পর তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্যকে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তাঁহার পদ হতে অপসারণ করা হলে, উক্ত অপসারণ আদেশের তারিখ হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি সরকারের নিকট উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হলে উহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখতেপারবেন এবং আবেদনকারীকে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের পর উক্ত আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখতে পারবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৭) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি কোন পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না।"।

৬। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৩ এর পর নূতন ধারা ১৩ক, ১৩খ ও ১৩গ এর সন্নিবেশ- উক্ত আইন এর ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক, ১৩খ ও ১৩গ সন্নিবেশ হবে, যথাঃ" ১৩ক।

অনাস্থা প্রস্তাব- (১) এ আইনের কোন বিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে বা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

(২) উপ-ধারা (১)- অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব পরিষদের চার-পঞ্চমাংশ সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হবে।

(৩) অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিশনার অভিযোগের বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে পনের কার্যদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা অভিযোগসমূহের বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য দশ কার্যদিবসের সময় প্রদান করয়া অভিযুক্ত চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে তদন্ত কর্মকর্তা জবাব প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবে যে সকল অভিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল অভিযোগ তদন্ত করবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী তদন্ত করার পর সংশ্লিষ্ট অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তদন্ত কর্মকর্তা অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলাসদস্য বা অন্য কোন সদস্যসহ ভোটাধিকার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিতকরণপূর্বক পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করবেন।

(৬) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্যানেল চেয়ারম্যান (ক্রমানুসারে) এবং কোন ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পরিষদের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করবেন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা প্যানেল চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হতে যেকোন একজন সদস্যকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা যাবে।

(৭) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

(৮) পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার চার-পঞ্চমাংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হবে।

(৯) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে আহুত সভা কোরাম বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ব্যতিরেকে স্থগিত করা যাবে না এবং সভা আরম্ভ হওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হলে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে হবে।

(১০) সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করবেন না, তবে তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপ-ধারা (৯) অনুযায়ী ভোট প্রদান করতে পারবেন, কিন্তু তিনি নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

(১১) অনাস্থা প্রস্তাবটি পরিষদের কমপক্ষে চার-পঞ্চমাংশ সদস্য কর্তৃক ভোটে গৃহীত হতে হবে।

(১২) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর অনাস্থা প্রস্তাবের কপি, ব্যালট পেপার, ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১৩) সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করলে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন অথবা অননুমোদন করবে। এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং সরকার কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্যের আসনটি সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা শূন্য বলে ঘোষণা করবে।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটে গৃহীত না হলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হলে উক্ত তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের বিরুদ্ধে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে না।

(১৫) পরিষদের কোন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্য দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে না।

১৩খ। চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যগণের বা অন্যান্য সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্ত করণ।-(১) যেই ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের বিরুদ্ধে ধারা ১৩ অনুসারে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে অথবা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযোগপত্র গৃহীত হয়েছে সে ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনায় উক্ত চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে।

(২) উপ–ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হলে আদেশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান ধারা ১৫ এর বিধানমতে নির্বাচিত প্যানেল চেয়ারম্যানের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন এবং উক্ত প্যানেল চেয়ারম্যান সাময়িক বরখাস্তকৃত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা চেয়ারম্যান অপসারিত হলে তাঁহার স্থলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্তদায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপজেলা পরিষদের কোন ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হলে উক্ত ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য অপসারিত হলে তাঁহার স্থলে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্তপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে অপর একজন ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩গ। সদস্যপদ পুনর্বহাল।- উপজেলা পরিষদের কোন নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য বা অন্য কোন সদস্য এই আইনের বিধান অনুযায়ী অপসারিত হয়ে সদস্যপদ হারাইবার পর সরকার কর্তৃক পুনর্বিবেচনার পর উক্তরূপ অপসারণ আদেশ, বাতিল বা

প্রত্যাহার হলে, তাঁহার সদস্যপদ পুনর্বহাল হবে এবং তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বপদে পুনর্বহাল হবেন।”।

৭। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৪ এর প্রতিস্থাপন- উক্ত আইন এর ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হবে, যথা ঃ“১৪। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া, ইত্যাদি।

(১) চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান বা কোন মহিলা সদস্যের পদ শূন্য হবে, যদি তিনি-

(ক) ধারা ৯ (২) এ নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত ধারায় নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন; বা

(খ) ধারা ৮ এর অধীন তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হয়ে যান; বা

(গ) ধারা ১২ এর অধীন তাঁহার পদ ত্যাগ করেন; বা

(ঘ) ধারা ১৩ এর অধীন তাঁহার পদ হতে অপসারিত হন; বা

(ঙ) ধারা ১৩ক অনুযায়ী তাঁহার বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়; বা

(চ) মৃত্যুবরণ করেন।

(২) কোন ব্যক্তি যদি ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর প্রতিনিধি বা মহিলা সদস্য হন, এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা মেয়র বা সদস্য বা কাউন্সিলর না থাকেন তাহা হলে পরিষদে তাহার সদস্য পদ শূন্য হবে।”।

৮। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন- উক্ত আইন এর ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ“১৬। আকস্মিক পদশূন্যতা পূরণ- পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের-

(ক) একশত আশি দিন বা তদপেক্ষা বেশী সময় পূর্বে চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে; বা

(খ) একশত বিশ দিন বা তদপেক্ষা বেশী সময় পূর্বে কোন মহিলা সদস্যের পদ শূন্য হলে, উক্ত পদটি শূন্য হওয়ার নবক্ষই দিনের মধ্যে বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করতে হবে, এবংযিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকবেন।”।

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সনের ৬০নং আইন

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ই অক্টোবর, ২০১০ (২৬শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ঃ (১) এই আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হবে।

২। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন**।.স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন), এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর " যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হতে ১০% এর কম বা বেশী না হয়"।

২০০৯ সনের ৬১ নং আইন

ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিত করে একটি নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ (৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬) তরখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ- (১) এই আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের সকল বা কোন বিধানের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। ওয়ার্ড গঠন ঃ- (১) ইউনিয়ন পর্যায়ে সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে সাধারণ সদস্য নির্বাচনের জন্য ইউনিয়নকে ৯(নয়) টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে।

(২) সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়নকে ৩ (তিন) টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে।

৪। ওয়ার্ড সভা ঃ- (১) এই আইনের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড সভা গঠিত হবে।

(২) প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভা গঠিত হবে।

৫। ওয়ার্ড পর্যায়ে উন্মুক্ত সভা ঃ- (১) প্রত্যেক ওয়ার্ড সভা এর স্থানীয় সীমার মধ্যে বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত করবে, যাহার একটি হবে বাৎসরিক সভা।

(২) ওয়ার্ড সভার কোরাম সর্বমোট ভোটার সংখ্যার বিশ ভাগের একভাগ দ্বারা গঠিত হবে; তবে মূলতবী সভার জন্য কোরাম আবশ্যক হবে না, যাহা সাত দিন পর একই সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন সাতদিন পূর্বে যথাযথভাবে সহজ ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবে; মূলতবী সভার ক্ষেত্রেও অনুরূপ গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য সভাপতি হিসাবে উক্ত সভা পরিচালনা করবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য ওয়ার্ড সভার উপদেষ্টা হবেন।

(৬) ওয়ার্ড সভায় ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হবে; বার্ষিক সভায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য বিগত বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ ওয়ার্ডের চলমান সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং ওয়ার্ড সভার কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এর যৌক্তিকতা ওয়ার্ড সভায় উপস্থাপন করবেন।

৬। ওয়ার্ড সভার ক্ষমতা, কার্যাবলী, ইত্যাদি ঃ- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভার ক্ষমতা, কার্যাবলী ও অধিকার থাকবে।

৭। ওয়ার্ড সভার দায়িত্ব

তৃতীয় অধ্যায়

৮। ইউনিয়নকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা ঃ- এই আইনের অধীন ঘোষিত প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে, সংবিধানের **১৫২(১)** অনুচ্ছেদের সাথে পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলে ঘোষণা করা হল।

৯। পরিষদ সৃষ্টি ঃ- (১) এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান সকল ইউনিয়ন পরিষদ এই আইনের বিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ হিসাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করবার ক্ষমতা থাকবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করতে পারবে অথবা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে।

(৩) পরিষদ এই আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং দায়িত্ব পালন করবে।

১০। পরিষদ গঠন ঃ- (১) ইউনিয়ন পরিষদ ১ (এক) জন চেয়ারম্যান ও ১২ (বার) জন সদস্য লইয়া গঠিত হবে যাহাদের ৯ (নয়) জন সাধারণ আসনের সদস্য ও ৩ (তিন) জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য হবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনের সদস্যগণ এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(৩) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৩(তিন)টি আসন সংরক্ষিত থাকবে, যাহা সংরক্ষিত আসন বলে অভিহিত হবে এবং উক্ত সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণও এই আইন ও বিধি অনুসারে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে ৯(নয়)টি সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে বারিত করবে না।

(৪) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত পরিষদের একজন সদস্য বলে গণ্য হবেন।

(৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পাবেন।

(৬) এই আইনের অধীনে গঠিত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হবে।

(৭) সরকার ইউনিয়নে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করবে।

১১। ইউনিয়ন গঠন ঃ- (১) ডেপুটি কমিশনার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতকগুলি গ্রাম বা সংলগ্ন মৌজা বা গ্রামের সমন্বয়ে ১ (এক) টি ওয়ার্ড এবং ৯ (নয়) টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়ন ঘোষণা করবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত ইউনিয়ন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত নামে অভিহিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়নের নামকরণ কোন ব্যক্তির নামে হবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ইউনিয়নের ওয়ার্ডসমূহের ক্রমিক নম্বর এবং উক্ত ওয়ার্ডের স্থানীয় সীমানা নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৪) সরকার প্রত্যেক ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের লোক সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

(৫) ডেপুটি কমিশনার যেইরূপ অনুসন্ধান করা উপযুক্ত মনে করবেন, সেইরূপ অনুসন্ধান করে পরিষদ গঠন করার পর, প্রজ্ঞাপন দ্বারা.

(ক) কোন ওয়ার্ড হতে যে কোন মৌজা বা গ্রাম বা এর অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারবেন;

(খ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডকে একাধিক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে পারবেন; অথবা

(গ) কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড এবং এর সংলগ্ন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড পুনর্গঠন করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন ইউনিয়ন

পরিষদ এর এলাকাভুক্ত এবং বাতিলকৃত কোন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব না থাকারকারণে উক্ত পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

১২। সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ- (১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ও সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তার অধীনে কার্য সম্পাদন করবেন।

১৩। ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ ঃ- (১) ওয়ার্ডসমূহের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং জনসংখ্যার বিন্যাস ও প্রশাসনিক সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতেহবে, যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হতে ১০% এর কম বা বেশি না হয়।

(৯) সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা এই ধারার অধীন কোন ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণের সাথে সাথে, এই ধারার বিধানাবলী অনুসরণ করে, উক্ত ওয়ার্ডসমূহকে এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডরূপে চিহ্নিত করবেন যেন এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডের সংখ্যা সংরক্ষিত আসন সংখ্যার সমান হয়।

১৪। পরিষদের এলাকা রদবদলের ফল ঃ- (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন পরিষদ হতে কোন একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাদ দেওয়া হলে উক্ত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে উহা উক্ত পরিষদের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দিয়া থাকে তাহা হলে, উক্ত পরিষদে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকবে না।

(২) এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন একটি এলাকা সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অন্য কোন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে উক্ত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে উহা উক্ত পরিষদের প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র এবং সরকার যদি অন্যরূপ নির্দেশ না দিয়া থাকে তাহা হলে, উক্ত পরিষদে বলবৎ নিয়ম, আদেশ, নির্দেশ ও প্রজ্ঞাপনের অধীন থাকবে।

(৩) এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন একটি পরিষদের এলাকাকে দুই বা ততোধিক পরিষদে বিভক্ত করা হলে উক্ত এলাকাসমূহকে পৃথক পৃথক পরিষদ হিসাবে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং অনুরূপভাবে বিভক্ত পরিষদ নবগঠিত পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তারিখ হতে আর বিদ্যমান থাকবে না।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন এলাকাকে কোন পরিষদের সঙ্গে একীভূত করা হলে অথবা দুই বা ততোধিক পরিষদকে একটি মাত্র পরিষদ গঠনের জন্য একীভূত করা হলে উক্তরূপ

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্গঠন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিষদ বা পরিষদসমূহের সম্পত্তি, তহবিল, দায়-দায়িত্ব, ইত্যাদি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হবে, সেইরূপ বিভাজন অনুসারে, নির্ধারিত পরিষদ বা পরিষদসমূহে বর্তাইবে এবং উক্তরূপ নির্ধারণ চূড়ান্ত হবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে উক্তরূপ পুনর্গঠন কার্যকর করার জন্য যেরূপ আবশ্যক হবে সেইরূপ পরিপূরক, আনুষঙ্গিক ও পারিণামিক (Consequential) বিধানাবলী থাকতে পারবে; তবে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিভক্তিকরণের পর বা উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী একীভূতকরণের পর, পরিষদ পুনর্গঠনের প্রয়োজনে.

(ক) পূর্বতন পরিষদের সদস্যগণের পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নবগঠিত পরিষদ বা পরিষদসমূহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যাবে না;

(খ) যে সকল সদস্যের পদের মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকবে সে সকল সদস্য সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সে সকল নির্বাচনী এলাকা নিয়া গঠিত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) পরিষদের সদস্য হিসাবে ঘোষিত হবেন; যে সকল নির্বাচনী এলাকা হতে উক্ত সদস্যগণ পূর্বের পরিষদসমূহে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এইরূপ যে কোন সদস্য তাঁহার পদের মেয়াদের অনুত্তীর্ণ অংশের জন্য নবগঠিত পরিষদের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

১৫। কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা অংশ বিশেষ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তির ফল ঃ- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা এর অংশ বিশেষ পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত বা কোন বিদ্যমান পৌরসভায় বা সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ইউনিয়ন বা এর অংশবিশেষকে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত প্রচলিত আইনে বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।

১৬। পৌরসভা, ইত্যাদির সমগ্র বা আংশিক এলাকা নিয়া ইউনিয়ন পরিষদ গঠন ঃ- (১) যদি সরকার মনে করে যে, কোন পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সমগ্র এলাকা বা এর কোন অংশ বিশেষের রূপরেখা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং এর অধীনে এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন, তাহা হলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনের প্রাক-প্রকাশনার পর।

(ক) উক্তরূপ এলাকাকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে কোন ইউনিয়ন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে; বা

(খ) উক্তরূপ এলাকায় এক বা একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করতে পারবে।

১৮। প্রশাসক নিয়োগ ঃ- (১) কোন এলাকাকে ইউনিয়ন ঘোষণার পর এর কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করবে এবং এই

আইনের বিধান মোতাবেক নির্বাচিত পরিষদ গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক ১২০ (একশত বিশ) দিনের অধিক সময় কাল দায়িত্বে থাকিতে পারবেন না। আরো শর্ত থাকে যে, কোন দৈব-দূর্বিপাকের কারণে এই আইনের বিধান মোতাবেক নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হলে সরকার উক্ত মেয়াদ অনধিক ৬০ (ষাঁট) দিন বৃদ্ধি করতে পারবে।

(২) সরকার প্রশাসককে কর্মসম্পাদনে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যথাক্রমে, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯। ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার ঃ- (১) প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকবে।

২০। নির্বাচন পরিচালনা, ইত্যাদি ঃ- (১) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করবে।

২১। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ ঃ- চেয়ারম্যান এবং সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচন কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

২২। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল ঃ- (১) এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন না।

(৩) এই আইনের ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করতে হবে।

২৩। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন ঃ- (১) এই আইনের অধীনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও একজন উপযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পদমর্যাদার নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।

(২) কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য বা সদস্যগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত দায়ের করতে পারবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত ট্রাইবুন্যাল পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন দরখাস্ত, উহা দায়ের করার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল দায়ের করার ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করবে।

(৬) নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৫। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল, ইত্যাদি নিস্পত্তি ঃ- নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিস্পত্তির পদ্ধতি, এখতিয়ার, ক্ষমতা, প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২৬। পরিষদের সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ঃ- (১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি.

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হবার এবং থাকারযোগ্য হবেন না, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাঁহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন;

(ছ) তিনি বা তাঁহার পরিবারের উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন।

(জ) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন।

(ঝ) তাঁহার নিকট পরিষদ হতে গৃহীত কোন ঋণ অনাদায়ী থাকে বা পরিষদের নিকট তাঁহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;

(ঞ) তিনি স্থানীয় সরকার পরিষদ কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিশোধের জন্য নির্ধারিত অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদকে পরিশোধ না করেন;

(ট) তিনি পরিষদের তহবিল তসরূফের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হন;

(ঠ) তিনি এই আইনে বর্ণিত অপরাধে অথবা নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

(ড) তিনি কোন সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি. অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হইয়া ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ঢ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ১৮৯ ও ১৯২ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ণ) তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দণ্ডবিধির ধারা ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(ত) তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(থ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্তহন।

(৩) প্রত্যেক চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচনের অযোগ্য নয়ন।

২৭। একাধিক পদে প্রার্থীতায় বাঁধা ঃ- (১) কোন ব্যক্তি একই সাথে চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন না ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন পরিষদের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হলে, তাঁহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।
(৩) পরিষদের মেয়াদকালে কোন কারণে চেয়ারম্যান পদ শূন্য হলে, কোন সদস্য চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যকে স্বীয় পদ ত্যাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।
(৪) কোন ব্যক্তি একই সংগে যে কোন স্থানীয় সরকার পরিষদের সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

সপ্তম অধ্যায়

২৮। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ বা ঘোষণা ঃ- (১) চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদান করবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করবেন।
(২) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৯। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের কার্যকাল ঃ- (১) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়ের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।
(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবগঠিত পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হলে সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সভা আহক্ষানের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে এবং অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত সভা পরিষদের প্রথম সভা হিসাবে গণ্য হবে।
(৩) পরিষদ গঠনের জন্য কোন সাধারণ নির্বাচন ঐ পরিষদের জন্য অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হবার ১৮০ (এক শত আশি) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।
(৪) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষে নির্বাচনের পর এর তিন-চতুর্থাংশ সদস্য শপথ গ্রহণ করলে ইউনিয়নটি যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
(৫) দৈব-দুর্বিপাকজনিত বা অন্যবিধ কোন কারণে নির্ধারিত ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে, সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিংবা

অনধিক ৯০ (নবক্ষই) দিন পর্যন্ত, যাহা আগে ঘটিবে, সংশ্লিষ্ট পরিষদকে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

৩২। চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের পদত্যাগ ঃ- (১) কোন সদস্য পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁহার পদত্যাগ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ পত্র চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে; চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হওয়ার বিষয়টি অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবেন।

(২) চেয়ারম্যান এতদুদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট, তাঁহার পদত্যাগ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পদত্যাগের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিষদ, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে অবহিত করবেন।

৩৩। চেয়ারম্যানের প্যানেল ঃ- (১) পরিষদ গঠিত হবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল, সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত ৩(তিন)জন চেয়ারম্যান প্যানেলের মধ্যে কমপক্ষে ১(এক)জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হলে নির্বাচিত নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্তচেয়ারম্যানের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেলভুক্ত সদস্যগণ অযোগ্য হলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাবে।

৩৪। চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ও অপসারণ ঃ- (১) যে ক্ষেত্রে কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত অপরাধে অপসারণের জন্য কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে অথবা অপরাধ আদালত কর্তৃক আমলে নেওয়া হয়েছে, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পরিষদের স্বার্থের

পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে চেয়ারম্যান অথবা সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে।

(৪) চেয়ারম্যান বা সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হতে অপসারণযোগ্য হবেন, যদি, তিনি-

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন, অথবা দুর্নীতি বা অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন;

(গ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা এর আত্মসাতের বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হন;

(ঙ) এই আইনের ধারা ২৬ (২) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন বলে নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয়;

(চ) বার্ষিক ১২ (বার) টি মাসিক সভার স্থলে ন্যূনতম ৯ (নয়) টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হন;

(ছ) নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেন; অথবা

(জ) বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করেন অথবা অনুমতিক্রমে দেশ ত্যাগের পর সেখানে অননুমোদিতভাবে অবস্থান করেন।

(৫) সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক কারণে চেয়ারম্যান বা সদস্যকে অপসারণ করতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত করতে হবে ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

(৬) কোন চেয়ারম্যান বা সদস্য এর অপসারণের প্রস্তাব, সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হবেন।

(৭) পরিষদের কোন চেয়ারম্যান বা সদস্যকে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী তাঁহার পদ হতে অপসারণ করা হলে তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত আদেশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত আপিলটি নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখতেপারবেন এবং আপিলকারীকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দানের পর উক্ত আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখতেপারবেন।

(৮) আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপ-ধারা (৭) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৯) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি কোন পদে সংশ্লিষ্ট পরিষদের কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না।

৩৫। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদ শূন্য হওয়া ঃ- (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হবে, যদি-

(ক) তিনি ধারা ২৬ (২) অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা সদস্য হবার অযোগ্য হয়া পড়েন;

(খ) তিনি ধারা ৩৪ অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন বা অপসারিত হন;

(গ) তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধারা ২৮ (১) এ বর্ণিত শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন;

(ঘ) তিনি ধারা ৩২ এর অধীন পদত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন; অথবা

(চ) ধারা ৩৯ অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে পদটি শূন্য ঘোষণা করবেন।

৩৬। শূন্য পদ পূরণ ঃ- যদি কোন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদ তাঁহার মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্যবিধ কারণে তাঁহার মেয়াদ পূর্তির কমপক্ষে ১৮০ (একশত আশি) দিন পূর্বে শূন্য হয়, তাহা হলে, উক্ত শূন্যতার তারিখ হতে ৯০ (নবব্বই) দিনের মধ্যে অবশিষ্ট সময়ের জন্য শূন্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক জনিত কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের জন্য সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে।

৩৭। সদস্যপদ পুনর্বহাল ঃ- পরিষদের কোন নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য এই আইনের বিধান অনুযায়ী সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা অপসারিত হয়ে অথবা অযোগ্য ঘোষিত হয়ে সদস্যপদ হারানোর পর আপিলে তাঁহার উক্তরূপ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বা অপসারণ আদেশ রদ বা বাতিল বা প্রত্যাহার হলে বা তাঁহার অযোগ্যতা অবলোপন হলে, তাহার সদস্যপদ পুনর্বহাল হবে এবং তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্ব-পদে বহাল হবেন।

৩৯। অনাস্থা প্রস্তাব ঃ- (১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য বা পরিষদের উপর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পরিষদের যে কোন একজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করবেন।

(৩) অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা অভিযোগসমূহের বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য ১০

(দশ) কার্যদিবসের সময় প্রদান করে অভিযুক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্যকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।

(৪) জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা জবাব প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবে যে সকল অভিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল অভিযোগ তদন্ত করবেন।

(৫) তদন্তেঅভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাচিত সদস্যের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিতকরণপূর্বক পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করবেন। ।

(৬) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্যানেল চেয়ারম্যান (ক্রমানুসারে) এবং কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পরিষদের চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করবেন তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা প্যানেল চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে একজন সদস্যকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা যাবে।

(৭) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

(৮) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হবে।

(৯) সভা শুরু হওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব না হলে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে

(১০) সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করবেন না তবে তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপ-ধারা (৯) অনুযায়ী ভোট প্রদান করতে পরবেন কিন্তু তিনি নির্ণায়ক বা দ্বিতীয় ভোট দিতে পারবেন না।

(১১) অনাস্থা প্রস্তাবটি কমপক্ষে ৯ (নয়) জন সদস্য কর্তৃক ভোটে গৃহীত হতে হবে।

(১২) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর অনাস্থা প্রস্তাবের কপি, ব্যালট পেপার, ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১৩) সরকার, উপযুক্ত বিবেচনা করলে, অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন অথবা অননুমোদন করবে।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটে গৃহীত না হলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হলে উক্ত তারিখের পর ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্তনা হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা সদস্যের বিরুদ্ধে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে না।

(১৫) পরিষদের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের দায়িত্বভার গ্রহণের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে না।

সভা ঃ- (১) প্রত্যেক পরিষদ, পরিষদের কার্যালয়ে প্রতি মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে এবং উক্ত সভা অফিস সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

(২) পরিষদের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি **১৫** (পনের) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে সভা অনুষ্ঠানের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে পরিষদের সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

পরিষদের সভা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৪২। পরিষদের চয়ারম্যান উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তলবী সভা আহবান করতে ব্যর্থ হলে প্যানেল চেয়ারম্যান (ক্রমানুসারে) **১০** (দশ) দিনের মধ্যে অনুষ্ঠেয় সভা আহবান করে অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করবেন; উক্তরূপ সভা পরিষদের কার্যালয়ে নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) তলবী সভা পরিচালনাকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন কর্মকর্তা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন, যিনি উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায়গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দাখিল করবেন।

(৫) চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, প্রয়োজনে, যে কোন সময় পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করতে পারবেন।

(৬) সদস্যগণের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে, তবে কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে মুলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

(৭) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে, পরিষদের সভায় সকল সিদ্ধান্তউপস্থিত সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে।

৪৩। পরিষদের সভায় সম্পাদনীয় কার্যতালিকা ঃ- পরিষদের কোন মূলতবী সভা ব্যতীত পরিষদের অন্য প্রত্যেক সভায় সম্পাদনীয় কার্যাবলীর একটি তালিকা, উক্তরূপ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন ব্যতীত, উক্তরূপ তালিকা বহির্ভূত কোন বিষয় সভায় আলোচনার জন্য আনীত হবে না বা সম্পাদিত হবে না; তবে, যদি চেয়ারম্যান মনে করেন যে, এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাহার জন্য পরিষদের একটি জরুরি সভা আহবান করা সমীচীন, তাহা হলে, তিনি সদস্যগণকে অন্যূন ৩ (তিন) দিনের

নোটিশ প্রদানের পর এইরূপ একটি সভা আহক্ষান করতে পারবেন এবং উক্তরূপ সভায় নির্ধারিত আলোচ্যসূচী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাবে না।

৪৪। পরিষদের কার্যাবলী নিস্পন্ন ঃ- (১) পরিষদের সকল কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে পরিষদের সভায় অথবা স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় অথবা এর চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিস্পন্ন হবে।

(৪) সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করে অনুলিপি ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪৫। স্থায়ী কমিটি গঠন ও এর কার্যাবলী ঃ- (১) পরিষদ এর কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য নিুবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করে স্থায়ী কমিটি গঠন করবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত পরিষদ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রয়োজনে, ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির সভাপতি কো-অপট সদস্য ব্যতীত পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত হবেন এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন হতে নির্বাচিত সদস্যগণ অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকবেন তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শুধুমাত্র আইন শৃংখলা বিষয়ক কমিটির সভাপতি থাকবেন।

(৪) স্থায়ী কমিটি পাঁচ হতে সাত সদস্য বিশিষ্ট হবে এবং কমিটি প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপট করতে পারবে, তবে কো-অপট সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

৪৬। পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা ঃ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য সাধন এবং পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকল্পে চেয়ারম্যান পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৪৭। পরিষদের কার্যাবলী ঃ- (১) পরিষদের প্রধান কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পর্কিত সেবা; এবং

(ঘ) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রধান কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পরিষদের কার্যাবলী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত হল।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাই থাকুক না কেন, বিশেষ করে, এবং উক্তরূপ উপ-ধারাসমূহের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে, সরকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের (টি,আর,কাবিখা, থোক

Dhaka University Institutional Repository

বরাদ্দ ও অন্যান্য) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যকে অর্পণ করতে হবে।

৪৮। ইউনিয়ন পরিষদের পুলিশ ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী ঃ- (১) সরকার, সময়ে সময়ে, চাহিদা মোতাবেক গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন করতে পারবে এবং সরকার কর্তৃক উক্ত গ্রাম পুলিশ বাহিনী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, শৃংখলা এবং চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করা হবে।

(২) সরকার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করবে গ্রাম পুলিশ সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) ডেপুটি কমিশনারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ইউনিয়ন বা তাহার অংশ বিশেষে জননিরাপত্তা ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত এলাকার প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ব্যক্তিগণকে আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণপাহারায় নিয়োজিত করতে পারবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশ জারি করা হলে পরিষদ আদেশে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

৪৯। নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ- (১) এই আইনের অধীন গঠিত প্রতিটি পরিষদ, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করবার বিবরণ প্রকাশ করবে যাহা "নাগরিকসনদ" বলে অভিহিত হবে।

নবম অধ্যায়

৫১। পরিষদের সম্পত্তি অর্জন, দখলে রাখার ও নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা ঃ- (১) প্রত্যেক পরিষদের সম্পত্তি অর্জনের, দখলে রাখিবার ও নিষ্পত্তি করার এবং চুক্তিবদ্ধ হবার ক্ষমতা থাকবে; তবে, স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিষদকে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫৩। পরিষদের তহবিল ঃ- (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা হবে, যথা -

(ক) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(খ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল স্থানীয় উৎস হতে আয়;

(গ) অন্য কোন পরিষদ কিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও মঞ্জুরী;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণসমূহ (যদি থাকে);

(ঙ) পরিষদ কর্তৃক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আদায়কৃত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(চ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক নির্মিত বা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ঔষধালয়, ভবন, প্রতিষ্ঠান বা পূর্ত কার্য হতে প্রাপ্ত সকল আয় বা মুনাফা;

(ছ) কোন ট্রাষ্টের নিকট হতে উপঢৌকন বা অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত জরিমানা ও অর্থদণ্ডের অর্থ;

(ঝ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল প্রকার অর্থ;

(ঞ) এই আইন কার্যকর হবার কালে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল।

৫৪। পরিষদের ব্যয় ঃ- (১) তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যয় করতে হবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই আইনের অধীন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(গ) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন ও কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

(ঘ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(ঙ) সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর ঘোষিত দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে পরিষদের তহবিল হতে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা এর থাকবে।

(৩) তহবিলে জমা খাতে উদ্বৃত্ত অর্থ, সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ দিবে, সেইরূপ খাতে ব্যয় হবে।

(৪) পরিষদের তহবিল পরিষদ চেয়ারম্যান ও সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৫৬। দায়যুক্ত ব্যয় ঃ- (১) পরিষদ তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের চাকুরিতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে (প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কিংবা নিজস্ব) বেতন ও ভাতা হিসেবে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা, হিসাব নিরীক্ষা বা সময়ে সময়ে সরকারের নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিষয়ের জন্য পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হলে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকবে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত তহবিল হতে যতদূর সম্ভব উক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

দশম অধ্যায়

৫৭। বাজেট ঃ- (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হবার অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়ার্ড সভা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উক্ত অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় বিবরণী সম্বলিত একটি বাজেট প্রণয়ন করবে।

৫৮। হিসাব ঃ- (১) ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫৯। নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ- (১) ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের হিসাবসমূহ সরকার যেরূপ বিহিত করবে, সেইরূপ সময়ে ও স্থানে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কোন নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হবে।

একাদশ অধ্যায়

৬২। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ- (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের একজন সচিব, একজন হিসাব সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর থাকবেন, যাহারা সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন।
(৪) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ইউনিয়ন পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে পারবে, যাহাদের বেতন, ভাতা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে।

৬৩। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিষদে হস্তান্তরে **সরকারের ক্ষমতা ঃ-** (১) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং তাহাদের কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে হস্তান্তর করতে পারবে, উক্তরূপে হস্তান্তরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিষদের ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করবেন।
৬৪। পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের সম্পর্ক ঃ- (১) পরিষদের ব্যবস্থাপনাধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে হস্তান্তরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

৬৫। পরিষদ কর্তৃক করারোপ ঃ- (১) ইউনিয়ন পরিষদ চতুর্থ তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতে পারবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হবে এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বেই প্রকাশ করতে হবে।

(৩) কোন কর, রেইট, টোল ও ফিস আরোপের বা এর পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে তারিখ হতে উহা কার্যকর হবে বলে নির্দেশ দিবে সেই তারিখ হতে উহা কার্যকর হবে।

৬৮। কর সংগ্রহ ও আদায়, ইত্যাদি ঃ- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে, এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৭১। পরিষদের রেকর্ড, ইত্যাদি পরিদর্শনের ক্ষমতা।

৭২। কারিগরি তদারকি ও পরিদর্শন ঃ- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং তৎকর্তৃক মনোনীত কারিগরি কর্মকর্তাগণ পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উক্ত বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র পরিদর্শন করতে পারবেন।

৭৩। সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্তকরার ক্ষমতা ঃ (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারের নীতির সাথে সঙ্গতি রাখিয়া যে কোন পরিষদকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন, পরিষদ ও ওয়ার্ড সভার কার্যক্রম পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে, এবং পরিষদ উক্তরূপ দিক নির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করবে।

৭৭। পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন ঃ- (১) সরকার নিম্নলিখিত কারণে যথাযথ তদন্তপূর্বক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদ বাতিল করতে পারবে, যথা ঃ-

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বাজেট পাশ করতে ব্যর্থ হলে; অথবা

(খ) পরিষদের ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ) নির্বাচিত সদস্য পদত্যাগ করলে; অথবা

(গ) পরিষদের ৭৫% (শতকরা ৭৫ ভাগ) নির্বাচিত সদস্য এই আইনের অধীন অযোগ্য হওয়ার কারণে অপসারিত হলে ; অথবা

(ঘ) পরিষদ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে; অথবা

(ঙ) সরকারের বিবেচনায় কোন পরিষদ এই আইন ও অন্যান্য আইন বা বিধি এবং সরকারের সার্কুলার, পরিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলে। তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদ বাতিল করার পূর্বে পরিষদকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্যের আসন শূন্য হয়েছে বলয়া গণ্য হবে এবং উক্ত আসন শূন্য হবার অন্যূন ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদ পুনর্গঠিত হবে।

(৫) পরিষদ বাতিল হবার এবং পুনর্গঠিত হবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি প্রশাসনিক কমিটি পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

৭৮। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ঃ- (১) প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পরিষদ সংক্রান্তযে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকবে।

৮০। তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা ঃ- (১) পরিষদের সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই অধ্যায়ে বর্ণিত নোটিফাইড রেকর্ডপত্র ব্যতীত অন্যান্য তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

৮২। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ ঃ- (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে পরিষদ এলাকায় পরিষদের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাবে না; উক্তরূপ নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করতে হবে এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর পরিষদ প্রয়োজনীয় তদন্তকরে সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরিষদ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করবে ।

৮৩। প্রাইভেট হাসপাতাল, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ ঃ- (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে পরিষদের এখতিয়ারাধীন এলাকায় পরিষদে যথানিয়মে নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

৮৮। পরিষদ ও পৌরসভার মধ্যে বিরোধ ঃ- যদি দুই বা ততোধিক পরিষদ অথবা কোন পরিষদ এবং পৌরসভার মধ্যে অথবা কোন পরিষদ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য.

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ একই জেলার হলে, ডেপুটি কমিশনারের নিকট পাঠাতে হবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগে হলে, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাতে হবে; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হলে অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হলে সরকারের নিকট পাঠাতে হবে; এবং ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

৮৯। অপরাধ ও দন্ড ঃ- (১) পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের অধীনে দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

৯১। অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ঃ- পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট হতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবিধ

৯৪। আপিল আদেশ ঃ- এই আইন, বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের ফলে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন; এবং এই আপিলের উপর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

৯৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন বা কোন বিধির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

১০৪। পরিষদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের ঃ- সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকালে কোন পরিষদ কিংবা কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা কৃত কোন কাজ, বা কাজ করা হয়েছে বলে মনে হলে, সে সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদানের পর একমাস অতিবাহিত না হলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সনের ৬০ নং আইন

সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণকল্পে প্রণীত আইন

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯(৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

প্রণীত আইন
প্রথম ভাগ, প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ-** (১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

দ্বিতীয় ভাগ
প্রথম অধ্যায়

৩। **সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা ঃ-** (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান সকল সিটি কর্পোরেশন এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন হিসাবে গণ্য হবে।
(৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
(৪) নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, নির্ধারিত মানদণ্ডে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা ঃ-

(ক) বিদ্যমান পৌর-এলাকার জনসংখ্যা;
(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;
(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;
(ঘ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব;
(ঙ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসারণের সুযোগ;
(চ) বিদ্যমান পৌরসভার বার্ষিক আয়; এবং
(ছ) জনমত।

(৫) যে এলাকা লইয়া নূতন সিটি কর্পোরেশন গঠিত হবে সেই এলাকার নামেই উক্ত সিটি কর্পোরেশনের নামকরণ হবে।
(৬) সিটি কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকারে রাখবার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এর নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

(৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন একটি প্রশাসনিক একাংশ বা ইউনিট হিসাবে গণ্য হবে।

৪। **সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঃ- (১)** সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন কোন এলাকাকে কর্পোরেশনের সীমানার অন্তর্ভুক্ত অথবা কর্পোরেশনের কোন এলাকাকে এর সীমানা-বহির্ভূত করতে পারবে।

৫। **সিটি কর্পোরেশন গঠন ঃ- (১)** প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ-

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(২) উপ–ধারা (১) এর দফা-(খ) এর অধীন নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলে উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে মহিলা প্রার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণকে বারত করবে না।

(৩) মেয়রের পদসহ কর্পোরেশনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এবং নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হলে, কর্পোরেশন, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৪) মেয়র পদাধিকারবলে একজন কাউন্সিলর বলে গণ্য হবে।

৬। **সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ -** কর্পোরেশনের মেয়াদ উহা গঠিত হবার পর এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখ হতে পাঁচ বৎসর হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, উহা পুনর্গঠিত সিটি কর্পোরেশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করয়া যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মেয়র ও কাউন্সিলর সম্পর্কিত বিধান

৭। (২) মেয়র বা কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ মেয়র ও সকল কাউন্সিলরকে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

৯। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ঃ- (১)** কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি.

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়;

(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হবার জন্য এবং উক্তরূপ মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকারযোগ্য হবেন না, যদি তিনি.

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করয়া থাকেন;

(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসর কারাদন্ডেদন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা সিটি কর্পোরেশনের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহীর পদ হতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না করয়া থাকেন;

(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার নিজ নামে বা তাহার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন;

(জ) বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের কার্য সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা এর জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা সিটি কর্পোরেশনের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(ঝ) বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণের জন্য কোন ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ ব্যতীত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে তদ্‌কর্তৃক কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা এর কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়া থাকেন;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন, যাহা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা এর কোন কিস্তি পরিশোধে, মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখে খেলাপী হয়েছে;

(ট) ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন;

(ঠ) কর্পোরেশনের নিকট হতে গৃহীত কোন ঋণ তাহার নিকট অনাদায়ী রাখেন বা কর্পোরেশনের নিকট তাহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;

(ড) কর্পোরেশন কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দায়যোগ্য অর্থ কর্পোরেশনকে পরিশোধ না করেন;

(ঢ) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ণ) কোন সরকারি বা আধাসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি, ইত্যাদি হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরীচ্যুত হয়ে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ত) সিটি কর্পোরেশনের তহবিল তসরুফের কারণে দন্ড প্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No. XIV of 1860) এর section 189 ও 192 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে Penal Code, 1860 (Act No. XIV of 1860) এর section 213, 332, 333 ও 353 অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়া সাজাপ্রাপ্ত ও অপসারিত হন;

(ধ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ন) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন।

(৩) প্রত্যেক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নয়ন।

১০। **একাধিক পদে প্রার্থিতায় বাধা ঃ-** (১) কোন ব্যক্তি একই সাথে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন কর্পোরেশনের একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদকালে মেয়র পদ শূন্য হলে, কোন কাউন্সিলর, স্বীয় পদ ত্যাগ করে মেয়রের পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

১১। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ ঃ- (১)** সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে মেয়র স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

(২) কোন কাউন্সিলর মেয়রের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

(৩) সরকার, বা ক্ষেত্রমত, মেয়র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে পদত্যাগ কার্যকর হবে।

১২। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ ঃ- (১)** যেক্ষেত্রে কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অথবা কাউন্সিলরের অপসারণের জন্য ধারা **১৩** এর অধীন কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরকার, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, ক্ষেত্রমত, মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে।

১৩। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের অপসারণ ঃ- (১)** মেয়র অথবা কাউন্সিলর তাহার স্বীয় পদ হতে অপসারণযোগ্য হবেন, যদি তিনি.

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সিটি কর্পোরেশনের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(গ) দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঙ) ধারা ৯ (৩) অনুযায়ী নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন মর্মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন মাসের মধ্যে প্রমাণিত হয়;

(চ) বার্ষিক **১২**টি মাসিক সভার পরিবর্তে ন্যূনতম ৯টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করতে , বা ক্ষেত্রমত, উক্ত সভাসমূহে উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন।

১৪। **অনাস্থা প্রস্তাব ঃ- (১)** এই আইনের কোন বিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে কর্পোরেশনের মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ

অংশের স্বাক্ষরে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ, একজন কাউন্সিলরকে ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করতে হবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ প্রাথমিকভাবে তদন্ত করবেন এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলরকে, দশ কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য, নোটিশ প্রদান করবেন।

(৪) কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাব প্রাপ্তির অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের একটি সভা আহক্ষান করে সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ করবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সভায়, মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের উপস্থিত একজন কাউন্সিলর এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের মেয়র সভাপতিত্ব করবেন তবে শর্ত থাকে যে, মেয়র বা প্যানেল মেয়র অনুপস্থিত থাকলে বা অন্য কোন কারণে তাহাকে পাওয়া না গেলে, উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মধ্যে একজন কাউন্সিলর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

(৭) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সভা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হবে।

(৮) সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করে শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহক্ষান করবেন।

(৯) সভা শুরু হবার তিন ঘণ্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা শেষ না হলে, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করতে হবে।

(১০) সভার ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করতে পারবেন।

(১১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সভা শেষ হবার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের অনুলিপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১২) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে, সংশ্লিষ্ট মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কাউন্সিলরের আসনটি সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলয়া ঘোষণা করবে।

(১৩) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হলে, সভা অনুষ্ঠানের তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ পুনরায় প্রদান করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ক্ষেত্রমত, কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে না।

১৫। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া ঃ-** মেয়র ও কাউন্সিলরের পদ শূন্য হবে, যদি তিনি-

(ক) ধারা ৯(২) এর অধীনে মেয়র বা কাউন্সিলর হবার অযোগ্য হয়া পড়েন; বা

(খ) ধারা ৭ এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা প্রদান করতে বা ধারা ৭ এর অধীন হলফনামা দাখিল করতে ব্যর্থ হন; বা

(গ) ধারা **১১** এর অধীন পদত্যাগ করেন; বা

(ঘ) ধারা **১৩** এর অধীন তাহার পদ হতে অপসারিত হন; বা

(ঙ) মৃত্যুবরণ করেন।

১৬। **আকস্মিক পদ শূন্যতা ঃ-** সিটি কর্পোরেশনে মেয়াদ শেষ হবার একশত আশি দিন পূর্বে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরের পদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হওয়ার নবক্ষই দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করতে হবে এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হবেন তিনি সিটি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকবেন।

২০। **মেয়রের প্যানেল ঃ-** (১) সিটি কর্পোরেশন গঠিত হবার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ অগ্রাধিকারক্রমে তাহাদের নিজেদের মধ্য হতে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল নির্বাচন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিনজনের মেয়র প্যানেলের মধ্যে একজন অবশ্যই সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হতে হবে।

(২) উপ-দফা (১) অনুযায়ী মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত না হলে সরকার, মেয়রের প্যানেল মনোনীত করবেন।

২১। **মেয়র প্যানেলের সদস্য কর্তৃক মেয়রের দায়িত্ব পালন ঃ-** (১) অনুপস্থিতি কিংবা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের ধারা ২০ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের কোন সদস্য মেয়রের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) পদত্যাগ, অপসারণ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে মেয়রের পদ শূন্য হলে শূন্য পদে নব নির্বাচিত মেয়র কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে মেয়রের প্যানেলের কোন সদস্য মেয়রের সকল দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ১৫, ২০০৯ ৬৯২৯।

২২। **সদস্যপদ পুনর্বহাল ঃ-**মেয়র বা কাউন্সিলর এই আইনের বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হয়ে অথবা অপসারিত হয়ে সদস্যপদ হারাবার পর আপিল, বা উপযুক্ত আদালতের আদেশে তাহার

উক্তরূপ অযোগ্যতার ঘোষণা বাতিল বা অপসারণ আদেশ রদ হলে, তিনি কর্পোরেশনের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বপদে বহাল হবেন।

২৫। **অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ ঃ- (১)** সরকার, এই আইনের ধারা ৩(৩) এর অধীন কোন পৌর-এলাকাকে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ঘোষণা করলে, সিটি কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করতে পারবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলে বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করতে পারবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবে।

(৪) এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক কোনক্রমেই একের অধিক বার বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক সময়কাল দায়িত্বে থাকতে পারবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

২৭। **কর্পোরেশনকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ ঃ- (১)** সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনকে নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করার সুপারিশ করবেন।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জনসংখ্যার সর্বশেষ পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, প্রতিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডের সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

২৮। **সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ-** সরকার সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা, এবং, তাহাকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

৩০। **সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড সীমানা নির্ধারণ ঃ-** সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা (ক) ধারা ২৭ এর অধীন কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ওয়ার্ডকে এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডরূপে চিহ্নিত করবেন যেন এইরূপ সমন্বিত ওয়ার্ডের সংখ্যা সংরক্ষিত আসন সংখ্যার সমান হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৩১। **ভোটার তালিকা ঃ- (১)** প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকবে।

৩৩। **মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন** ঃ- (১) ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক কর্পোরেশনের মেয়র এবং ধারা ২৭ এর অধীন বিভক্ত প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন করে কাউন্সিলর এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

(২) ধারা ৩০ এর দফা (ক) এর অধীন প্রত্যেক সমম্বিত ওয়ার্ড হতে একজন করে মহিলা কাউন্সিলর এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন।

৩৫। **নির্বাচন পরিচালনা ঃ-** চন কমিশন তদ্‌কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করবে;

৩৬। **মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ ঃ-** এবং কাউন্সিলর হিসাবে নর্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, নির্বাচন কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৩৭। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল ঃ- (১) এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রমের বিষয়ে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত, কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন না।

(৩) এই আইনের ধারা ৩৮ এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করতে হবে।

(৪) কোন আদালত-

(ক) কর্পোরেশনের কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন মূলতবী রাখতে;

(খ) এই আইনের অধীন নির্বাচিত কোন কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার দায়িত্ব গ্রহণে বিরত রাখতে;

(গ) এই আইনের অধীন নির্বাচিত কোন কর্পোরেশনের মেয়র বা কাউন্সিলরকে তাহার কার্যালয়ে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখিতে. নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না।

৩৮। **নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন** ঃ- (১) এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।

(২) নির্বাচনী ফলাফল গেজেটে প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা যাবে এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্পোরেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন মামলা উহা দায়ের করার একশত আশি দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে।

(৩) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলার রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করা যাবে এবং নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্পোরেশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন আপিল দায়ের করার একশত আশি দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে।

(৪) নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৪১। **কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ-** (১) কর্পোরেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) কর্পোরেশনের তহবিলের সংগতি অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(খ) বিধি এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করা;

(গ) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করলে উহা সম্পাদন করা।

(২) মেয়র স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং কাউন্সিলরগণ এই আইনের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে, কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করবেন এবং কর্পোরেশনের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবেন।

(৩) সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৪২। **সরকারের নিকট কর্পোরেশনের কার্যক্রম হস্তান্তর, ইত্যাদি ঃ-** এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনবোধে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে।

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম, সরকারের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করবার নির্দেশ দিতে পারবে।

৪৩। **কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন ঃ-** (১) কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করবে;

এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে না পারলে সরকার কর্পোরেশনের অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখতে পারবে।

৪৪। **নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ- (১)** কর্পোরেশন "নাগরিক সনদ" শীর্ষক দলিলের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নিশ্চিতকরণের বিবরণ প্রকাশ করবে।

৪৫। **উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ঃ-** প্রত্যেক কর্পোরেশন. (ক) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

সপ্তম অধ্যায়

৪৬। **নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা ঃ- (১)** এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবার ক্ষমতা কর্পোরেশনের থাকবে।

(২) কর্পোরেশনের নির্বাহী ক্ষমতা এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্পোরেশনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়র, কাউন্সিলর বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে।

(৩) কর্পোরেশনের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য কর্পোরেশনের নামে গৃহীত হয়াছে বলেয়া প্রকাশ করা হবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হতে হবে।

(৪) কর্পোরেশনের দৈনন্দিন সেবা প্রদানমূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে, সময়ে সময়ে, উহা সংশোধনের এখতিয়ার কর্পোরেশনের থাকবে।

(৫) কর্পোরেশন কার্যবন্টন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৪৭। **সিটি কর্পোরেশনের এলাকাকে অঞ্চলে বিভক্তিকরণ ঃ- (১)** কর্পোরেশনের দৈনন্দিন এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্পোরেশনের এলাকা, প্রয়োজন অনুযায়ী, অঞ্চলে বিভক্ত করতে পারবে।

৪৮। **কার্য সম্পাদন ঃ-** কর্পোরেশনের সকল কার্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর বা এর স্থায়ী কমিটিসমূহের সভায় অথবা মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৪৯। **কর্পোরেশনের সভা ঃ- (১)** মেয়র ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণের শপথ গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা কর্পোরেশন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান কর্পোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, যাহা পরে হয়, কর্পোরেশন এর প্রথম সভা অনুষ্ঠান করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সভা সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার জারীকৃত নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) কর্পোরেশন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কোন কার্য দিবসে অন্যূন একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার তারিখ অব্যবহিত পূর্ববর্তী সভায় নির্ধারিত হবে।

(৫) কর্পোরেশনের ৫০% সদস্য তলবী সভা আহবানের জন্য মেয়রের বরাবরে লিখিত অনুরোধ জানাইলে তিনি পনের দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় একটি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে সাত দিবস পূর্বে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে নোটিশ প্রদান করবেন।

(৭) তলবী সভায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পর্যবেক্ষক উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং উক্তরূপ তলবী সভা পরিচালনা ও সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠানের সাত দিবসের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

(৮) মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, প্রয়োজন মনে করলে, যে কোন সময় কর্পোরেশনের সভা আহবান করতে পারবেন।

(৯) কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কর্পোরেশনের সভার কোরাম গঠিত হবে।

৫০। **স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ- (১)** কর্পোরেশন প্রত্যেক বৎসর এর প্রথম সভায়, অথবা যথাশীঘ্র সম্ভব, তৎপরবর্তী কোন সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করবে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর ছয় মাস হবে এবং দুই বৎসর ছয় মাস পর নূতন করে কমিটি গঠন করতে হবে।

(২) কর্পোরেশনের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রয়োজনবোধে অন্য কোন বিষয়ের জন্যও স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে।

(৩) কর্পোরেশন প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে এবং স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ কাউন্সিলরগণের মধ্য হতে কর্পোরেশনের সভায় নির্বাচিত হবে, তবে কোন কাউন্সিলর একই সময়ে দুইটির অধিক স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং একটির অধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন না।

(৪) মেয়র পদাধিকারবলে সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন।

৫১। **স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ- (১)** স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করবে।

৫২। **অন্যান্য কমিটি গঠন ঃ-** কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে কাউন্সিলরগণের মধ্য হতে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করতে পারবে।

৫৩। **যে কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশনের কাজে সম্পৃক্তকরণ ঃ- (১)** কর্পোরেশন বা এর কোন স্থায়ী কমিটি কিংবা কমিটি এর যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য বা পরামর্শের প্রয়োজনবোধ করলে, উক্ত ব্যক্তিকে এর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

৫৫। **কাউন্সিলরগণের ভোটদানের উপর বাধা-নিষেধ ঃ-** কর্পোরেশন বা এর কোন কমিটির সভায়, কোন কাউন্সিলরের আচরণ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের আলোচনায় অথবা তাহার আর্থিক স্বার্থ রয়েছে এইরূপ কোন বিষয়ে অথবা তাহার ব্যবস্থাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন আছে এইরূপ কোন সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনায় উক্ত কাউন্সিলর অংশগ্রহণ বা ভোটদান করবেন না।

৫৬। **সভার কার্য পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনা ঃ-** এই আইনের বিধান সাপেক্ষে কর্পোরেশন এর সভা এবং এর স্থায়ী কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটির সভার কার্যপদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে;

৫৯। **চুক্তি ঃ- (১)** সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা এর পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-

(ক) কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর চূড়ান্ত করতে হবে; এবং

(খ) কর্পোরেশনের নামে সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রকাশিত হতে হবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চুক্তিটি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করবেন।

৬০। **পূর্ত কাজ ঃ-** সরকার বিধি দ্বারা কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের বিধান করবে।

৬১। **নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি ঃ-** কর্পোরেশন-

(ক) এর কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;

(খ) প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;

(গ) সরকার, সময় সময়, যেইরূপ নির্ধারণ করবে সেইরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

অষ্টম অধ্যায়

৬২। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঃ- (১)** কর্পোরেশনের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হবেন।

(২) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বত্তবায়ন এবং প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবেন।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেয়রের নিকট দায়ী থাকবেন।

(৪) কর্পোরেশনের বিশেষ সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরগণের মোট সংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশের ভোটে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হলে সরকার তাহাকে তাহার পদ হতে প্রত্যাহার করবে।

৬৩। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বিশেষ ক্ষমতা** ঃ- কোন দুর্ঘটনাবশতঃ বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কারণে অথবা অদৃষ্টপূর্ব কোন ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, কর্পোরেশনের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অথবা জনজীবন বিপন্ন হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাথে সাথে উহা মেয়রকে জানাবেন এবং যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যোগাযোগ সম্ভব না হলে তিনি তাহার বিবেচনামতে উপযুক্ত ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ও তৎসম্পর্কে অবিলম্বে কর্পোরেশন কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং উক্ত প্রবিবেদনে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ এবং তজ্জন্য যদি খরচ হয়া থাকে বা হতে পারে তাহাও উল্লেখ করবেন।

৬৪। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভা সম্পর্কিত অধিকার ঃ-** (১) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশন বা এর যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভোট দান বা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন না।

(৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্পোরেশনের সভার কার্যবিবরণী হেফাজতের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকবেন।

৬৫। **সচিব ঃ-** (১) কর্পোরেশনের একজন সচিব থাকবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে নিযুক্ত হবেন।

(২) এই আইন ও বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকলে সচিব কর্পোরেশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং নৈমিত্তিক প্রশাসন পরিচালনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সহায়তা করবেন।

৬৬। **কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ-** কর্পোরেশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করবে।

৬৯। **কর্পোরেশনের নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের সম্পর্ক**ঃ- (১) সরকার কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি এবং কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বা কর্পোরেশনে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন করবে।

তৃতীয় ভাগ
প্রথম অধ্যায়
কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৭০। **কর্পোরেশনের তহবিল** ঃ- (১) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হবে, যথা ঃ-

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ছ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত অর্থ দরে অর্থ।

৭২। **তহবিলের প্রয়োগ ঃ-** তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাবে, যথা ঃ-

(ক) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;

(খ) এই আইনের অধীন তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(গ) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা ন্যস্ত কর্পোরেশনের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ঘোষিত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

৭৩। **তহবিলের উপর দায় ঃ-** (১) তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে, যথা ঃ-

(ক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সিটি কর্পোরেশনের চাকরতে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রদেয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনার হিসাব নিরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সিটি কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(২) তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকবে সেই ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা, উক্ত তহবিল হতে যতদূর সম্ভব ঐ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৭৫। **কর্পোরেশন তহবিল হতে জনস্বার্থে অর্থ ব্যয় ঃ-** (১) বিশেষ উদ্দেশ্যে সরকারের অর্থ বরাদ্দের প্রেক্ষিতে, মেয়র, জনস্বার্থে যে কোন জরুরী কার্য সম্পাদন করতে পারবেন; এবং তিনি কর্পোরেশনের নিয়মিত কার্যে কোন প্রকার বাঁধার সৃষ্টি না করে, যতদূর সম্ভব, উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কর্পোরেশনের তহবিল হতে ব্যয় করতে পারবেন।

৭৬। **বাজেট ঃ-** (১) কর্পোরেশন প্রতি বৎসর পহেলা জুনের পূর্বে এর পরবর্তী আসন্ন অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের একটি বিবরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও অনুমোদন করবে, যাহা অতঃপর বাজেট বলে অভিহিত হবে, এবং কর্পোরেশন এর একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে।

৭৮। **হিসাব নিরীক্ষা** ঃ- (১) কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষিত হবে।

৭৯। **ঋণ** ঃ- (১) কর্পোরেশন,সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইন, Local Authorities Loans Act, 1914 (Act No. IX of ১৯১৪) এবং আপাততঃ বলবৎ বিধি, প্রবিধান বা অন্য কোন বিধি-বিধান সাপেক্ষে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং সরকারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিস্তিতে উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮১। **কর্পোরেশনের নিকট দায় ঃ-** মেয়র বা কাউন্সিলর বা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা কর্পোরেশনের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে কর্পোরেশনের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হলে, তিনি এর জন্য দায়ী থাকবেন, এবং যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদের জন্য তাহাকে দায়ী করা হবে, সেই পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ সরকারি দাবি (চঁনষরপ উবসধহফ) হিসাবে তাহার নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

৮২। **কর আরোপ ঃ-** কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রবিধান দ্বারা চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে।

৮৩। **প্রজ্ঞাপন ও কর বলবৎ করণ ঃ-** (১) কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত সমুদয় কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস সরকারি গেজেটে প্রকাশ করতে হবে এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করলে তাহা প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষ হবে।

চতুর্থ ভাগ
প্রথম অধ্যায়

৯১। **কর্পোরেশনের বার্ষিক পরিচালনা প্রতিবেদন** ঃ- (১) প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে কর্পোরেশন নির্ধারিত ফরমে পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত এর কার্যাবলীর উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড।

৯২। **অপরাধ** ঃ- পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

৯৫। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ** ঃ- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বা কর্পোরেশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারবে না।

প্রথম অধ্যায়
কর্পোরেশন সংক্রান্ত সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী

৯৭। নথিপত্র, ইত্যাদি তলব

৯৮। পরিদর্শন

৯৯। প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকারের নির্দেশ ঃ-

১০০। **ধারা ৯৯ এর অধীনে আদেশ কার্যকরীকরণ** ঃ- ধারা ৯৯ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশে উল্লিখিত কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা না হলে সরকার অনুরূপ কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং তহবিল হতে এই বাবদ সকল ব্যয় নির্বাহের নির্দেশ দিতে পারবে।

১০১। **বে-আইনী কার্যক্রম বাতিল** ঃ- সরকার কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম এই আইন বা বিধি বা প্রবিধান বা অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনা করলে অনুরূপ বিষয়ে কর্পোরেশনকে যথাযথ কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদানপূর্বক, আদেশ দ্বারা উক্ত কার্যক্রম বাতিল করতে পারবে এবং উক্ত কার্যক্রম উক্ত আইন বা অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

১০২। কর্পোরেশনের কোন বিশেষ বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ।

১০৫। সরকারের দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করার ক্ষমতা।

১০৮। **কর্পোরেশনের গঠন বাতিল ও পুনঃনির্বাচন ঃ- (১)** সরকার সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনকে

দ্বিতীয় অধ্যায়

১১০। **তথ্যাদি প্রাপ্তির অধিকার ঃ- (১)** যে কোন নাগরিকের কর্পোরেশন সংক্রান্ত যে কোন তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

১১১। **টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ** ঃ- **(১)** এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তৎপর কর্পোরেশন এলাকায় কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাবে না।

১১২। **প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ ঃ- (১)** এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তৎপর কর্পোরেশনের এলাকায় কর্পোরেশনের নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি পরিচালনা করা যাবে না।

ষষ্ঠ ভাগ
প্রথম অধ্যায়
বিবিধ

১১৬। **আপিল ঃ-** এই আইন, বিধি বা প্রবিধান অনুসারে প্রদত্ত কর্পোরেশন, এর মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করতে পারবেন; এবং এই আপিলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

১১৭। **ক্ষমতা অর্পণ ঃ- (১)** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির অধীনে এর যে কোন ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার বা এর অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবে।

১২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** ঃ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (ক) সরকার দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করতে পারবে;
(গ) নির্বাচন কমিশন, মেয়র ও কাউন্সিলরের নির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আচরণ, নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ, উক্তরূপ অপরাধের দন্ড, প্রয়োগ এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করয়া সরকার ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত বিষয়সমূহের যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

১২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা** ঃ- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।
(২) বিশেষ করে, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে, অনুরূপ প্রবিধানে সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাবে।

১২২। **উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ-** (১) কর্পোরেশন, সরকারের নির্দেশক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ছে সে সকল পশুর চিকিৎসা ও ধক্ষংসের ব্যবস্থা করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সনের ৫২ নং আইন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর
সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই অক্টোবর ২০১০ (২০শে আশ্বিন ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ঃ- (১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন ঃ-** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর "এবং খেয়াল রাখতেহবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হতে ১০% কম বা বেশী না হয়" শব্দসমূহ, সংখ্যা ও চিহ্ন বিলুপ্ত হবে।

৪। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন এর ধারা ২৭ এর সংশোধন ঃ-** উক্ত আইন এর ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ত্রিশ দিনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিশ দিনের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই অক্টোবর, ২০০৯ (২১শে আশ্বিন, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করেছে।

২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন

পৌরসভা সংক্রান্তবিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিত করে একটি নূতন আইন
প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

১ম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ- (১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা পৌর এলাকা বা পৌরসভাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

২য় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

৩। **শহর এলাকা ঘোষণা ঃ-** (১) সরকার প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন, (ক) জনসংখ্যা, (খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব, (গ) স্থানীয় আয়ের উৎস, (ঘ) অকৃষি পেশার শতকরা হার, এবং (ঙ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্বসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণের পর সরকারি গেজেটে প্রকাশিত

প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে এইমর্মে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঘোষণাকৃত এলাকার-

(ক) তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত ;

(খ) শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমি অকৃষি প্রকৃতির ;

(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে এক হাজার পাঁচশত এর কম নয় ;

(ঘ) জনসংখ্যার পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন শহর এলাকা ঘোষণা সংক্রান্তবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ অনূধর্ক্ষ এক মাসের মধ্যে উক্তরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরকারের বরাবরে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে।

(৪) সরকার উপ-ধারা (৩) এর অধীন উত্থাপিত আপত্তি তিন মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করবে এবং শহর এলাকা গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হলে সরকার উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

৪। **পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি ঃ- (১)** এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বিদ্যমান সকল পৌরসভা যেই নাম এবং এলাকা লইয়া গঠিত এই আইনের অধীন সেই নাম এবং এলাকা লইয়া গঠিত পৌরসভা বলে গণ্য হবে।

(২) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত এক বা একাধিক শহর এলাকা সমম্বয়ে নূতন পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং উক্ত পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত এলাকা পৌর এলাকা হিসাবে অভিহিত হবে।

(৩) পৌরসভা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি ও উপ-আইন এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এর নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং উক্ত নামে এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাবে।

(৪) সরকার এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে.

(ক) ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ব্যতীত, অন্যান্য শহর এলাকা সমন্বয়ে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে ;

(খ) কোন পৌরসভার পৌর এলাকার সীমানা সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্যরূপে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে ;

(গ) পৌর এলাকা সংলগ্ন কোন শহর এলাকাকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;

(ঘ) কোন পৌর এলাকাকে বিভক্ত করে দুই বা ততোধিক পৌর এলাকা করতে পারবে;

(ঙ) দুই বা ততোধিক সন্নিকটের পৌর এলাকাকে একীভূত করয়া একটি পৌর এলাকা করতে পারবে ; এবং

(চ) দুই বা ততোধিক পৌর এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

৫। **প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পৌরসভা ঃ-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভা একটি প্রশাসনিক একাংশ বা ইউনিট হিসাবে গণ্য হবে।

৬। **পৌরসভা গঠন ঃ-** (১) এই আইন বলবৎ হবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রত্যেক পৌর এলাকায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি পৌরসভা গঠিত হবে।

(২) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হবে, যথা ঃ-

(ক) মেয়র ;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের সমসংখ্যক কাউন্সিলর ; এবং

(গ) ধারা ৭ এর অধীন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

(৩) এই আইন এবং এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে কোন পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হবেন।

(৪) মেয়র পৌরসভার একজন কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হবেন।

(৫) পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এর দায়িত্ব, কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৭। **পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ-** (১) প্রত্যেক পৌরসভার জন্য সরকার কর্তৃক ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) (খ) অনুযায়ী সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলে উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(২) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণ এই আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকারকে খর্ব করবে না।

৮। **পৌরসভার মেয়াদ, ইত্যাদি ঃ-** (১) ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, পৌরসভা গঠনের পর প্রথম সভার তারিখ হতে পরবর্তী পাঁচ বৎসর পর্যন্তউক্ত পৌরসভার মেয়াদ থাকবে তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচিত নূতন পৌরসভা এর প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত, পূর্ববর্তী পৌরসভার সদস্যগণ তাহাদের কার্য চালিয়া যাবে।

(২) এই আইনে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন পৌরসভার মোট কাউন্সিলরগণের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের নির্বাচন এবং মেয়র নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর পৌরসভা যথার্থভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৩) কোন পৌরসভা গঠিত হবার পর এর প্রথম সভা এমন এক তারিখে অনুষ্ঠান করতে হবে যাহা সরকারি গেজেটে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের নাম প্রকাশের তারিখ হতে ত্রিশ দিনের পরে নয়।

৯। **পৌরসভার নামকরণ ঃ-** সাধারণতঃ যেই এলাকায় পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হবে সেই এলাকার নামেই পৌরসভার নামকরণ হবে এবং কোন ব্যক্তির নামে নূতন করয়া কোন পৌরসভার নামকরণ করা যাবে না।

(২) বিদ্যমান পৌরসভার ক্ষেত্রে, উক্ত পৌরসভার সম্মতি ব্যতিরেকে নাম পরিবর্তন করা যাবে না।

১০। **পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস ঃ-** সরকার, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৌরসভার শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবে।

১১। **পৌরসভার বিলুপ্তি ঃ- (১)** এই আইনে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন, এই আইন বলবৎ হবার পর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি প্রতীয়মান হয় যে, Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) এর অধীন ঘোষিত কোন পৌরসভা উক্ত অধ্যাদেশে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করতে ব্যর্থ হয়াছে, তাহা হলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এর বিলুপ্তি ঘোষণা করতে পারবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণা প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে প্রস্তাবিত বিলুপ্তিকরণের বিষয়ে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পৌরসভা বিলুপ্তির ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের কার্যকালের অবসান হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৪) অনুরূপ বিলুপ্ত পৌরসভার সম্পদের দায়দেনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১২। **মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা ঃ-** মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পৌরসভা হতে সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি পাবার অধিকারী হবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৩। **পৌর এলাকাকে ওয়ার্ডে বিভক্তিকরণ ঃ-** পৌরসভার কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সরকার, পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করবে।

১৪। **ওয়ার্ড কমিটি ঃ- (১)** পৌর এলাকার প্রত্যেক ওয়ার্ডে অনধিক দশ সদস্য নিয়ে, পরিষদের অনুমোদনক্রমে, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করতে হবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হবেন।

(৫) পৌরসভার মেয়াদকালীন সময়ের জন্য, পরবর্তী উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত, ওয়ার্ড কমিটি কার্যকর থাকবে।

১৫। **সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ- (১)** ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা ও সহকারী সীমানা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে।

১৬। **ওয়ার্ডের সীমানা নির্ধারণ ঃ- (১)** পৌরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকালে যতদূর সম্ভব ভৌগলিক সম্পৃক্ততা সংরক্ষণ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতেহবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হতে **১০%** এর কম বা বেশি না হয়।

১৭। **ভোটার তালিকা ঃ- (১)** প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকবে।

১৮। **ভোটাধিকার ঃ-** কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় আপাততঃ যে ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হবে, তিনি সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং মেয়র নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১৯। **মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ঃ- (১)** কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন ;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয় ;

(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে ; এবং

(ঘ) সংরক্ষিত মহিলা আসনের কাউন্সিলরসহ অন্যান্য কাউন্সিলরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হবার জন্য এবং উক্তরূপ মেয়র বা কাউন্সিলর পদে থাকবার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি.

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান ;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন ;

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন ;

(ঘ) কোন ফৌজদারী বা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে ;

(ঙ) প্রজাতন্ত্রের বা পৌরসভার অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত থাকেন ;

(চ) কোন বিদেশী রাষ্ট্র হতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করে এইরূপ বেসরকারী সংস্থার প্রধান কার্য নির্বাহী পদ হতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুতির পর এক বৎসর অতিবাহিত না করে থাকেন;

(ছ) কোন সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট পৌর এলাকায় সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তার নিজ নামে বা তার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তার সুবিধার্থে বা তার উপলক্ষ্যে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেন;

(জ) বা তার পরিবারের কোন সদস্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্য সম্পাদনে বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হন বা এর জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পৌরসভার কোন বিষয়ে তার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে;

(ঝ) মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী রাখেন তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত নিজস্ব বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণ অথবা ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ এর আওতাভুক্ত হবে না;

(ঞ) এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদারগণ যাহার কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা এর কোন কিস্তি, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখে পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন।

(ট) পৌরসভার নিকট হতে গৃহীত কোন ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা অনাদায়ী থাকে;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ পৌরসভাকে পরিশোধ না করেন;

(ড) অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ঢ) কোন সরকারি বা আধা-সরকারি দপ্তর, কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমবায় সমিতি বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরী হতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ, ইত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে চাকুরীচ্যুত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তার এইরূপ চাকুরীচ্যুত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হয়ে থাকে;

(ণ) পৌরসভার তহবিল তসরুফের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হন;

(ত) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা **১৮৯ ও ১৯২** এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;

(থ) বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধির ধারা **২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩** এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হন;

(দ) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসাবে দোষী সাব্যস্ত হন; এবং (ধ) কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন।

(৩) প্রত্যেক মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করবেন যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন তিনি মেয়র বা কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নন।

চতুর্থ অধ্যায়

২০। **নির্বাচনের সময়, ইত্যাদি ঃ-** পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সময়ে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(ক) পৌরসভা প্রথমবার গঠনের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হবার পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে;

(খ) পৌরসভার মেয়াদ শেষ হবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী নবক্ষই দিনের মধ্যে;

(গ) পৌরসভা বাতিলের ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারির পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে।

২১। নির্বাচন পরিচালনা ঃ- নর্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করবে

২২। **নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ** ঃ- এবং কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচন কমিশন, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবে।

২৩। **নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল** ঃ- **(১)** এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃকপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করে নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন না।

(৩) এই আইনের ধারা ২৪ এর অধীনে গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের বরাবরে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করতে হবে।

২৪। **নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন** ঃ- (১) এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।

২৫। **নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল নিষ্পত্তি** ঃ- নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, এখতিয়ার, ক্ষমতা, প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

২৭। **শপথ বা ঘোষণা** ঃ- (১) মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ছকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদান করবেন এবং শপথ বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন।

(২) মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ মেয়র ও সকল কাউন্সিলরকে শপথ গ্রহণ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

৩০। **মেয়র ও কাউন্সিলরের পদত্যাগ** ঃ- (১) কোন কাউন্সিলর পৌরসভার মেয়র বরাবর তার পদত্যাগ করার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং ঐরূপ পদত্যাগপত্র মেয়র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত কাউন্সিলরের পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(২) মেয়র সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তাহার পদত্যাগ করবার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করে পদত্যাগ করতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করবেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ নির্দিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাপ্তির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন পদত্যাগের বিষয়টি সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অনধিক তিন দিনের মধ্যে পরিষদ, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারকে অবহিত করবেন।

৩১। **মেয়র ও কাউন্সিলরের সাময়িক বরখাস্ত ঃ-** (১) যেক্ষেত্রে কোন পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অপসারণের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে।

৩২। **মেয়র ও কাউন্সিলর অপসারণ** ঃ- (১) মেয়র অথবা কাউন্সিলর তাহার নিজ পদ হতে অপসারণযোগ্য হবেন, যদি তিনি.

(ক) পৌরসভার নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন;

(গ) দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঙ) নির্বাচনের পর ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ১৯(২) অনুযায়ী নির্বাচনে অযোগ্য ছিলেন;

(চ) বার্ষিক ১২টি মাসিক সভার স্থলে অন্যূন নয়টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করতে বা উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন;

(ছ) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য প্রদান করেছেন বলে উহা দাখিলের ছয় মাসের মধ্যে প্রমাণিত হয়।

৩৩। **মেয়র এবং কাউন্সিলরের পদ শূন্য হওয়া এবং পুনঃনির্বাচন ঃ- (১)** পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর পদ শূন্য হবে, যদি তিনি-

(ক) ধারা ১৯ (২) এর অধীনে মেয়র অথবা কাউন্সিলর থাকবার অযোগ্য হন; বা,

(খ) ধারা ২৭ এ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ বা ধারা ২৮ এর অধীনে হলফনামা দাখিল করতে ব্যর্থ হন; বা,

(গ) ধারা ৩০ অনুযায়ী পদত্যাগ করেন; বা,

(ঘ) ধারা ৩২ অনুযায়ী অপসারিত হন; বা,

(ঙ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন; বা,

(চ) মৃত্যুবরণ করেন

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পৌরসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী একশত আশি দিনের পূর্বে কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের পদ শূন্য হলে, পদটি শূন্য হবার নব্বই দিনের মধ্যে পূরণ করতে হবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হবেন তিনি পৌরসভার কেবল অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৫। **মেয়র ও কাউন্সিলরের সদস্যপদ পুনর্বহাল ঃ-** পৌরসভার কোন নির্বাচিত মেয়র বা কাউন্সিলর এই আইনের বিধান অনুসারে অযোগ্য ঘোষিত হয়ে অথবা অপসারিত হয়ে সদস্যপদ হারাবার পর আপিলে তার উক্তরূপ অপসারণ বাতিল হলে, বা তাহার অযোগ্যতা অবলোপন হলে, তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য স্ব-পদে বহাল হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭। **মেয়র ও কাউন্সিলরের অধিকার ও দায়বদ্ধতা ঃ- (১)** পৌরসভার মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে পৌরসভার সভায় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

(৪) মেয়র এবং কাউন্সিলর এই আইনের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে পৌরসভার কার্য পরিচালনা করবেন এবং পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবেন।

৩৮। **অনাস্থা প্রস্তাব ঃ- (১)** এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে মেয়র বা কোন কাউন্সিলরকে তাহার পদ হতে অপসারণের লক্ষ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

(৫) মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মেয়রের প্যানেল হতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(১৪) পৌরসভার মেয়র বা কোন কাউন্সিলর দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহ বিরুদ্ধে অনাস্থা নোটিশ আনয়ন করা যাবে না।

৪০। **মেয়রের প্যানেল ঃ- (১)** পৌরসভা গঠিত হবার পর অনুষ্ঠিত প্রথম সভার এক মাসের মধ্যে কাউন্সিলরগণ অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল তাহাদের নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচন করবেন তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিনজনের মেয়রের প্যানেলের মধ্যে একজন অবশ্যই সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হতে হবে।

৪২। **অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ ঃ- (১)** কোন শহর এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণার পর পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করবে এবং পৌরসভা গঠন না হওয়া পর্যন্তউক্ত প্রশাসক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত পৌর প্রশাসক কোনক্রমেই একের অধিক বার বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক সময়কাল দায়িত্বে থাকতে পারবেন না।

৪৩। **কতিপয় ব্যক্তি কাউন্সিলর বিবেচিত হবেন** ঃ- এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার পর পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেই এলাকা হতে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য পৌরসভার কাউন্সিলর হিসাবে বিবেচিত হবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৪৪। **পৌরসভার সম্পত্তি ঃ- (১)** সরকার বিধি দ্বারা।

(ক) পৌরসভার মালিকানাধীন অথবা এর উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়নের জন্য বিধান করতে পারবে ;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভার সীমানার বাহিরেও সম্পত্তি অর্জন আবশ্যক হলে সরকারের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে।

৪৫। **রাস্তার নিকটবর্তী জমির অধিগ্রহণ ঃ- (১)** জনস্বার্থে কোন রাস্তার নিকটবর্তী জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হলে পৌরসভা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি আইনানুগ বিধান অনুসরণে অধিগ্রহণ করতে পারবে।

৪৬। **সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ঃ- (১)** পৌরসভা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে এর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করতে পারবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তঅনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইজারা প্রদান অথবা বিক্রয় করতে পারবে এবং অস্থাবর সম্পত্তি একই প্রক্রিয়ায় ইজারা অথবা ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারবে;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করতে পারবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এর ফলে পৌরসভা অধিকতর লাভবান হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি এই আইনের কোনো উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে পৌরসভার প্রয়োজনে আসবে না।

৪৭। **দায়দেনা আদায় ঃ-** পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, পৌরসভার সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং পৌরসভার প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা পৌরসভার পক্ষে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অবহেলা অথবা অসদাচরণের প্রত্যক্ষ পরিণামে পৌরসভার কোন অর্থ অথবা এর মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষতি, অপচয় অথবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী বলে প্রমাণিত হলে তাহা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

৪৮। **চুক্তি ঃ-** পৌরসভা কর্তৃক অথবা এর পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি।

(ক) লিখিত হবে এবং পৌরসভার নামে সম্পাদিত হয়েছে বলে প্রকাশিত হবে ;

(খ) সম্পাদনের পূর্বে পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে ; এবং

(গ) চুক্তি সম্পাদনের পর অনুষ্ঠিত পরবর্তী সভায় মেয়র কর্তৃক তাহা পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

৩য় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

৪৯। **পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন ঃ(১)** সরকার, নিম্নবর্ণিত কারণে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন পরিষদ বাতিল ঘোষণা করতে পারবে, যথা ঃ.

(ক) কোন পৌরসভা চলতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের বাজেট পাশ করতে ব্যর্থ হলে; অথবা

(খ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর পদত্যাগ করলে ; অথবা

(গ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর এই আইনের বিধান অনুসারে অযোগ্য হওয়ার কারণে অপসারিত হলে ; এবং

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বৎসরে ধার্যকৃত মোট কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস্, ইত্যাদি কমপক্ষে ৭৫% আদায় করতে ব্যর্থ হলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পৌরসভা বাতিল করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানীর সুযোগ দিতে হবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অতিরিক্ত হিসাবে সরকারের বিবেচনায় কোন পৌরসভা এই আইন ও অন্যান্য আইন ও বিধি, প্রবিধি, ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলে অথবা পৌরসভা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারা অনুসারে পৌরসভা ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে সরকার ভাঙ্গিয়া দিবার কারণসহ প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে অবহিত করবে এবং কোনোরূপ আপত্তি বা ব্যাখ্যা থাকলে তাহা বিবেচনা করে চূড়ান্তসিদ্ধান্তগ্রহণ করবে।

(৪) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে উহা কার্যকর হবে এবং একই তারিখ হতে পৌরসভার মেয়র ও সকল কাউন্সিলরের আসন শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

(৫) পুনর্গঠিত পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ পৌরসভার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন।

(৬) পরিষদ বাতিল হওয়ার এবং পুনর্গঠিত হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এই আইনের ধারা ৪২ (প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত) অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৭) পৌরসভার সকল সম্পদ ও দায় উপ-ধারা (৬) এর অধীন গঠিত প্রশাসক দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পৌরসভা পুনর্গঠিত হওয়া পর্যন্তএবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন পুনর্গঠিত পৌরসভার উপর দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে পৌরসভার অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্তবর্তাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী, কমিটি, ইত্যাদি

৫০। **পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**

৫১। **সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ-** (১) এই আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহণ, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য পৌরসভা কর্তৃক সম্পাদন করার প্রস্তাব করা হলে সরকার উহা যথাযথ মনে করলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারবে।

৫২। **পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন** ঃ- (১) পৌরসভা প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করবে।

৫৩। **নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ-** (১) এই আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নর্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যাহা "নাগরিক সনদ" বলে অভিহিত হবে।

৫৪। **উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ-** (১) প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

৫৫। **পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ-** (১) পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে।

৫৬। **স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ-** (১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্তপরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে ।

৫৭। **সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি ঃ-** কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্তবা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

৫৮। **পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের স্বার্থজনিত বিষয়াদি ঃ-** (১) পরিষদের স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সদস্য হিসাবে যে সকল বিষয় বা ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের আচরণ অথবা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে ঐ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য উক্ত সভায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

৫৯। পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ- পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যাহার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৬০। **পূর্ত কাজ ঃ-** সরকার বিধি দ্বারা পৌরসভা কর্তৃক করণীয় পূর্ত কাজের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিধান করতে পারবে।

৬১। **নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ** ঃ- পৌরসভা.

(ক) এর কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;

(খ) মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;

(গ) পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্তবিষয়ে সরকার সময় সময় যেইরূপ নির্ধারণ করবে সেইরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

৬২। **নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা ঃ-** (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ক্ষমতা পরিষদের থাকবে।

(২) পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মেয়র, কাউন্সিলর বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হবে।

(৩) সকল কার্য পৌরসভার নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশিত হবে।

(৪) পৌরসভার দৈনন্দিন সেবামূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব পৌরসভা দ্বারা অনুমোদিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে ইহা সংশোধনের এখতিয়ার পৌরসভার থাকবে, যাহা একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে চূড়ান্তকরতে হবে।

৬৩। **পরিষদের সভা ও কার্যসম্পাদন ঃ-** (১) পরিষদ প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবে এবং পরিষদের সভায় মেয়র বা ক্ষেত্রমত, প্যানেল মেয়র সভাপতিত্ব করবেন।

৬৪। **স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তবিবেচনা ঃ-** পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, মাস্টার প্লান তৈরী, জনবল নিয়োগ, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হবে।

৬৬। **সচিব বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভায় অংশগ্রহণ ঃ-** সচিব বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা পৌরসভার অথবা পৌরসভা সংক্রান্তকমিটির সভায় সহায়ক কর্মকর্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন।

৬৭। **জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ঃ-** (১) কোন কাউন্সিলর জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন এবং কি বিষয়ে আলোচনা দরকার হবে তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।

(২) এই ধরণের নোটিশ অন্যূন অন্য দুই জন কাউন্সিলর দ্বারা সমর্থিত হতে হবে এবং যে তারিখে বিষয়টি আলোচনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাহার অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে নোটিশটি

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং এইরূপ নোটিশপ্রাপ্তির পর সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উহা অবিলম্বে মেয়রের নিকট পেশ করবেন।

(৩) মেয়রের নিকট প্রস্তাবিত আলোচনা যথেষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ মনে হলে, তিনি উহা আলোচনার ব্যবস্থা করবেন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, উপস্থিত অধিকাংশ (৫১%) সদস্য যদি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহা হলে বিষয়টি আলোচিত হবে।

(৪) দুইটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বেশী একই সভায় আলোচিত হতে পারবে না।

৬৮। **কাউন্সিলরগণের তথ্য জানিবার অধিকার ঃ-** (১) কোন কাউন্সিলর পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশাসন সংক্রান্তকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণ করার অধিকারী হবে এবং নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্যূন চবিক্ষশ ঘন্টা পূর্বে এই বিষয়ে সচিব বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর নোটিশ পাঠাবেন।

৬৯। **সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি ঃ-** (১) পরিষদের এবং বিভিন্ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীর মধ্যে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং কার্যবিবরণী একটি বাঁধাই করা বহিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিটি কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হতে হবে এবং অনুমোদনের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(২) পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরগণের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ করতে হবে এবং গোপনীয় না হলে পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

(৩) গোপনীয় ব্যতীত অন্যান্য কার্যবিবরণীর কপি নির্ধারিত ফিস এর বিনিময়ে যে কোন নাগরিককে প্রদান করা যাবে ।

(৪) পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী উক্ত উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭০। **কার্যসম্পাদন সংক্রান্তবিধি ঃ-** সরকার পৌরসভা অথবা এর কমিটির কার্য সম্পাদন সংক্রান্তবিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৭২। **পৌরসভার চাকুরী** ঃ- (১) পৌরসভার জন্য পৌরসভার সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস থাকবে এবং উক্ত সার্ভিস নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে গঠিত হবে।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, পৌরসভার শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী, জনবল কাঠামো নির্ধারণ এবং চাকুরীর পদসমূহ নির্দিষ্ট করতে পারবে, যাহা পৌরসভা সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পূরণ করতে হবে।

৭৩। **পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঃ-** (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কোন পৌরসভার জন্য এর জনবল কাঠামো অনুযায়ী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে একজন সচিব এবং প্রয়োজনীয়

সংখ্যক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে, যাঁহারা এই আইন অনুযায়ী পৌরসভায় তাঁদের উপর ন্যস্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেরূপ প্রয়োজন মনে করবে, এই আইনের অধীন কোন পৌরসভা, নির্ধারিত শর্তে এর কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য, অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে, সেইরূপ সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২)-এ বর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৭৪। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঃ-** (১) ধারা ৭২ এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, সরকার তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন পৌরসভার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন।

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হবেন।

(৩) কোন পৌরসভার জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি ঐ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং পৌরসভার অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী তাহার অধীনস্থ হবেন।

(৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভার যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকারএবং সভার আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে এবং অনুরূপ কোন সভায়, তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন বিষয় বিবৃতি প্রদান বা ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন বা বিধি পরিপন্থী সম্পর্কে সভাকে অবহিত করবেন এবং উক্তরূপ সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তাহার ভোটদানের বা প্রস্তাব উত্থাপনের কোন অধিকার থাকবেনা।

৭৫। **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পৌরসভায় ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতাঃ-** (১) নির্ধারিত শর্তে পৌরসভার সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ-কে নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে ন্যস্ত করতে পারবে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার তত্ত্বাবধানে সাধারণ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করবেন।

৭৭। **চাকুরী সংক্রান্তবিষয়াদি নির্ধারণ ঃ-** সরকার বিধি দ্বারা-

(ক) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করতে পারবে;

(খ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতনের গ্রেড নির্ধারণ করতে পারবে;

(গ) পৌরসভায় যে সংখ্যক জনশক্তি নিযুক্ত হবে তাহা সংস্থাপন তফসিলে প্রবর্তনমূলক নির্ধারণ করবে;

(ঘ) পৌরসভার অধীন বিভিন্ন পদের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে;

(ঙ) পৌরসভার বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসৃত হবে তাহা নির্ধারণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

(চ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে আনীত শাস্তিমূ লক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তদন্তঅনুষ্ঠান পদ্ধতি নির্ধারণ এবং শাস্তি আরোপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা রাখতে পারবে; এবং

(ছ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক পূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা রাখতে পারবে।

৭৮। **পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সম্পর্কে ঃ-** (১) পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি প্রণয়ন করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৭৯। **টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ ঃ-** (১) এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তৎপরবর্তীতে কোন পৌর এলাকায় পৌরসভার নিবন্ধন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিক, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করা যাবে না।

৮১। **পৌরসভা কর্তৃক ফিস আদায় ঃ-** সরকার এর এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধিত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইত্যাদির নিকট হতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফিস আদায় করতে পারবে।

৪র্থ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

৮৩। **নথিপত্র তলব করার ক্ষমতা ঃ-** সরকার যে কোন সময় পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে-

(ক) কোন দলিল বা অন্য কোন নথিপত্র;

(খ) বিবরণী, পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, লিখিত বক্তব্য, হিসাব অথবা পরিসংখ্যান;

(গ) অন্য কোন প্রতিবেদন;

তলব করতে পারবে এবং পৌর কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবে।

৮৪। **সরকারের নির্ধারিত কর্মকর্তার পরিদর্শনের ক্ষমতা ঃ-** সরকার, পৌরসভার কোনো বিভাগ, সেবামূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রম, নির্মাণ কাজ অথবা সম্পত্তি এর কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবেদন গ্রহণ করতে পারবে।

৮৫। **সরকার কর্তৃক পৌরসভাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা ঃ-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার যে কোন পৌরসভা অথবা পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিতে পারবে।

৮৬। **পৌরসভার কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ঃ- (১)** সরকার যদি মনে করে যে, কোন পৌরসভা অথবা এর পক্ষ হতে সম্পাদিত কোন কার্য অথবা সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত কোন কার্য আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা যাহা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশ দ্বারা।

(ক) কার্য বাতিল করতে পারবে;

(খ) পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব বাস্তবায়ন বা প্রদত্ত আদেশ মূলতবী রাখতেপারবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কার্যের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ করতে পারবে;

(ঘ) পৌরসভাকে এই সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ প্রদান করলে, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারবে এবং সরকার উক্ত আদেশ বহাল বা সংশোধন অথবা বাতিল করতে পারবে।

৮৭। **সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্তকরার ক্ষমতা।**

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও হিসাব

৮৯। **তহবিলের উৎস ঃ-** (১) প্রত্যেক পৌরসভার পৌরসভা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত পৌরসভা তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা করতে হবে.

(ক) এই আইন কার্যকর হওয়ার কালে পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল;

(খ) এই আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পৌরসভার উপর ন্যস্ত অথবা তদকর্তৃক ব্যবস্থিত সম্পত্তি হতে সকল খাজনা এবং আয়, যাহা পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমাযোগ্য;

(ঘ) এই আইনের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঙ) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;

(চ) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট হতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;

(ছ) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;

(জ) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

৯০। **আরোপিত ব্যয় ঃ- (১)** পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় নিম্নরূপ হবে, যথাঃ-

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তাহার নিয়োগ সংক্রান্তবিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান, পৌরসভার সার্ভিসসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি অথবা রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়।

(২) পৌরসভার উপর আরোপিত কোন ব্যয় যদি পরিশোধ না করা হইয়া থাকে, তাহা হলে পৌরসভার তহবিল হেফাজতকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা, পৌরসভার উদ্বৃত্ত তহবিল হতে ঐ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৯২। **বাজেট** ঃ- **(১)** প্রতি অর্থবৎসর শুরু হওয়ার পূর্বে, পৌরসভা উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর প্রাক্কলিত বাজেট বলে উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতেপ্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং এর একটি করে অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

৯৩। **হিসাব** ঃ- (১) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রক্ষিত হবে।

৯৪। **নিরীক্ষা** ঃ- (১) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অবকাঠামোগত সেবা

৯৫। **অবকাঠামোগত সেবামূলক প্রকল্প** ঃ- **(১)** এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্তঅন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, এবং সার্বিকভাবে এই আইনের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব

পালনকল্পে পৌরসভা কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে, কোন প্রকল্পের অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন বিষয়ে সেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে।

৯৬। **বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তির ধরণ বা প্রকার** ঃ- (১) পৌর অবকাঠামোগত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৌরসভা বেসরকারি খাতের সাথে চুক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়
পৌর কর আরোপণ

৯৮। **পৌর করারোপণ** ঃ- পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস, ইত্যাদি আরোপ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, নূতন কোন করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভা সরকারের অনুমতি গ্রহণ করবে।

১০২। **কর সংক্রান্তদায়** ঃ- (১) ব্যক্তি, পণ্য অথবা জীবজন্তুর কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস, ইত্যাদির দায় অথবা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পৌরসভা যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার, রেকর্ড অথবা হিসাব উপস্থাপন করার অথবা কর, উপ-কর, রেইট, টোলঅথবা ফিস, ইত্যাদি আরোপযোগ্য পণ্য অথবা জীবজন্তু হাজির করার নোটিশ প্রদান করতে পারবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর, ইমারত অথবা ঘর-বাড়ির কর, দায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এইরূপ যে কোন ইমারত অথবা ঘরবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে অথবা সেইখানে অবস্থিত করারোপযোগ্য যে কোন পণ্য অথবা জীবজন্তু পরিদর্শন করতে পারবে।

(৩) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন পণ্যের উপর প্রাপ্য নগর-শুল্ক, সীমা-কর অথবা টোল অনাদায়ে, তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আটক এবং হস্তান্তর করতে পারবে।

১০৩। **কর সংগ্রহ ও আদায়** ঃ- (১) এই আইনের অধীনে আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস, ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হবে।

১০৫। **বেতনাদি হতে কর কর্তন** ঃ- পৌরসভা যদি কোন পেশা, ব্যবসা অথবা বৃত্তির উপর করারোপ করতে চায়, তাহা হলে এইরূপ কর প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তির নিয়োগকর্তার নিকট উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় বেতন অথবা মজুরি হতে কর কর্তনের জন্য পৌরসভা দাবি জানাতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্তনের পরিমাণ কোনভাবেই বেতন অথবা মজুরির দশ শতাংশের বেশি হবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অপরাধ ও শাস্তি

১০৬। **যৌথ কমিটি** ঃ- কোন পৌরসভা, যে কোন অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য যে কোন পৌরসভা অথবা পৌরসভাসমূহের সাথে কোন স্থানীয় পরিষদ অথবা পরিষদসমূহের সাথে অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌথ কমিটি গঠন করতে পারবে।

১০৭। **পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ** ঃ- যদি দুই বা ততোধিক পৌরসভা অথবা কোন পৌরসভা এবং কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হলে বিষয়টি মীমাংসার জন্য.

(ক) যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগীয় হয়, তবে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হবে; এবং

(খ) যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হয় অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয়, তাহা হলে সরকারের নিকট পাঠাইতে হবে এবং, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্তহবে।

১০৮। **অপরাধ** ঃ- চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত প্রত্যেকটি কার্য এই আইনের অধীন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

১১১। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ** ঃ- পৌরসভা অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১১২। **তথ্য প্রাপ্তির অধিকার** ঃ- (১) প্রচলিত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পৌরসভা সংক্রান্তযে কোন তথ্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রাপ্তির অধিকার থাকবে।

৫ম ভাগ
প্রথম অধ্যায়
আইন-শৃঙ্খলা

১১৩। **পৌরসভাকে পুলিশের সহযোগিতা** ঃ- (১) (ক) পৌরসভা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এই আইনের বিধানাবলী কার্যকরকরার জন্য পঞ্চম তফসিলে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী পৌরসভাকে সহযোগিতা করবে;

(খ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়োগকৃত কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পালনের জন্য পৌরসভাকে সহযোগিতা করবে;

১১৪। **পৌর পুলিশ নিয়োগ।**

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিবিধ

১১৫। **পৌর এলাকার জনগণের সাথে মতবিনিময় ঃ- (১)** প্রতি পৌরসভায় নির্বাচিত পৌরসভা সেবামূলক ও অন্যান্য কার্যে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করবে যাহারসদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ (৫০) হতে পারবে।

১১৬। **প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ঃ- (১)** সরকার পৌর এলাকার স্থানীয় সরকার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

১১৭। **সীমানা লংঘন।**.(১) কোন ব্যক্তি কোন পৌরসভার জায়গা, সড়ক রেখা, ইমারত রেখা অথবা নর্দমার উপর অথবা ভিতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অন্যায় দখল করতে পারবেন না।

১১৮। **আপিল আদেশ ঃ-** (১) এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা উপ-আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন পৌরসভা বা এর মেয়রের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করতে পারবেন।
(২) আপিলের আদেশ চূড়ান্তবলে গণ্য হবে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না।

১১৯। **স্থায়ী আদেশ ঃ-** সরকার, সময়ে সময়ে, স্থায়ী আদেশ দ্বারা-
(ক) পৌরসভাসমূহের মধ্যে এবং স্থানীয় পরিষদ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে;
(খ) পৌরসভা ও সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করতে পারবে;
(গ) পৌরসভাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ, বিশেষ শর্তে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, মজুরি প্রদান করতে পারবে;
(ঘ) এক পৌরসভা কর্তৃক অন্য পৌরসভাকে অথবা স্থানীয় অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে; এবং
(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পৌরসভাকে সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

১২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- (১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে।
(ক) সরকার দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করতে পারবে;

১২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- (১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বা বিধির সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

১২২। **উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ- (১)** পৌরসভা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অষ্টম তফসিলে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

১২৩। **ক্ষমতা অর্পণ ঃ- (১)** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনে বা বিধিসমূহে বর্ণিত যে কোন দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবে।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, প্রয়োজনবোধে, অর্পিত ক্ষমতা তাহার অধঃস্তন অন্য কোন কর্মকর্তাকে পুনঃঅর্পণ করতে পারবে।

১২৪। **লাইসেন্স ও অনুমোদন ঃ- (১)** এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা উপ-আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পৌরসভার অনুমতি বা অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজন হলে, উহা লিখিত আকারে প্রদান করতে হবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক অথবা পৌরসভার কর্তৃত্বের অধীনে প্রদত্ত সকল লাইসেন্স অনুমোদন মেয়র কর্তৃক অনুমোদনক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ক্রান্তিকালীন এবং অস্থায়ী বিধানাবলী

১২৮। **প্রথম নির্বাচনের জন্য পৌরসভা ও ওয়ার্ডসমূহ** ঃ- সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করলে, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পৌরসভাসমূহ ধারা ৪ সাপেক্ষে, পৌরসভা হিসেবে গণ্য হবে।

১২৯। **নির্ধারিত কতিপয় বিষয়** ঃ- এই আইনের অধীন কোন বিষয়ে সুর্নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকলে, কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে তাহা করতে হবে তাহার বিধান না থাকলে, অথবা যথেষ্ট বিধান না থাকলে, তাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে।

১৩০। **অসুবিধা দূরীকরণ** ঃ- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে, কোনো অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় হতে দুই বৎসর অতিক্রান্তহওয়ার পর অনুরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাবে না।

১৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ঃ- (১) এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে Paurashava Ordinance, 1977 (Ord. No. XXVI of 1977) অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত, রহিত হবে।

(৪) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলে উল্লিখিত, এতদদ্বারা রহিত করা হল।

(৫) রহিত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই আইন এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলে গণ্য হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

০১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,** জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯নং আইন) বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৬ই জুলাই, ২০০০ তারিখে প্রকাশিত।

০২। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ ২০১১ সনের ২১ নং আইন উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

০৩। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭ ২০১০ সনের ৬০নং আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

০৪। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৫, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯/৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬ ২০০৯ সনের ৬০ নং আইন সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

০৫। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, মঙ্গলবার, অক্টোবর ৫, ২০১০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ৫ই অক্টোবর ২০১০/২০শে আশ্বিন ১৪১৭ ২০১০ সনের ৫২ নং আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

০৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অক্টোবর ২০১১।

০৭। স্থানীয় শাসনে রাজনীতি, রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পৃষ্ঠা- ৩৮।

০৮। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের বিদ্যমান গঠন কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি।

এই পর্যায়ে ঃ-

- উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো।
- উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যাবলী।
- উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহ।
- উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর কার্যাবলী।
- উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এর কার্যাবলী।
- উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এর কার্যাবলী।
- উপজেলা পরিষদের সভা সংক্রান্ত তথ্যাদি।

এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

টেবিল ঃ ৫.১ উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১। পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা।
২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩। আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭। (ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান;
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।
৮। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।
৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।
১০। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
১১। বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

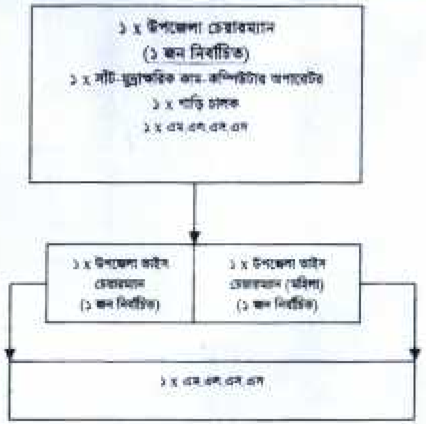

১২। উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।
১৩। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
১৫। এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
১৬। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।
১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয়।
১৯। উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।
২০। ই-গভার্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
২১। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

যন্ত্রপাতি ও যানবাহন (টিওএন্ডই)

জীপ গাড়ী	-	৪৮১ টি
নৌযান (কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন, সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর ও শাল্লা, রাঙামাটি জেলার বরকল, বিলাইছড়ি, নানিয়ারচর ও জুরাইছড়ি এবং নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলা পরিষদের জন্য জীপ গাড়ির পাশাপাশি)	-	১০ টি
কম্পিউটার	-	৪৮১ টি
ফটোকপিয়ার মেশিন	-	৪৮১ টি
ফ্যাক্স মেশিন	-	৪৮১ টি
ল্যাপটপ(এড্জ মডেমসহ)	-	৪৮১ টি

জনবল

১.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৮১ x ১ = ৪৮১ জন
২.	গাড়ী চালক	৪৮১ x ১ = ৪৮১ জন
৩.	নৌযান চালক (কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন, সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর ও শাল্লা, রাঙামাটি জেলার বরকল, বিলাইছড়ি, নানিয়ারচর ও জুরাইছড়ি এবং নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলা পরিষদের জন্য জীপ গাড়ির পাশাপাশি)	১০ x ১ = ১০ জন
৪.	এম,এল,এস,এস	৪৮১ x ২ = ৯৬২ জন

মোট জনবল (৪৮১+৪৮১+১০+৯৬২) = ১৯৩৪ জন

আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

D:\Document\ORGANOGRAMS\Copy of Organogram.doc

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১। পাচঁসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা।

২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কার্জকর্ম সমূহের তত্ত্ববধান ও সমন্বয় করা।

৩। আন্তঃ ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিজকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। (ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারে জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান;

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকী ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকারে লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।

১০। মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তাবায়ন করা।

১১। কৃষি, গবাদি পশু, মৎস এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২। উপজেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কাযক্রম আলোচনা এবং নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৩। আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তাবান এবং এতদসম্পর্কে সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫। নারী শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যাবলী

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে তাঁহার নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। তিনি পরিষদের অর্থ ব্যয়ের ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সকল প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবেন। তিনি পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(২) তিনি উপজেলা পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন তিনি দাপ্তরিক দায়িত্ব হিসাবে পরিষদের সভায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, তবে ভোটারাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(৩) তিনি বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান করবেন। তাহা ছাড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পরামর্শে তিনি পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা এবং জরুরী প্রয়োজনে পরিষদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের তলবী নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন।

(৪) তিনি পরিষদের আলোচ্যসূচিভুক্ত যে কোন বিষয়ে তাঁহার মতামত দিবেন এবং উক্তরূপ সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রত্যেকটি আলোচ্যসূচি পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(৫) উপজেলা পরিষদের সভায় গৃহিত কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে তিনি তাহা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন।

(৬) উপজেলা পরিষদের কোন অস্বাভাবিক বিষয়/পরিস্থিতি গোচরীভূত হলে তিনি তাহা স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবেন।

(৭) তিনি পরিষদের সকল কার্যাবলী সম্পাদনে এবং পরিষদের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে পরিষদকে সহায়তা করবেন। তিনি পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদক্ষেপ নিবেন। তবে, তিনি যদি মনে করেন যে, সভার সিদ্ধান্ত আইনসংগতভাবে গৃহীত হয় নাই এবং উক্ত সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, তাহা হলে তিনি পরিষদকে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য লিখিত অনুরোধ করবেন; পরিষদ এর পূর্বের সিদ্ধান্ত বহাল রাখিলে তিনি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত করে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন এবং পনের কার্য দিবসের মধ্যে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে সরকার বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিয়া সিদ্ধান্তটি বা সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৮) তিনি উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের কার্যাদি সম্পাদনে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।

(৯) উপজেলা পর্যায়ের সকল উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী তদারকিতে তিনি চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন। তিনি নিজেও উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী তদারকি করতে পারবেন।

(১০) উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নের তিনি পরিষদকে সহায়তা করবেন।

(১১) তিনি পরিষদের তহবিল পরিচালনায় আর্থিক বিধিবিধানের আলোকে ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই করবেন এবং ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান করবেন। তিনি পরিষদ কর্তৃক নিরুপিত ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(১২) তিনি উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট পণয়ন ও অনুমোদনে পরিষদকে সহায়তা করবেন। বাজেট অনুমোদনের পর তিনি স্থানীয় উন্নয়নমূলক ও প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা নিবেন এবং তিনি

(ক) পরিসদকে উন্নয়মূলক ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয় অনুমোদনে পরামর্শ প্রদান করবেন;

(খ) উপজেলায় সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্লের অর্থ সরকারের উন্নয়ন তহবিল হতে ছাড় করার ব্যাপারে পরিষদকে সহায়তা করিবনে।

(১৩) তিনি উপজেলার অন্তর্গত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতির ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(১৪) তিনি চেয়ারম্যানের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি চেয়ারম্যানের সাথে যৌথভাবে পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৫) তিনি পরিষদের নির্দেশনার আলোকে প্রাকৃতিক দূর্যোগকালে খাদ্যসহ ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৬) তিনি পরিষদ কর্তৃক আইনবলে প্রদত্ত কার্যাবলী নিষ্পন্ন করবেন।

(১৭) তিনি সরকার কর্তৃ নির্দেশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন সরকারের নিকট বা নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

(১৮) তিনি সরকারি নির্দেশনার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবনে।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ঃ ৫.১ উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহ ঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয় সমূহ	দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান
১	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়।
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
৫	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিস
৬	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়	উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস
৭	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
৮	সমাজকল্যাণ ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়	উপজেলা শিক্ষা অফিস
৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	উপজেলা শিক্ষা অফিস
১০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
১১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার অফিস
১২	স্থানীয় সরকার বিভাগ	উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস
১৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	উপজেলা সমবায় অফিস
১৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা BRDB
১৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	বন বিভাগ
১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	উপজেলা মার্ধমিক শিক্ষা অফিস

Dhaka University Institutional Repository

“উপজেলা পরিষদের চেয়াম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য”

আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করে চেয়ারম্যান নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন, যথা ঃ-

(১) পরিষদের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করবেন;

(২) পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং উহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(৩) পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করবেন;

(৪) পরিষদে ন্যাস্তকৃত বা প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত, পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের বিরুদ্ধে, প্রয়োজনে, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;

(৫) পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং প্রকল্প, পরিষদের পক্ষে, প্রস্তুত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(৬) ধারা এর অধীন ঘোষিত উপজেলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন;

(৭) ধারা এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের নামে সম্পাদিত সকল চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং একই ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(৮) ধারা ৪৪ এর চতুর্থ তফসিল এর ক্রমিক এর বিধান সাপেক্ষে পরিষদের আওতাধীন বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যু করবেন;

(৯) ধারা ৫৯ এবং পঞ্চম তফসিলের বিধান সাপেক্ষে এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে আপোষ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(১০) ধারা ৬৫ এর বিধান সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক, সময় সময় অর্পিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পন্ন করবেন;

(১১) ধারা ৬৬ এর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিষদের পক্ষে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(১২) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত পরিষদের কার্যাবলী বাস্তবায়ন, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যাদির অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের উপর ন্যাস্তকৃত দায়িত্ব তদারকি ও মনিটর করবেন;

(১৩) এই আইনের অধীন তাঁহার উপর অর্পিত সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

“উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য”

আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এক বা একাধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষ/চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্য হতে পরিষদের নিকট, সময়ে সময়ে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশ বা, ক্ষেত্রমত, সুপারিশ প্রদান করবেন, যথা ঃ-

(ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং উক্ত শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান বিষয়ক;

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকী ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান বিষয়ক;

(গ) আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত;

(ঘ) ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য, সরকারের নির্দেশনা অনুসারে, পরিষদে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

(ঙ) সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

(চ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

(ছ) যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত;

(জ) কৃষি এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

(ঝ) সরকার বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

“উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য”

আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(১) পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এক বা একাধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২) ধারা ১৫ এর বিধান উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন

(৩) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্য হতে পরিষদকে, সময়ে সময়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বা ক্ষেত্রমত, সুপারিশ প্রদান করবেন, যথা ঃ-

(ক) স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃমঙ্গল সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত;

(খ) স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত;

(গ) মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন;

(ঘ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত;

(ঙ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত;

(চ) নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ, ইত্যাদি রোধকল্পে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যঅন্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

(ছ) গবাদি পশু এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

(জ) সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকী করাসহ উহাতে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত;

(ঝ) সমাজ কল্যাণ ও জনহিতকরমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ উক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নকল্পে করণীয় ব্যবস্থাদি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত;

(ঞ) সরকার বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিস্পন্নকরণ সংক্রান্ত;

উপজেলা পরিষদের সভা ঃ-

(১) প্রথম সভা ঃ- আইনের ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে শপথ গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চোরম্যানের সাথে পরামর্শক্রমে পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান করবেন।

(২) সাধারণ ও জরুরী সভা ঃ-

(ক) আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিষদ এর সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধরণ করতে পারবে;

(খ) পরিষদের সবা এর চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে, তবে চোরম্যান কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হলে, প্রতিটি সভা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে;

(গ) প্রতিমাসে অন্যূন একবার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, তবে শর্ত থাকে ে, পরিষদের বিশেষ কার্য নিষ্পন্ন করার জন্য ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে পরিষেদের কোন জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে ;

(ঘ) সভা অনুষ্ঠানের তারিখের অন্যূন ৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(ঙ) সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, সময় ও স্থান সভার জন্য জারীকৃত নোটিশে উপজো নির্বাহী অফিসার কর্তৃক উল্লিখিত হতে হবে এবং উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য এবং জেলা প্রশাসক বরাবরে অবগতির জন্য প্রেরণ করতে হবে;

(চ) সভার নোটিশের সাথে অথবা সভা অনুষ্ঠানের তারিখের অন্যূন ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে, তবে জরুরী সভার ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

৪। সভা পরিচালনা :-

(১) চেয়ারম্যান পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ধারনা ১৫ এর বিধান সাপেক্ষে ভাইস চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(২) কার্যপত্র ব্যতিরেকে কোন বিষয় আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।

(৩) সভায় উপস্থিতির প্রসমাণস্বরূপ, হাজিরা বহিতে, উপস্থিত সদস্য ও জনসাধারণের, যদি থাকে, স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে, যাহা সর্বদা সচিব কর্তৃক সংরক্ষিত হবে এবং উক্ত হাজিরা সভার কার্যবিবরণীর অংশ বলে গণ্য হবে।

(৪) আলোচ্য কোন বিষয়ের সাথে কোন সদস্যের কোন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতজনের স্বার্থ জড়িত থাকলে উক্ত সদস্য বিষয়টি সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন এবং, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনাকালে, উক্ত সভায় উপস্থিত থাকবেন না, তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উক্ত সভায় যোগদান করতে পারবেন।

(৫) আলোচনার সময়, ভোট গ্রহণের পূর্বে, কোন ব্যক্তি তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, চেয়ারম্যান উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করবেন এবং সদস্যগণ বা চেয়ারম্যান উক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে পারবেন।

(৬) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিা ভোট থাকবে এবং ভোটের মসতার ক্ষেত্রে সভা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণাক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

(৭) ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে সভায় আলোচ্য বা নিষ্পত্তিযোগ্য কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদানসহ পরিষদকে সহায়তা করার জন্য আইনের তৃতীয় তফসিলভুক্ত হস্তান্তরিত সকল দপ্তরের প্রধান সভায় অংশগ্রহণ করবেন, তবে তাঁহাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(৮) ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনের উদ্দশ্যে পরিষদ এর যে কোন সভায় যে কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট বিষরে উপর মতামত প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।
(৯) কেন সভা এর কোন আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে বিষয়টি আলোচনার জন্য পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
(১০) কোন সভা অনিষ্পন্ন তাকিলে সভাপতি উক্ত সভা মূলতবি ঘোষণা করে চলমান পরবর্তী সভার তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করবেন।

৫। সভায় নিষ্পত্তিযোগ্য কার্যাবলী :- আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, আইনের বিধানাবলীকে ক্ষুন্ন না করে, নিুবর্ণিত আর্থিক, উন্নয়নমূলক, অপারেশনাল, সমন্বয় ও বিবিধ বিষয়সমূহ পরিষদের সবায় উপস্থাপন করিনতে হবে, যথা :-

আর্থিক :-

(১) পরিষদ তহবিল সংক্রান্ত সকল বিষয়;
(২) পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাক্স, রেইট, টোলস, এবং ফিস আরোপের প্রস্তাব;
(৩) পরিষদের বার্ষিক বাজেট বিবরণী;
(৪) পরিষদের সংশোধিত বাজেট;
(৫) চলতি অথ বছরে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ ব্যয়ের প্রস্তাব;
(৬) পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিবরণী;
(৭) পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য কাজের মান এবং এস্টিমেট অনুমোদন;
(৮) পরিষদের তহবিল বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব।
(৯) পরিষদের ব্যয়ের অডিট।

উন্নয়ন মূলক:

(১) হস্তান্তরিত বিষভূক্ত প্রস্তাব/প্রকল্প ও প্রাক্কলন অনুমোদন;
(২) পরিষদের পঞ্চ বার্ষিকী ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্ল্যান বুক প্রস্তুত এবং এর হালনাগাদ করণ;
(৩) পরিষদের তহবিল দ্বারা বাস্তবায়িত সকল ধরনের উন্নয়ন কাজের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(৪) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প।

অপারেশনাল:

(১) সরকার কর্তৃক পরিষদে ন্যস্তকৃত/প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(২) ধারা ২৯ এ গঠিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং উক্তরূপ সুপারিশের আলোকে বিভিন্ন কমিটি গঠন ও এর টার্মস অব রেফারেন্স অনুমোদন;
(৩) ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব বা, ক্ষেত্রমত, সুপারিশ পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

সমন্বয়ঃ

(১) পারফরমেন্স রিপোর্ট ও বিবরণী সংগ্রহসহ পরিষদে হস্তান্তরিত অফিসসমূহ এবং উপজেলার ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে কার্যপরিচালনাকারী বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (NGO) উন্নয়ন কার্যক্রম মাসিক পর্যালোচনা এবং উক্ত প্রতিবেদন আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ;

(২) রিপোর্ট ও বিবরণী সংগ্রহসহ সরকারের রেগুলেটরি ডির্টমেন্টের কার্যক্রম ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা এবং আইন অনুযায়ী সকল রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ।

বিবিধঃ- আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত সকল বা যে কোন বিষয়।

৬। সভার সিদ্ধান্ত :-

(১) আলোচ্যসূচীর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হলে, সদস্যগণ কর্তৃক উক্ত বিষয় উত্থাপিত ও সমর্থিত হওয়ার পর, সভাপতি বিষয়টি ভোটে দিবেন।

(২) কোন সদস্য ভোট প্রদানে বিরত থাকিতে পারবেন, তবে বিষয়টি সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) কোন সদস্য, কোন বিষয়ে এই মর্মে ভিন্নমত পোষণ করিা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে বা ভিন্নমত সম্বলিত মন্তব্য দাখিল করতে পারবেন যে, তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে ছেন এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টি সিদ্ধান্তের সাথে সংলগ্নী হিসাবে অর্জন করতে হবে।

(৪) সভায় উত্থাপিত সকল বিষয়ে, যতদুর সম্ভব, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন রূপ মতদ্বৈততা দেখা দিলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হবে।

৭। সভার কার্যবিবরণীঃ-

(১) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত এর একজন কর্মকর্তা সভার আলোচনা লিপিবদ্ধ করবেন এবং সবার কার্য বিবরণীতে উহা বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপন করবেন।

(২) পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচীর প্রথম বিষয় হবে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী বিবেচনা করা এব সংশোধনের পর, যদি প্রয়োজন হয় উহা গ্রহণ করা। তবে শর্ত থাকে যে, কার্যবিবরণী বিবেচনাকালে নুতন কোন বিষয় উত্থাপন, আলোচনা বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।

(৩) কার্যবিবরণী বিবেচনাকালে প্রাসঙ্গিক নুতন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে, সিদ্ধান্তের জন্য উহা পরবর্তী কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলে, সিদ্ধান্তের জন্য, উহা পরবর্তী কোন আলোচ্যসূচীতে অন্তরভূক্ত করতে হবে।

(৪) কোন ব্যক্তি, পরিষদের অনুমোদন ও শর্ত সাপেক্ষে, সভার ভিডিও টেপ, আলোক চিত্র গ্রহণ, চিত্রায়ন বা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ভিডিও টেপ, আলোক চিত্র, চিত্রায়ন বা বর্ণনা সভার কার্যবিবরণী বা প্রমাণিক দলিল হিসাবে চুড়ান্ত হবে না।

৮। সিদ্ধান্তসমূহের অনুবর্তী কার্যক্রম:-

(১) সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিষদ কর্তৃক জারী করা হবে।

(২) পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহার নিকট প্রেরিত সকল সিদ্ধান্তের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং উহাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, তদারকি ও মনিটর পূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর একটি চলমান পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিষদের অবগতির জন্য পেশ করবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য এবং জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করবেন।

৯। কার্যবিবরণী ও আদেশের কপি প্রেরণ:- পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী এবং সেই আলোকে জারিকৃত আদেশ স্থানীয় সরকার বিভাগ, সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য জেলা প্রশাসক ও পরিচালক, স্থানীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১০। সভাসমূহের কার্যবিবরণী ও অন্যান্য দলিাদির হেফাজত ;-

(১) পরিষদ সবার কার্যবিবরণী এবং আনুষাঙ্গিক দলিলাদি উপস্থাপনীয় দলিল হিসাবে গন্য হবে এবং "কার্যবিবরণী ও অন্যান্য" নামীয় একটি রেজিষ্টারে তালিকাভূক্ত করে উহা পরিষদের প্রশাসনে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) পরিসদের সবা ও সিদ্ধান্তসমূহের সকল রেকর্ডপত্র নিরাপদ হেফাজতের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

তথ্য নির্দেশিকা ঃ-

০১। উপজেলা পরিষদ মেনুয়েল- ২০১৩ ইং।

০২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অক্টোবর ২০১১।

০৩। স্থানীয় শাসনে রাজনীতি, রফিকুল ইসলাম তালুকদার।

০৪। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষন সমন্বিত করণ

এ অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মতামত জরীপ, পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে উপজেলা ভিত্তক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পরিষদ কার্যালয় থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোও বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলি স্বাক্ষাতকার গ্রহণ আলাপ আলোচনা, গ্রুপ আলোচনা, উপজেলা পরিষদের কার্যালয় থেকে তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। জরীপের দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল এই অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হলো। উপজেলা কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি, সদস্য, মনোনীত সদস্য ও উপজেলার অধিবাসিদের মতামত প্রশ্নপত্র পূরন ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বিবিধ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উপজেলা পরিষদ কার্যালয় থেকেও সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ক) এলাকা ও অন্যান্য তথ্য

সরনী ৬.১- আয়তন

উপজেলার নাম	আয়তন	ইউনিয়ন	পৌরসভা	মৌজা	গ্রাম	মহল্লা
গৌরীপুর	২৭৭ বগ: কি: মি: ৬৮,৩৮৬ একর।	১০টি	০১টি	২৩৮টি	২৮৯টি	৩৪টি
ধামরাই	৩০৩.০৬ বঃ কিঃ	১৬টি	০১টি	২৯৮টি	৪১৬টি	৪৪টি

গৌরীপুর উপজেলার আয়তন ২৭৭ বর্গ কি:মি:। এই উপজেলার ইউনিয়ন ১০টি, পৌরসভা ০১টি, মৌজা ২৩৮টি গ্রাম ২৮৯টি ও মহল্লা ৩৪টি।

ধামরাই উপজেলার আয়তন ৩০৩.০৬ বর্গ কি:মি:। এই উপজেলার ইউনিয়ন ১৬টি, পৌরসভা ০১টি, মৌজা ২৯৮টি গ্রাম ৪১৬টি ও মহল্লা ৪৪টি।

সরনী ৬.২- জনসংখ্যা ঃ

উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট	ঘনত্ব
গৌরীপুর	১,৫৯,৭২৩ জন	১,৬৩,৩৩৫ জন	৩,২৩,০৫৮ জন	--
ধামরাই	২০৭০৭৮ জন	২০৫৩৪০ জন	৪১২৪১৮ জন	১৩৪২

গৌরীপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,২৩,০৫৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ১,৫৯,৭২৩ জন, মহিলা ১,৬৩,৩৩৫ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে :

ধামরাই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৪১২৪১৮ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ২০৭০৭৮ জন, মহিলা ২০৫৩৪০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৩৪২.

সরনী ৬.৩- শিক্ষার হার ঃ

উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	গড় হার
গৌরীপুর	৪৫.৫%	৪১.৮%	৪৩.৬%
ধামরাই	৫৫.১%	৪৬.৫%	৫০.৮%

গৌরীপুর উপজেলার শিক্ষার হার ৪৩.৬% তন্মধ্যে পুরুষ ৪৫.৫%, মহিলা ৪১.৮% ।
ধামরাই উপজেলার শিক্ষার হার ৫০.৮% তন্মধ্যে পুরুষ ৫৫.১%, মহিলা ৪৬.৫% ।

সরনী ৬.৪- কৃষি জমি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	কৃষি জমি	আবাদী জমির পরিমান	পতিত জমি	সেচকৃত জমি	খাসজমি
গৌরীপুর	৫৬২০০ একর	৫৬২০০ একর	৪০০ একর	৪৯৭২৩ একর	১১৯২ একর
ধামরাই	৫৭৭৭৫ একর	৫৭৭৭৫ একর	১৯৫ একর	৪৪০৭০ একর	৪২০ একর

গৌরীপুর উপজেলায় কৃষি জমির পরিমান ঃ ৫৬২০০ একর, আবাদী জমির পরিমান ৫৬২০০ একর, পতিত জমি ৪০০ একর, সেজকৃত জমি ৪৯৭২৩ একর, খাসজমি ১১৯২ একর ।
ধামরাই উপজেলায় কৃষি জমির পরিমান ঃ ৫৭৭৭৫ একর, আবাদী জমির পরিমান ৫৭৭৭৫ একর, পতিত জমি ১৯৫ একর, সেজকৃত জমি ৪৪০৭০ একর, খাসজমি ৪২০ একর ।

সরনী ৬.৫- রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ঃ

উপজেলার নাম	ভূমি অফিস	সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস	হাটবাজর
গৌরীপুর	১২টি	০১টি	৫১টি
ধামরাই	০৭টি	০১টি	৪০টি

গৌরীপুর উপজেলায় রয়েছে ঃ ভূমি অফিস ১২টি, সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ০১টি, হাটবাজার ৫১টি ।
ধামরাই উপজেলায় রয়েছে ঃ ভূমি অফিস ০৭টি, সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস ০১টি, হাটবাজার ৪০টি ।

সরনী ৬.৬- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	সরকারী হাসপাতাল	সরকারী ডাক্তার	হাসপাতাল বেড	পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র
গৌরীপুর	০১টি	১৩ হন	৫০টি	৬টি
ধামরাই	০১টি	১২ হন	৫০টি	১টি

গৌরীপুর উপজেলায় একটি সরকারী হাসপাতাল আছে, এতে সরকারী ডাক্তারের সংখ্যা ১৩জন, হাসপালের বেড ৫০টি, এছাড়া এই উপজেলায় পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ৬টি।

ধামরাই উপজেলায় একটি সরকারী হাসপাতাল আছে, এতে সরকারী ডাক্তারের সংখ্যা ১২জন, হাসপালের বেড ৫০টি, এছাড়া এই উপজেলায় পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ১টি।

সরনী ৬.৭- সমবায় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	সমবায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা	মোট শেয়ার সঞ্চয়
গৌরীপুর	কৃষক সমবায় সমিতি ৪২০টি	৮৬২০ জন	১৬৫৫৩১৫/-
	মহিলা সমবায় সমিতি ২৫টি	১০১১ জন	৬৮,৮২২/-
	মৎস সমবায় সমিতি ১০৮টি	২১৬০জন	২৭০৫০০০/-
	অন্যান্য সমবায় সমিতি ১৫টি	২২৫ জন	১৯২২০/-
ধামরাই	৪৩১ টি	২২১৮৮ জন	৪,১০,৮৬,০০০/-

গৌরীপুর উপজেলায় মোট ৪৭০টি সমবায় সমিতি রয়েছে, এতে সদস্য সখ্যা মোট ১২,০১৬ জন, মোট শেয়ার সঞ্চয় ৪৪৪৮৩৫৭/- টাকা।

ধামরাই উপজেলায় মোট ৪৩১টি সমবায় সমিতি রয়েছে, এতে সদস্য সখ্যা মোট ২২১৮৮ জন, মোট শেয়ার সঞ্চয় ৪১০৮৬০০০/- টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সরনী ৬.৮- ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ

উপজেলার নাম	ব্যাংকের সংখ্যা	টেলিগ্রাফ অফিস	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	পোষ্ট অফিস
গৌরীপুর	সোনালী ০১টি জনতা ০২টি কৃষি ০২টি	০২টি	০২টি	১৬টি
ধামরাই	সোনালী ০৩টি জনতা ০১টি কৃষি ০৩টি	০১টি	০১টি	২১টি

গৌরীপুর উপজেলায় সোনালী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক সহ মোট ০৫টি ব্যাংক রয়েছে, টেলিগ্রাফ অফিস ০২টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ০২টি ও পোষ্ট অফিস রয়েছে ১৬টি।

ধামরাই উপজেলায় সোনালী, জনতা ও কৃষি ব্যাংক সহ মোট ০৭টি ব্যাংক রয়েছে, টেলিগ্রাফ অফিস ০১টি, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ০১টি ও পোষ্ট অফিস রয়েছে ২১টি।

সরনী ৬.৯- যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

উপজেলার নাম	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক	ব্রীজের সংখ্যা	কালভার্টের সংখ্যা	রেল লাইনের পরিমান	রেলষ্টেশন	রেল জংসন	বাস ষ্ট্যান্ড সংখ্যা
গৌরীপুর	৫৬ কি:মি:	৪৯৯ কি:মি:	৬৯টি	৪১১টি	৩৮ কি:মি:	০৩টি	০২টি	০৮টি
ধামরাই	১৯৩ কি:মি:	৫২৫ কি:মি:	১৫০টি	৬০টি	--	--	--	০৬টি

গৌরীপুর উপজেলায় ৫৬ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক, ও ৪৯৯ কাঁচা সড়ক আছে। ব্রীজের সংখ্যা ৬৯ টি।

ধামরাই উপজেলায় ১৯৩ কিঃ মিঃ পাকা সড়ক, ও ৫২৫ কাঁচা সড়ক আছে। ব্রীজের সংখ্যা ১৫০ টি, কালভার্ট এর সংখ্যা ৬০টি, বাসষ্ট্যান্ড এর সংখ্যা ৬টি। এখানে কোন রেলপথ নেই।

সরনী ৬.১০- জেলা সদর থেকে দূরত্ব ঃ

উপজেলার নাম	সড়ক পথে	রেল পথে
গৌরীপুর	২০ কি: মি:	২০ কি: মি:
ধামরাই	৪২ কি: মি:	--

গৌরীপুর জেলা সদর থেকে সড়ক ও রেল পথের দূরত্ব যথাক্রমে ২০ কি: মি: ।

ধামরাই জেলা সদর থেকে সড়ক পথের দূরত্ব ৫৬ কি:মি: রেলপথ নাই ।

সরনী ৬.১১- সমাজ সেবা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	সমাজ কল্যাণ ক্লাব	প্রকল্পের আওতায় গ্রাম	বর্তমান প্রকল্পের সংখ্যা	অনাথ আশ্রম বেসরকারী	স্থানীয় এনজিও	বিদেশী এনজিও
গৌরীপুর	৫২ টি	১৫০৫টি	১৫০৫টি	১টি	৫২টি	...
ধামরাই	৪০১টি	...	...	৪টি	৫০টি	২৫টি

গৌরীপুর উপজেলায় সমাজ কল্যাণ ক্লাব রয়েছে ৫২টি, ১৫০৫টি গ্রামে ১৫০৫টি প্রকল্প রয়েছে, একটি বেসরকারী অনাথ আশ্রম আছে, স্থানীয় এনজিও'র সংখ্যা ৫২টি, কোন বিদেশী এনজিও নেই ।

ধামরাই উপজেলায় সমাজ কল্যাণ ক্লাব রয়েছে ৪০১টি, ৪টি অনাথ আশ্রম আছে, স্থানীয় এনজিও'র সংখ্যা ৫০টি, কোন বিদেশী এনজিও ২৫টি ।

সরনী ৬.১২- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মী	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
গৌরীপুর	৮৪০০০ টি	০১ জন	৭৫ জন	১০টি
ধামরাই				৯টি

গৌরীপুর উপজেলায় ৮৪০০০ হাজার সক্ষম দম্পতির জন্য ১০টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে।

ধামরাই উপজেলায় পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সংখ্যা- ৯টি ।

সরনী ৬.১৩- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলার নাম	কলেজ সংখ্যা	সরকারী কলেজ	উচ্চ বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদ্রাসা	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শিক্ষায়তন	বস্ত্র প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কুটির শিল্প শিক্ষায়তন	সংঙ্গীত বিদ্যালয়
গৌরীপুর	০৫টি	০১টি	৩৮টি	১৭৬টি	১৭টি	০৪টি	০১টি	--	০৪টি
ধামরাই	০৬টি	০১টি	৩৭টি	১৬৬টি	২০টি	--	০১টি	--	০২টি

গৌরীপুর উপজেলায় ০৫টি কলেজ ৩৮ উচ্চ বিদ্যালয় ১৭৬টি প্রাথমিক ব্যিায়লয়, ১৭ মাদ্রাসা ও ০৪টি বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন আছে এছাড়া বস্ত্র প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০১টি ও ০৪টি সংঙ্গীত বিদ্যালয় আছে।

ধামরাই উপজেলায় ৭টি কলেজ ৩৭ উচ্চ বিদ্যালয় ১৬৬টি প্রাথমিক ব্যিায়লয়, ২ মাদ্রাসা ও আছে ও ০২টি সংঙ্গীত বিদ্যালয় আছে।

সরনী ৬.১৪- জলাধার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	পুকুরের সংখ্যা	পুকুরের আয়তন	জলমহালের সংখ্যা	বিলের সংখ্যা	নদীর সংখ্যা
গৌরীপুর	৮৩৪০টি	২৮৩১ একর	০৯টি	২৫টি	০৫টি
ধামরাই	২৫৪৯টি	১০৯১ একর	০৪টি	০৭টি	০৪টি

গৌরীপুর উপজেলায় ৮৩৪০টি পুকুর, ০৯টি জলমহাল, ২৫টি বিল ও ০৫টি নদী রয়েছে।
ধামরাই উপজেলায় ২৫৪৯টি পুকুর, ৪টি জলমহাল, ৭টি বিল ও ০৪টি নদী রয়েছে।

সরনী ৬.১৫- পেশা ভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা ঃ

উপজেলার নাম	কৃষি পরিবার	অকৃষি পরিবার	জেলে	তাতী	কামার	কুমার	গোয়ালা	মাঝি	সুতার
গৌরীপুর	৫৭৬৩৮টি	১৪৪০৯টি	১১৭৫ জন	--	৬৫ জন	--	৩৭ জন	২২ জন	৬৫ জন
ধামরাই	৬০৪৬৪টি	৭২৯৯টি	২২২৫৬ জন	--	--	--	--	--	--

গৌরীপুর উপজেলায় ৫৭৬৩৮টি কৃষি ও ১৪৪০৯টি অকৃষি পরিবার আছে।

ধামরাই উপজেলায় ৬০৪৬৪টি কৃষি ও ৭২৯৯টি অকৃষি পরিবার আছে।

সরনী ৬.১৬- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

উপজেলার নাম	মসজিদ	মন্দির	ঈদগাহ
গৌরীপুর	৪৩৮ টি	১৭ টি	১৫৯টি
ধামরাই	৪৪০ টি	৩৫ টি	১৮০টি

গৌরীপুর উপজেলায় ৪৩৮টি মসজিদ ও ১৭টি মন্দির আছে।

ধামরাই উপজেলায় ৪৪০টি মসজিদ ও ৩৫টি মন্দির আছে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ধামরাই ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদে বাজেট সংক্রান্ত তথ্য।

উপজেলা পরিষদের চলতি ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয় উভয়ের জন্য তহবিলের প্রয়োজন। কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি সুযোগ সুবিধাদির সম্প্রসারণের দরুণ চলতি খাতে ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপজেলা রিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

১। উপজেলা আওতাভূক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরী ঘাট হতে ইজারালব্ধ আয়।

২। যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয় নাই সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানা, অতঃপর থানা সদর বলে উল্লিখিত, এর মধ্যে অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর।

৩। (ক) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নাই সেখানে থানা সদরে অবস্থিত সিনেমার উপর কর;

(খ) নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার উপর করের অংশ বিশেষ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪। রাস্তা আলোকিত করণের উপর ধার্কৃত ফিস ইত্যাদি।

৫। বেসরকারীভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি।

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতা বহির্ভূত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি।

৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফিস ইত্যাদি।

৮। উপজেলা এলাকাভূক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ আদায়কৃত রেজিষ্ট্রেশন ফিসের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ।

৯। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হতে অর্জিত আয়।

উপজেলা পরিষদ বাজেট দুই অংশে তৈরী করা হয়,যেমন- রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট। প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে তা মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের কাছে প্রেরণ করতে হয়।

সরকার স্থানীয় কর্মকান্ডে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে থোক বরাদ্ধের ব্যবস্থা রেখেছেন। সরকারি মঞ্জুরী ও নিজস্ব রাজস্ব উদ্ধৃত্ত এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হবে। সাধারণ তহবিলের উৎস হবে-

১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্ধ;

২। রাজস্ব উদ্ধৃত্ত;

৩। স্থানীয় অনুদান;

৪। এডিপিভুক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থ;

ধামরাই উপজেলা পরিষদ ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ এর কার্যালয় থেকে উভয় উপজেলা পরিষদের বাজেট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব ও উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য চলতি বছরের সংক্ষিপ্ত হিসাবসহ বিগত ও প্রস্তাবিত বছরের বাজেট ও এ প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

ধামরাই উপজেলা পরিষদের বাজেট বিবরণ

ফরম- ক

(বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

সরনী ৬.১৭

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলিত বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
		২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
অংশ- ১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১৪৩৮১৮৯৫/-	৩২৯৮৫৬০৬/-	৩৬০৩৬০০০/-
	অনুদান	৫৫৩৫০০০/-	--	
	মোট প্রাপ্তি	১৯৯১৬৮৯৫/-	৩২৯৮৫৬০৬/-	৩৬০৩৬০০০/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৫৪৪৭৬৫১/-	১৪৫০৯২৭৭/-	৩৯৮১২৭২/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	১৪৪৬৯২৪৪/-	১৮৪৭৬৩২৯/-	৩২০৫৪৭২৮/-
অংশ- ২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান	৭০৮৪০০০/-	৭০৬৪০০০/-	৭০০০০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	--	৫৫৩৫০০০/-	৩০০০০০০/-
	মোট (খ)	৭০৮৪০০০/-	১২৫৯৯০০০/-	১০০০০০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	২১৫৫৩২৪৪/-	৩১০৭৫৩২৯/-	৪২০৫৪৭২৮/-
	বাদ উন্নয়ন, ব্যয়	৭০৮৪০০০/-	১২৫৯৯০০০/-	১৮৪০০০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১৪৪৬৯২৪৪/-	১৮৪৭৬৩২৯/-	১৩৬৫৪৭২৮/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	--	৩৫০০০/-	--
	সমাপ্তি জের	১৪৪৬৯২৪৪/-	১৮৫১১৩২৯/-	১৩৬৫৪৭২৮/-

ফরম- খ
(বিধি-৩ এবং আইনের ৪র্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
অর্থ বৎসর- ২০১৪-১৫
রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়।

সরনী ৬.১৮
অংশ- ১

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি/অফিসের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়	৮৮৯০৭৮৪/-	২৫০০০০০/-	২৭০০০০০/-
২। হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরীঘাট হতে উজারালব্ধ আয় (৪১%)	৫০৭০১১১/-	৫০৪৮৬০৬/-	৬৯০০০০০/-
৩। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর	-	-	-
৪। সিনেমার উপর কর	-	-	-
৫। নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার উপর কর।	-	-	-
৬। রাস্তা আলোকিত করনের উপর ধার্যকৃত কর।	-	-	-
৭। মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি	-	-	-
৮। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি	-	-	-
৯। রেজিষ্ট্রেশন ফিসের ১%	-	-	-
১০। ১% হারে ভূমি হস্তান্তরের উপর প্রাপ্ত কর	-	২৫০০০০০০/-	২৬০০০০০০/-
১১। ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ	২১০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-
১২। দোকান ভাড়া	১২৬০০০/-	১২৬০০০/-	১২৬০০০/-
১৩। অন্যান্য	৮৫০০০/-	১১১০০০/-	১১০০০০/-
মোট =	১৪৩৮১৮৯৫/-	৩২৯৮৫৬০৬/-	৩৬০৩৬০০০/-

অংশ- ১ রাজস্ব হিসাব
ব্যায়

সরনী ৬.১৯

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
সাধারণ সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক			
ক) সম্মানী ভাতা (চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের সম্মানী।	৬৫৪০০০/-	৬৫৪০০০/-	৬৫৪০০০/-
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
১। (ক) পরিষদ কর্মচারী	২৮৯১৪০/-	৩০৯০০০/-	৩২০০০০/-
(খ) ইউপি কর্মচারী	১৮২৪০০০/-	১৮২৪০০০/-	১৮২৪০০০/-
২। দায়মুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী ব্যতিত)	--	--	--
গ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	--	--	--
১। যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ)	২২১৪০০/-	২৩০০০০/-	২৫৬০০০/-
২। মত্রিরী	--	--	২৪০০০/-
৩। কম্পিউটার	--	--	৫০০০/-
(ঘ) আনুতোষিক তহবিল স্থানান্তর	--	--	--
(ঙ) যানবাহন মেরামত	৩০০০০/-	৩০০০০/-	৩০০০০/-
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	--	--	--
৩। অন্যান্য ব্যয়	--	--	--
ক) টেলিফোন	১৩৬৭৬/-	১৫০০০/-	১৮০০০/-
খ) বিদ্যুৎ বিল	১১৩৪৯৬/-	১২০০০০/-	১৩০০০০/-
গ) পৌর কর/হোল্ডিং ট্যাক্স)	৮৫১০০/-	২২৭০০০/-	২৩০০০০/-
ঘ) গ্যাস বিল	--	--	--
ঙ) পানির বিল	--	--	--
চ) ভূমি উন্নয়ন কর	৫২৭২/-	৫২৭২/-	৫২৭২/-
ছ) আভ্যন্তরিন অডিট ব্যয়	--	--	--
জ) মামলা খরচ	--	--	--
ঝ) আপ্যায়ন	৬০০০০/-	৬০০০০/-	৬০০০০/-
ঞ) মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়	--	--	--
১। অফিস ও আবাসন ভবন মেরামত/সংরক্ষণ	২০০৪৫৮৩/-	২৫৯০০০০/-	৫০০০০০/-
২। উপজেলা পরিষদের সৌন্দর্য বর্ধন	--	৮৩০০০০০/-	
৩। আসবাবপত্র মেরামত/অফিস সরঞ্জাম	৫২৫০০/-	৫০০০০/-	৫০০০০/-
ট) পানির পাম্প মেরামত	৫৭৭৬০/-	৪৫০০৫/-	৭৫০০০/-

ঠ) আনুষাংগিক ব্যয় (ইন্টারনেট, বই সাময়িক)	--	--	--
৪। কর আদায় খরচ/বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	--	--	--
৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	--	--	--
৬। মৎস চাষ	--	--	--
৭। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চাঁদা	--	--	--
৮। উপজেলা এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে অনুদান	--	--	--
৯। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক	--	--	--
১০। জরুরী ত্রান/অপ্রত্যাশিত ব্যয়	--	--	--
১১। হাট-বাজার ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ	--	--	--
১২। মূলধন ব্যয়	--	--	--
ক) গাড়ির গ্যারেজ, শেড ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ	--	--	--
খ) অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	২৮৭২৪/-	৫০০০০/-	২০০০০০/-
১৩। রাজস্ব উদবৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর			
১৪। সমাপ্তি জের	৬৯২৪৪/-	৭৬৩২৯/-	৫৫৪৭২৮/-
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৫৪৪৭৩৫১/-	১৪৫০৯২৭৭/-	৩৯৮১২৭২/-

অংশ- ২ উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি

সরনী ৬.২০

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-১৩)**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৩-১৪)**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-১৫)**
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন)			
ক) সরকার	৬৬,৯৬,০০০/-	৯৪,০০,০০০/-	১,৩৫,০০,০০০/-
খ) অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, বরাদ্দ হতে উবৃত্ত)।	-	৫৫৩৫০০০/-	-
গ) উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি মেরামত ও সংরক্ষন (ফরম ঘ)	--	--	--
২। স্বেচ্ছা প্রনোদিত চাঁদা	--	--	--
৩। বিগত বছরের রাজস্ব উদ্ধৃত			১৮৪০০০০০/-
৪। উন্নয়ন উদবৃত্ত	--	--	--
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	৭০,৮৪,০০০/-	১২৫৯৯,০০০/-	২৮৪,০০,০০০/-

অংশ- ২ উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়

সরনী ৬.২১

ব্যয়			
ব্যয় বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	--	--	--
ক) কৃষি ও সেচ	১৪১৬৮০০০/-	১০৫৯৬০০/-	৩০০০০০০/-
খ) মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	--	--	১৫০০০০০/-
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৩৫৪২০০/-	৩৫৩২০০/-	১৫০০০০০/-
৩। বস্তুগত অবকাঠামো	--	--	--
(ক) পরিবহন ও যোগাযোগ	২৮৩৩৬০০/-	৩১৭৮৮০০+৫৫০০০০০/-	৫৬০০০০০/-
(খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	--	--	১৫০০০০০/-
(গ) জনস্বাস্থ্য	--	--	৩০০০০০০/-
৪। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো	--	--	--
(ক) শিক্ষার উন্নয়ন	১০৬২৬০০/-	১০৫৯৬০০/-	৩০০০০০০/-
(খ) স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি	৭০৮৪০০/-	৭০৬৪০০/-	৩০০০০০০/-
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৫৪২০০/-	৩৫৩২০০/-	১৫০০০০০/-
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করতে হবে) বাসাবাড়ি মেরামত ও সংরক্ষণ প্রকল্প	৩৫৪২০০/-	৩৫৩২০০/-	১০০০০০০/-
৭। দারিদ্র্যহ্রাসকরণ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	--	--	১০০০০০০/-
৮। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	--	--	৮০০০০০/-
১০। মহিলা যুব ও শিশু উন্নয়ন	--	--	১০০০০০০/-
১১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	--	--	৫০০০০০/-
১২। অন্যান্য	--	--	৫০০০০০/-
১৪। সমাপ্তি জের		৩৫০০০/-	--
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	৭০৮৪০০০/-	১২৫৯৯০০০/-	২৮৪০০০০০/-

ঢাকা জেলা ধামরাই উপজেলা পরিষদের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসর আয়-ব্যয়ের বিবরণী

সরনী ৬.২২

খাত	অর্থ বছর	রাজস্ব প্রাপ্ত	মন্তব্য
বিভিন্ন খাত হতে প্রাপ্ত আয়	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রাপ্ত ব্যয়	২,৫৫,০৩,৫৪৫.০৮	
বিভিন্ন খাত হতে ব্যয়	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব ব্যয়	১৫,৮৪,৫৫৫.০০	
	মোট স্থিতি =	**২,৩৯,১৮,৯৯০.০৮**	

--------------- ----------------

গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের বাজেট বিবরণ

ফরম- ক

(বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

সরনী ৬.২৩

	বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলিত বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫
অংশ- ১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব (৪১%+বাসাবাড়ি) রাজস্ব অনুদান	২২,০০,০৩০/- (১৪,১৭,৩৪৪+ ৭,৮২,৬৮৬/-)	২৫,১১,৫০৫/-	২৫,১১,৫০৫/-
	মোট প্রাপ্তি	২২,০০,০৩০/-	২৫,১১,৫০৫/-	২৫,১১,৫০৫/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১৮,০২,২৮৬/-	২২,২৭,৬৭৬/-	২২,২৭,৬৭৬/-
	রাজস্ব (ক) উদ্বৃত্ত	৩,৬৭,৭৪৪/-	২,৮৩,৮২৯/-	২,৮৩,৮২৯/-
অংশ- ২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন	৬৭,২০,০০০/-	৭৬,৬৩,০০০/-	৭৭,৬৩,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান এডিপি+জেলা পরিষদ অনুদান ও চাঁদা	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
	মোট (খ)	৬৮,২০,০৩০/-	৭৭,৬৩,০০০/-	৭৭,৬৩,০০০/-+
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৯০,২০,০০০/- (ক) ২২,০০,০৩০/- (খ) ৬৮,২০,০০০/-	১,০৭,৭৪,৫০৫/- (ক) ২৫,১১,৫০৫/- (খ) ৭৭,৬৩,০০০/-	৭৭,৬৩,২৫৭/- (ক) ২৫১১৫০৫/- (খ) ৭৭৬৩০০০/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	(খ) ২২,০০,০৩০/-	২৫,১১,৫০৫/-	২৫,১১,৫০৫/-
	সার্বিকস বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২২,০০,০৩০/-	২৫,১১,৫০৫/-	২৫,১১,৫০৫/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	৩,৯৭,৭৪৪/-	৮৩,৮২৯/-	৮৩,৮২৯/-

ফরম- খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)

গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের বাজেট

অর্থ বৎসর- ২০১৩-২০১৪, রাজস্ব হিসাব, প্রাপ্ত আয়।

সরনী ৬.২৪

অংশ- ১

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১৪২০ বাংলা সনের হাট বাজার ইজারার আয়ের ৪১% হারে		১৪,৮১,২৫৭/-	১৪,৮১,২৫৭/-
১৪১৯ বাংলা সনের হাট বাজার ইজারার আয়ের ৪১% হারে	১৪,১৭,৩৪৪/-		
উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি হতে আয়	৭,৮২,৬৪৬/-	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-
মোট =	**২২,০০,০৩০/-**	**২২,৮১,২৫৭/-**	**২২,৮১,২৫৭/-**

অংশ- ১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয়

সরনী ৬.২৫

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১২-২০১৩)	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৪-২০১৫)
১	২	৩	৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক ক) সরনী ভাতা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	৬,৫৪,০০০/-	৬,৫৪,০০০/-	৬,৫৪,০০০/-
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ১। পরিষদ কর্মচারী (এমএলএসএস ২জন)	১,৩৩,৯২০/-	১,৩৩,৯২০/-	১,৩৩,৯২০/-
২। পরিষদ ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) (মালীর দৈনিক ভাতা)	৬৬,৯৬০/-	৬৬,৯৬০/-	৬৬,৯৬০/-
গ) অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (পরিষদের চেয়ারম্যানও ভাইস চেয়ারম্যানের ভ্রমণ ভাতা)	৩,৩০,২৫০/-	৩,৩০,২৫০/-	৩,৩০,২৫০/-
ঘ) আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর			
ঙ) যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী		২৯,১৫০/-	২৯,১৫০/-
১। উপজেলা পরিষদের জীপ গাড়ীর মেরামত খরচ	২৯,১৫০/-	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	৭৫০/-	৭৫০/-	৭৫০/-
৩। অন্যান্য ব্যয়	১৫,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
ক) টেলিফোন		৩২,০০০/-	৩২,০০০/-
খ) বিদ্যুৎ বিল		৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
গ) পৌর কর		৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
ঘ) গ্যাস বিল			
ঙ) পানির বিল		১০০,০০০/-	১০০,০০০/-
চ) ভূমি উন্নয়ন কর	৪,৮৯৬/-	৮,৮৯৬/-	৮,৮৯৬/-
ছ) অভ্যন্তরীন অডিট ব্যয়		১০,০০০/-	১০,০০০/-
জ) মামলা খরচ			
ঝ) আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
ঞ) রক্ষণাবেক্ষণ (বাসাবাড়ি) এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়	৪,৮৩,৬১০/-	৫,০০,০০০/-	৫,০০,০০০/-
ট) অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল			
ঠ) আনুসঙ্গিক ব্যয় (ফটোকপি সহ)	২৩,০০০/-	১০০,০০০/-	১০০,০০০/-
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রন)	৭৫০/-	১৭৫০/-	১৭৫০/-
৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ			
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ ক) উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব আর্থিক			
৭। জাতীয় দিবসউদযাপন		১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি		১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-
৯। জরুরী ত্রাণ			
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর			
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	১৮,০২,২৮৬/-	২২,২৭,৬৭৬/-	২২,২৭,৬৭৬/-

অংশ - উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি

সরনী ৬.২৬

আয়			
প্রাপ্তি বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫**
১। অনুদান (উন্নয়ন) ক) সরকার (জেলা পরিষদ)	১,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-
২। এডিপি খাতে	৬৭,১০,৩০০/-	৭৭,৬৩,৩০০/-	৭৭,৬৩,৩০০/-
৩। অন্যান্য উৎস (যদি থাকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)			
৪। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা			
৫। রাজস্ব উদ্বৃত্ত			
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	৬৮,২০,০০০/-	৭৯,৬৩,৩০০/-	৭৯,৬৩,৩০০/-

অংশ - উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়

সরনী ৬.২৭

প্রাপ্তি বিবরণ	**পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০১২-২০১৩**	**চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪**	**পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫**
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	৯,৯২,০০০/-	১০,৯২,০০০/-	১০,৯২,০০০/-
২। শিল্প ও কুটির শিল্প	৩,৩০,০০০/-	৪,৩০,০০০/-	৪,৩০,০০০/-
৩। ভৌত অবকাঠামো	৪,৬২,৫০০/-	৪,৬২,৫০০/-	৪,৬২,৫০০/-
৪। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো (পরিবহন ও যোগাযোগ)	১৫,২১,০০০/-	১৬,২১,০০০/-	১৬,২১,০০০/-
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩,৩০,০০০/-	৪,৮০,০০০/-	৪,৮০,০০০/-
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করতে হবে (মৎস্য ও পশুপালন)	৩,৩০,৫০০/-	৪,৩০,৫০০/-	৪,৩০,৫০০/-
৭। সেবা (স্যানিটেশন)			
৭। ক) ১০০% স্যানিটেশন ও উদ্বুদ্ধ করণ			
৮। শিক্ষা	৯,৯২,৫০০/-	১০,৯২,৫০০/-	১০,৯২,৫০০/-
৯। স্বাস্থ্য	৯,৯১,৮৮১/-	৯,৯১,৮৮১/-	৯,৯১,৮৮১/-
১০। দারিদ্র হ্রাস করণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	৬,৬০,০২০/-	৭,৬৩,০২০/-	৭,৬৩,০২০/-
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এডিপি থোক)	১,০০,৮০০/-	৩,০০,৮০০/-	৩,০০,৮০০/-
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন			
১৩। সমাপ্তি জের			
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	**৬৭,১০,৩০০/-**	**৭৭,৬৩,৩০০/-**	**৭৭,৬৩,৩০০/-**

(গ) ধামরাই ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বিধি অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ সমূহ খাতভিত্তিক নিম্নরূপ বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে পারবে।

সরনী ৬.২৮

খাত	বরাদ্দ	
	নূন্যতম অংশ	সর্বোচ্চ অংশ
১। কৃষি ও সেচ ঃ ক) কৃষি ও সেচঃ নিবিড় শস্য কর্মসূচি, খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী বাষ, জলনিস্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাঁধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ ।	১০%	১৫%
খ) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদঃ মৎস্য সংরক্ষণ সম্পদ ও উন্নয়ন, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার।	৫%	১০%
গ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় বর্ধক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি।	৫%	৭%
২। বস্তুগত অবকাঠামো ঃ ক) পরিবহন ও যোগাযোগঃ রাস্তা নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুণঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৫%	২৫%
খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনাঃ হাট ও বাজার উন্নয়ন, গুদামজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা, কমিউনিটি সেন্টার।	৫%	৭%
গ) জনস্বাস্থ্যঃ পল্লী জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।	১০%	১৫%
৩। আর্থ সামাজিক অবকাঠামোঃ ক) শিক্ষা উন্নয়নঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ।	১০%	১৫%
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণঃ স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই কর্মসূচি, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা এবং যুবক ও মহিলা কল্যাণসহ সামাজকল্যাণ কর্মকান্ড।	১০%	১৫%
গ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতিঃ খেলাধুলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।	৫%	১০%
ঘ) বিবিধঃ জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দূর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে উপজেলা জরীপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকি ব্যয় হিসাবে ১% অর্থ এ খাত হতে ব্যবহার করা যাবে)। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা দূরীকরণ ও স্কাউটিং/গার্লস গাইড (অনধিক ১%)।	৫%	৮%

Dhaka University Institutional Repository

ধামরাই উপজেলা পরিষদ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উপজেলা রাজস্ব তহবিলের আওতায় ধামরাই উপজেলাধীন বাস্তাবায়িত/বাস্তাবায়নাধীন প্রকল্পের নামের তালিকা নিম্নরূপ।

সরনী ৬.২৯

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য মেঃটন	উত্তোলিত খাদ্য শস্য মেঃটন	মন্তব্য
০১	উপজেলা পরিষদ ফুটপথ নির্মাণ।	২৮,৫২,৫১১,৭০	মেসার্স জুয়েল ইঞ্জিনিয়ার্স, কায়েতপাড়া, ধামরাই।	১০০%	
০২	উপজেলা পরিষদের ইউটিডিসি ভবন মেরামত ও টাইলস স্থাপন।	২১,৩০,৮৬০,০০	মেসার্স মাজ বিজনেস সিন্ডিকেট, আগারগাঁও, ঢাকা।	১০০%	
০৩	উপজেলা পরিষদের কোয়ার্টার গেইট ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৩১,০১,৪২৮,৯০	মেসার্স মাজ বিজনেস সিন্ডিকেট, আগারগাঁও, ঢাকা।	১০০%	

ফরম- ঘ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)
উপজেলা কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী
অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪

সরনী ৬.৩০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি মেরামত ও সংরক্ষণ	--	--	--	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এ খাতে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৩০,০০,০০০/- টাকা ধরা হয়েছে

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও কাবিখা কর্মসূচীর কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন, উপজেলা ঃ ধামরাই, ঢাকা।

টি.আর, ১ম পর্যায়

সরনী ৬.৩১

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য মেঃটন	উত্তোলিত খাদ্য শস্য মেঃটন	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিশেষ	১৫২টি	৩০০.০০০	৩০০.০০০	১০০%
০২	সাধারণ	৮৬টি	১৬১.৭৭৯৪	১৬১.৭৭৯৪	১০০%
০৩	সাধারণ পৌরসভা	১০টি	১৪.৫০২৪	১৪.৫০২৪	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

টি.আর, ২য় পর্যায়

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য মেঃটন	উত্তোলিত খাদ্য শস্য মেঃটন	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিশেষ	২৫৪টি	৩০০.০০০	৩০০.০০০	১০০%
০২	সাধারণ	৭৯টি	১৬১.৭৭৯৪	১৬১.৭৭৯৪	১০০%
০৩	সাধারণ পৌরসভা	০৭টি	১৪.৫০২৪	১৪.৫০২৪	১০০%
০৪	বিশেষ ৩য়	৬৬টি	১৪০.০০০	১৪০.০০০	১০০%

কাবিখা, ১ম পর্যায়

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য মেঃটন	উত্তোলিত খাদ্য শস্য মেঃটন	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিশেষ	৩৭টি	৩০০.০০০	৩০০.০০০ মেঃটন	১০০%
০২	সাধারণ	১৮টি	১৭১.৫৪৮৯	১৭১.৫৪৮৯	১০০%

কাবিখা, ২য় পর্যায়

ক্রমিক নং	খাত	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য মেঃটন	উত্তোলিত খাদ্য শস্য মেঃটন	কাজের অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিশেষ	৪৪টি	৬৭৫০,০০০/-	৬৭৫০,০০০/-	১০০%
০২	সাধারণ	২৪টি	৫২৬৭৩২৩/৬৬	৫০৫৪০,০০০/-	৯৫%

অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসূচি

ক্রমিক	শ্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ টাকা	সপ্তাহ	কাজের অগ্রগতি
০১	২১৫৬টি	৫১টি	১,৭২,৪৮,০০০/-	০৮টি	১০০%
০২	২১৫৮টি	৪৯টি	১,৭২,৬৪,০০০/-	০৮টি	১০০%
মোট					

ব্রীজ কালভার্ট

ক্রমিক	প্রবল্প সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	কাজের অগ্রগতি
০১	০৩টি	৬৬,৭৫,৬৫০/-	৬১,০০,০০০/-	১০০%

ভিজিএফ কর্মসূচি

ক্রমিক	উপকার ভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত চাল মেঃটন	উত্তোলিত চাল	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	২১,২৪৪ জন	৪২৪.৪৮৮ মেঃটন	৪২৪.৪৮৮ মেঃটন	১০০%	
০২	২৪,৪৩৫ জন	২৪৪.৩৫০ মেঃটন	২৪৪.৩৫০ মেঃটন	১০০%	
০৩	৪৫,৬৭৯ জন	৬৬৮.৮৩৮ মেঃটন	৬৬৮.৮৩৮ মেঃটন	১০০%	

গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের ছকঃ

সরনী ৬.৩২ (ক)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির নাম ও পদবী	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির বরাবরে অগ্রীম প্রদত্ত অর্থের পরিমান	অগ্রীম প্রদত্ত অর্থের কিস্তির সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির শতকরা হার	কাজের গুণগত মান	মন্তব্য
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের বাসভবনের রংকরণ প্রকল্প।	১,০০,০০০/-	জনাব নূর মোঃ কালন চেয়ারম্যান ০৪ নং মাওহা ইউপি গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	-	-	১০০%	সন্তোষ জনক	
২	মাওহা বাজার রাস্তায় এইচ.বি.বি দ্বারা উন্নয়ন	৯,৪০,৩৭৪/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	
৩	দক্ষিণ বিশুরা হতে ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তায় পাগলা মোড় হতে পাগলা বাজার রাস্তা এইচ.বি.বি দ্বারা উন্নয়ন	১৮,৮৮,৮১৫/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	
৪	মাওহা নয়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন নির্মাণ।	৬৫,৫৩৭/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	
৫	চৌধুরী রাসইস মিল হতে মিরিকপুর রাস্তায় ০১ (এক) টি ইউ ড্রেইন নির্মাণ।	৫৮,০০০/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	
৬	সহনাটি স্কুল হতে গিধাউষা রাস্তায় ১৫০০ মিটার চেইনেজে (২X৩.০০X২.০০ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১১,৬৫,৭৪৩/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	
৭	উপজেলা পরিষদ বাউন্ডারী গুয়াল পুনঃ নির্মাণ।	১,৪৯,২৯৬/-	ঠিকাদার	-	-	প্রক্রীয়াধীন	-	

Dhaka University Institutional Repository

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গৌরীপুর উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের ছকঃ

জেলা ঃ ময়মনসিংহ **উপজেলা ঃ গৌরীপুর।**

সরনী ৬.৩২ (খ)

ক্রমিক	খাতসমূহ	মোট বরাদ্দ মেঃটন	মোট প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত মেঃটন	মন্তব্য
১	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) সাধারণ ১ম	১৬৬.৭৮০৮	৭৭টি	১৬৬.৭৮০৮	
২	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) সাধারণ ২য়	১৬৬.৭৮০৮	৮৪টি	১৬৬.৭৮০৮	
৩	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) বিশেষ ১ম	৩০০.০০০	১৯৫টি	৩০০.০০০	
৪	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) বিশেষ ২য়	৩০০.০০০	২৩৩টি	৩০০.০০০	
৫	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) সাধারণ ১ম	১৬৭.৫৭৬	১৩টি	৪১.৮৯৪	
৬	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) সাধারণ ২য়	৩৮৫৮৯১৫	১৬টি	৩৮৫৮৯১৫	
৭	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) বিশেষ ১ম	৩০০.০০০	০৭টি	৩০০.০০০	
৮	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) বিশেষ ২য়	৫০৬২৫০০	১২টি	৫০৬২৫০০	
৯	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) সাধারণ ৩য়	১২৮৬৩০৫	১২টি	১২৮৬৩০৫	
১০	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা) বিশেষ ৩য়	১৬৮৭৫০০	০৪টি	১৬৮৭৫০০	
১১	ব্রীজ/কালভার্ট	৪৬০০০০০	০২টি	৪৬০০০০০	
১২	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসূচী (ওয়েজ) ১ম	৪০৬০০০০০	৩২টি	৪০৬০০০০০	
১৩	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসূচী (নন ওয়েজ) ১ম	৪৫৫৬৫৪১	৩২টি	৪৫৫৬৫৪১	
১৪	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসূচী (ওয়েজ) ২য়	৪০৬৪০০০০	৯০টি	৪০৬৪০০০০	
১৫	অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসূচী (নন ওয়েজ) ২য়	৪৫৬০৮৮৩		৪৫৬০৮৮৩	
১৬	সর্দায়	১৮০০০০		১৮০০০০	

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্য্যালয়
(দূযোর্গ ব্যবস্থাপনা শাখা)
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

সরনী ৬.৩৩

গৌরীপুর উপজেলার ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলীর আওতায় বরাদ্দের বিবরণ।

ক্রমিক	খাতসমূহ	মোট বরাদ্দ মেঃটন	মোট প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয়িত মেঃটন	কাজের অগ্রগতি
১	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার সাধারণ ১ম পর্যায়	১৬৯.০২৫২৪ চাল	১৪টি	১৬৯.০২৫২৪ চাল	১০০%
২	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার সাধারণ ২য় পর্যায়	১৬৯.০২৫২৪ গম	১৩টি	১৬৯.০২৫২৪ গম	১০০%
৩	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার নির্বাচনী এলাকা বিশেষ ১ম পর্যায়	২৫০.০০০ চাল	২৯টি	২৫০.০০০ চাল	১০০%
৪	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার নির্বাচনী এলাকা বিশেষ ২য় পর্যায়	২৯২.০০০ চাল	৩২টি	২৯২.০০০ চাল	১০০%
৫	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার বিশেষ ১ম পর্যায়	২০০.০০০ চাল	০২টি	২০০.০০০ চাল	১০০%
৬	গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার সাধারণ ২য় পর্যায়	১৬৩.০৭৬৬ চাল	৬৪টি	১৬৩.০৭৬৬ চাল	১০০%
৭	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণ ২য় পর্যায়	১৬৩.০৭৬৬ চাল	৭৬টি	১৬৩.০৭৬৬ চাল	১০০%
৮	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নির্বাচনী এলাকা বিশেষ ১ম	২৪৮.০০০ চাল	২৩০টি	২৪৮.০০০ চাল	১০০%
৯	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নির্বাচনী এলাকা বিশেষ ২য়	২৯৭.০০০ চাল	২৫১টি	২৯৭.০০০ চাল	১০০%
১০	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসভা ১ম	১৩.১২৯৪ চাল	১১টি	১৩.১২৯৪ চাল	১০০%
১১	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ পৌরসভা ২য়	১৩.১২৯৪ চাল	০৬টি	১৩.১২৯৪ চাল	১০০%
১২	গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ ৩য়	২৫.০০০ চাল	০৫টি	২৫.০০০ চাল	১০০%
১৩	জি আর চাল (ত্রাণ)	১০৫.০০০ চাল	৩৫টি	১০৫.০০০ চাল	১০০%

বিগত দুই বছরের খাত ওয়ারী গৃহিত ও সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যার বিবরণ।

খাতওয়ারী প্রকল্প বাস্তবায়ন ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪

সরনী ৬.৩৪

খাত	২০১২-১৩		২০১৩-১৪	
	গৃহীত প্রকল্প	সমাপ্ত প্রকল্প	গৃহীত প্রকল্প	সমাপ্ত প্রকল্প
১। কৃষি ও সেচ	৮টি	৮টি	১২টি	১২টি
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	--	--	১টি	১টি
৩। পরিবহন ও যোগাযোগ	৬টি	৬টি	৮টি	৮টি
৪। গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত পরিকল্পনা	৬টি	৬টি	৪টি	৪টি
৫। শিক্ষার উন্নয়ন	১৪টি	১৪টি	৭টি	৭টি
৬। স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ	৯টি	৯টি	১৪টি	১৪টি
৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১টি	১টি	৩টি	৩টি
৮। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে অনুদান				
৯। বিবিধ কার্যাবলী				
১০। জনস্বাস্থ্য				
১১। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ				
মোট	২৪টি	২৪টি	১১টি	১১টি

ফরম- ঘ

(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪

সরনী ৬.৩৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিশেষ এলাকা উন্নয়নের জন্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)	৭,৯৬,০০০/-	৮,০০,০০০/-	--	--

তথ্য বিশ্লেষণ

জনসাধারণের মতামত জরীপ, উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ ধামরাই ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদে বসবাসকারী ১০০ জন গ্রামবাসীকে নমুনা উত্তর দাতা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। মতামত জরীপে অংশগ্রহণকারী সাধারণ গ্রামবাসীদের দ্বৈচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সিদ্ধ্যান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মতামত গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরণের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে। ধামরাই উপজেলা পরিষদ থেকে ৫৫ জন ও গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ থেকে ৪৫ জন মোট ১০০ জন ব্যক্তিকে দ্বৈচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৬৫ জন পুরুষ ও ৪৫ জন মহিলা। পেশা ভিত্তিক বিভাজনে দেখা যায় মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৩৫% কৃষক, ২০% গৃহবধূ, ১০% চাকুরীজীবী, ২০% শিক্ষার্থী ও ১৫% ব্যবসায়ী রয়েছে।

রেখ চিত্র-০৪, মতামত প্রদানকারীদের পেশা

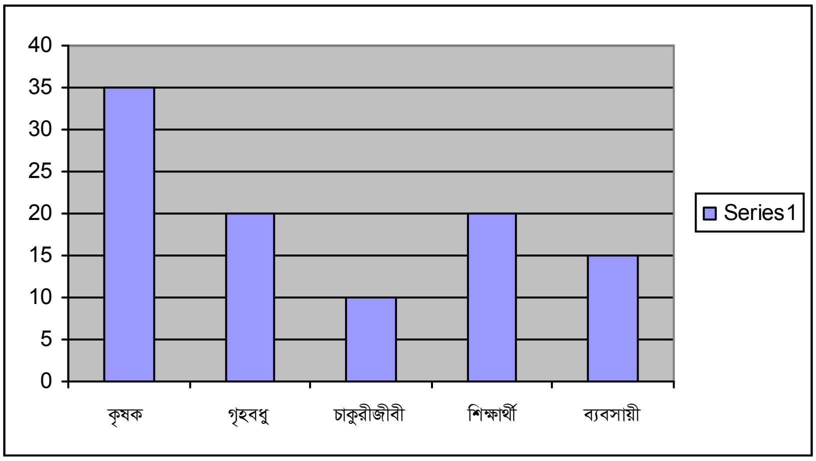

রেখ চিত্র-০৫, মতামত প্রদানকারী পুরুষ ও মহিলা

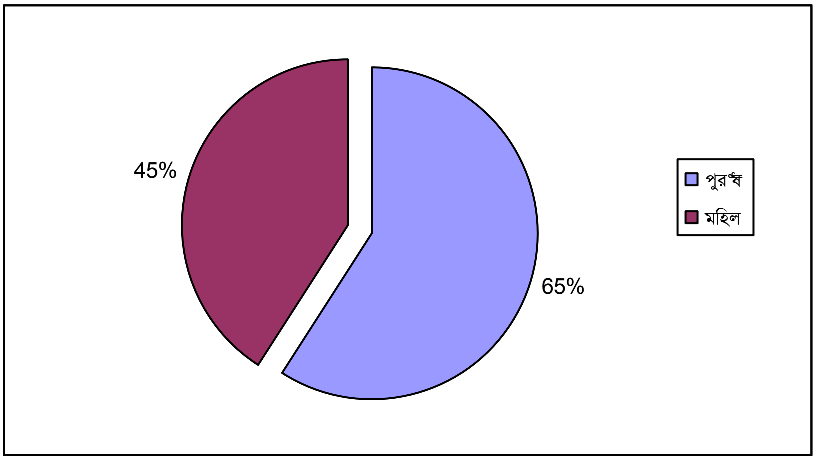

ধামরাই উপজেলা পরিষদ ছিমছাম ও পরিবেশ শান্তিপূর্ণ। প্রথমিক ভাবে এখানে ক্ষমতার দন্দ্ব ততটা প্রকট বলে মনে হয়নি। অত্র এলাকার এমপি মহোদয় আওয়ামীলীগ এর, ভাইস চেয়ারম্যান আওয়ামীলীগ এর সমর্থক। কিন্তু প্রচন্ড হতাশা আর ক্ষোভ প্রকাশ পায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তমিজ উদ্দীন এর ভাষ্যে। বিএনপি দলীয় চেয়ারম্যানকে কাজ করতে হয় সকল প্রতিকূলতার সাঙ্গে লড়াই করে। শাসক দলের ষড়যন্ত্র অপকৌশল প্রতিহত করে কেবল তৃনমূল পর্যায়ের সমর্থনকে পুঁজি করে কিভাবে ক্ষমতায় আসা যায় ধামরাই উপজেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান যেন তারই মূর্ত উদাহরণ। বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও তার হাত পা বাধা। ক্ষমতা নেই ক্ষেত্রমতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার, পুলিশ প্রশাসনকে কব্জা করে উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলে লুটপাট, দূর্নীতি, সন্ত্রাস। পুলিশ প্রশাসনকে উপজেলা পরিষদ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হলে এসব নৈরাজ্য কমবে বলে তিনি মনে করেন। উপজেলা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে তিনি জানান সকল সভাতেই এমপি মহোদয় উপস্থিত থাকেন। তার ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী সব সময় উপজেলা পরিষদ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশপ্রেম নিয়ে তৃনমূলের জনসাধারণের জন্য কাজ করার আগ্রহ থাকলে এ দেশে স্থানীয় পর্যায়ে তা সম্ভব নয় বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন এবং এজন্য যে কোন ক্ষমতাসীন দলের প্রশাসনকে দলীয় করণের প্রবনতাকেই তিনি দায়ী করেন। অবস্থার নিরসন করা যায় কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন এমপিদের পদ ৩০০ থেকে ৩০টিতে কমিয়ে আনা যায়। তবে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন কোন অদৃশ্য শক্তি প্রশাসনের গতি কে পিছনে টেনে রেখেছে হয়তো হতাশা আর ক্ষোভের বিশেষ কারণে একদিন সব লন্ডভন্ড হয়ে যাবে অবশ্য তার পর হয়তো আমরা প্রত্যাশিত জায়গায় যেতে পারবো।

ভাইস চেয়ারম্যান পদ নামে ভারী হলেও তাদের নেই কোন দায়িত্ব সুনির্দিষ্ঠ কর্মকান্ড, শুধুমাত্র ১৭টি কমিটির মধ্যে পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান ৯টি কমিটির সভাপতি ৮টি কমিটির সভাপতি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এই সীমিত দায়িত্ব নিয়ে দিনের পর দিন চলছে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকান্ড। উপজেলা পরিষদকে সচল ও অর্থবহ করে তুলতে হলে এভাবে জনবলকে অকার্যকর করে রাখা যাবে না। সত্যিকার প্রশাসনকে অর্থবহ করতে হলে সরকারকে শ্রীঘ্রই ভাইস চেয়ারম্যানদের সুনির্দিষ্ট কর্মবন্টন করে পদের গুরুত্বের যর্থাথতা প্রমান করতে হবে।

ধামরাই উপজেলার জনগন বন্ধু পরায়ন ও আন্তরিক। এলাকাভিত্তিক ভাবে সবাই আত্মীয়তা ও আন্তরিকতার সূতোয় বাধা। চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দ্বন্দ্ব তাই সহনীয় পর্যায়ে বিরাজ করে কিন্তু এমপি প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রতিটি কার্যনির্বাহী সভায় এমপি স্বশরীরে উপস্থিতি সভায় অন্যদের উপস্থিতি ও মতামতকে অপাংক্তেয় করে দেয়। চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানরা জনগনের কাছে জবাব দিহি করতে গিয়ে হিমসিম খান জনগনকে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায়, তাদের জন্য প্রয়োজনে কাজ না করতে পারায় জনপ্রতিনিধিরা নিতান্তই ক্ষুব্ধ ও হতাশ। এর ফলে কর্ম ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। তারা কর্মক্ষেত্রে আসার আগ্রহ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন বলে জানান। সাধারণ জনগন তাদের প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান এর পদে বসিয়েও প্রত্যাশিত সেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ। জরিপকালে দেয়া যায় অফিস কক্ষগুলো অগোছালো। তথ্য প্রদানেও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। অফিসের ষ্টাফ ও কর্মচারীদের আরও প্রশিক্ষণ, তথ্য সংরক্ষণনে আরও আধুনিকায়ন ও শৃঙ্খলাভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। ঢাকার কাছাকাছি একটি উপজেলা পরিষদ কিন্তু আধুনিকায়ন, কর্মসেবা জনসেবার দিক দিয়ে যেন অনেক বেশী দূরে। তবে প্রায় ২৫০ জন মুক্তিযোদ্ধার বসবাস এ এলাকায় এবং তারা নিয়মিতই মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পেয়ে থাকেন বলে সাধারণ অধিবাসীদের কাছে থেকে জানাযায়।

গৌরীপুর উপজেলা পরিষদটি পুরোনো। রাজবাড়ীতে অবস্থিত। এ উপজেলায়ও চেয়ারম্যান বিএনপি'র সর্মথক কিন্তু আওয়ামীলীগ সর্মথিত এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান রা যে কত অসহায় কতটুকু অস্তিত্ববিহীন তা স্পষ্ট হয়ে উঠে এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর বক্তব্যে। টেবিল আছে কাজ নেই, দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নেই। অনেকটা ঢাল নেই তলোয়ার নেই- নিধিরাম সর্দার এর মতন অবস্থা। ক্ষোভ ঝরে পরে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব তানজিন চৌধুরী মিলির বক্তব্যে। তিনি বলেন, এমপি যেমন জনপ্রতিনিধি আমরাও তেমনি জনপ্রতিনিধি আমরাও জনগনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছি। সেক্ষেত্রে আমাদের কোন কাজ করতে না দেয়া হলে এ পদ দিয়ে আমরা কি করবো, প্রশ্ন ছিলো, কাজের ক্ষেত্রে বা উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাধা কোন ক্ষেত্রে। তার পষ্ট সাবলীল উত্তর সংসদ সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাই নয় জানা যায় পূর্বে VGF এর সভাপতি ছিলেন চেয়ারম্যানরা এটাকে মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় এনে এতে সভাপতি করা হয় UNO কে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপত্র জারী করে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সীমায়িত করা হয়েছে। উপজেলায় কাজের জন্য ৫ লক্ষের অধিক অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের নেই উপরন্তু পরবর্তীকালে সংশোধনী এনে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে দেয়া হয়। এতে ভবন মেরামত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি কতিপয় ক্ষেত্রে শুধু এ অর্থব্যয় করা যাবে বলে পরিপত্র জারি করা হয়। এবিষয়ে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতাকে সীমায়িত করা হয়, প্রয়োজনে অন্য কোন জনহিতকর কাজে এ অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা তার নেই। যান বাহনের খরচ বাবদ মাসে ৯ হাজার টাকা ব্যয় করার বিধান আছে কিন্তু এক্ষেত্রে মাসিক খরচ প্রায় ২০/২৫ হাজার টাকা। আপ্যায়ন খরচ মাসে ৫,০০০/- টাকা যা খরচের তুলনায় খুবই সামান্য গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ অফিস ষ্টাফেরা তুলনামূলকভাবে দক্ষ। তথ্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু অফিস কক্ষের অভাব কম্পিউটার সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব। সর্বোপরি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব আছে বলে দৃষ্ট হয়।

আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি UNO। পুলিশ সুপার সদস্য সচিব। জনপ্রতিনিধিদের পুলিশরা যথোপযুক্ত সম্মান দেয় না বলে দুটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানেরা অভিযোগ করেন। দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান আছে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়নি। এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়নি। প্যানেল চেয়ারম্যান মনোনয়ন এর ক্ষেত্রেও তারা বিধির অস্পষ্টতাকে দায়ী করেন।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কিভাবে নিরসন করা যায় এ প্রশ্নের উত্তরে গৌরিপুর উপজেলার UNO বলেন UNO দের উপজেলা পরিষদ থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও replace করা যায়। উপজেলা পরিষদের সভাসমূহ নিয়মিতই অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে প্রায় সব সদস্যই উপস্থিত থাকে।

পূর্বে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ থেকে উপজেলা পরিষদকে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হলেও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদগুলো অসংখ্য সমস্যার কবলে পরে। উপজেলা পরিষদগুলোর রাজস্বের অধিকাংশই হাট বাজার এর ইজারা থেকে প্রাপ্ত। এই ইজারা দেয়ার জন্য প্রতি বৎসরই নিলাম ডাকা হয় যেখানে সবাই অবাধে অনুপ্রবেশ করতে পারে কিন্তু

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইজারার জন্য নির্ধারিত অর্থ বাজারের প্রকৃত মূল্যকে প্রতিফলিত করে না। ইজারার ক্ষেত্রে দেখা যায় পেঅফ, ভয়-ভীতি, হুমকি, উৎকচ ঘুষ এমনকি উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দীকে দূরে রাখা হয়। জলমাহল ও ফেরীঘাটে ইজারার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

ব্যবসা ও চাকুরীর কতিপয় ক্ষেত্রকে কর আদায়ের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু উকিল মুহুরী ও অন্যান্য অসংখ্য চাকুরী বা ব্যবসার ক্ষেত্র রয়েছে যেখান থেকে কর আদায়করা হয় না। এক্ষেত্রে বড় অংকের রাজস্ব থেকে উপজেলা পরিষদ বঞ্চিত হচ্ছে।

উপজেলা পরিষদকে নাটক থিয়েটার প্রদর্শনী ও অন্যান্য বিনোদন এর ক্ষেত্র থেকে কর আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে সিনামা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কিন্তু অধিকাংশ সিনেমা হল শহর কেন্দ্রে অবস্থিত। আর তাই এ থেকে সংগ্রহীত কর খুবই সামান্য অলাভজনক দাবী করে। বিভিন্ন ওজর আপত্তি করে ফলে এ ক্ষেত্রে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমান নাই বললেই চলে। স্ট্রীট লাইটিং থেকে রাজস্ব সংগ্রহের কথা বলা হলেও এ ক্ষেত্রটি ইউনিয়ন বা পৌরসভার আওতাভুক্ত হওয়ায় এর আয়ের উৎস উপজেলার জানা নেই।

খেলা, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক প্রদর্শনী ও টুর্নামেন্ট থেকে ফী আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে উপজেলা পরিষদের অফিসার কেউই এ একাউন্ট সম্পর্কে অবগত নয়। কৃষি, শিল্প বিষয়ক মেঘা টুর্নামেন্ট থেকে ফী আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে উপজেলা পরিষদকে কিন্তু ট্যাক্স বিধিতে উল্লেখ নেই যে, কি ধরনের টুনামেন্ট থেকে উপজেলা পরিষদ কর সংগ্রহ করতে পারবে। অধিকন্তু বাংলাদেশে অধিকাংশ টুর্নামেন্ট জেলাপরিষদে অনুষ্ঠিত হয়ায় এবং অনানুষ্ঠানিক টুনার্মেন্ট গ্রাম পর্যায়ে হওয়ায় এথেকে উপজেলা পরিষদের কোন আয় নেই।

উপজেলা পরিষদগুলোতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না এবং প্রকল্প গ্রহনে ও বাস্তবায়নে বিধি অনুযায়ী খাতভিত্তিক বিভাজন নীতি অনুসরণ করা হয় না। কেন্দ্র থেকে যে ভাবে নির্দেশ করা হয় সেভাবেই পরিকল্পনা হয়, প্রকল্প গৃহীত হয়। তৃণমূলের চাহিদা এতে উপেক্ষিত হয়। ইউএনও টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান কিন্তু উপজেলা পরিষদের সদস্য নয়। টেন্ডার কমিটিদ্মতামত ও সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদে গৃহীত হয় না। আবার প্রকল্প বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ইউএনও'র ষ্টাফ অফিসার। কিন্তু বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন চেয়ারম্যাণ। এসমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের সুষ্ঠু বন্টন, সমন্বয় ও কাজের এলাকা সুচিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ স্থানীয় মৎস্য খামার, কৃষি সংক্রান্ত নার্সারী বাগান ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে লভ্যাংশ আদায় করতে পারে। উপরন্তু উপজেলা পরিষদ জমি, গুদাম, বসতবাড়ী, অফিস ইত্যাদির খাজনা আদায় করতে পারে। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনসাধারণ বা কর্তৃপক্ষের কোন মেম্বারে ডোনেশান/দান গ্রহণ করতে পারে কিন্তু বাস্তবে একমাত্র বাড়ীর খাজনা ছাড়া অন্যান্য উৎসগুলো হতাশাজনক। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রকারে সুবিধাদি বাবদ ফি এবং লাইসেন্স অনুমোদনের ফি পারমিট প্রভৃতি উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমান রাজস্ব সংগ্রহীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই কার্যত, উপজেলা পরিষদকে জলমহাল, হাট-বাজার ইজারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মৎস্য চাষের ইজারা থেকে আয় উপজেলা পরিষদের রাজস্বের একটি আশাপ্রদ উৎস। তবে জলমহাল দেশের সর্বত্র নেই। তাছাড়া জলমহাল থেকে আয় সর্বত্র একই রকম নয়। স্থানীয় জনগন বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দান পাওয়া যায় না বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে কর চিহ্নিত করা হয় না উপরন্ত করদাতারা কৌশলে কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে কিন্তু উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এসব ডিফল্টার বা করফাকি দানকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এ অবস্থা নিয়ন্ত্রনের জন্য চেয়াম্যানকে হয়রানিমূলক পরওয়ানা জারির ক্ষমতা এবং সম্পত্তি বিক্রয় (ক্রোক) এর ক্ষমতা দেয়া হলেও কোন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানই পরবর্তী নির্বাচনে জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে রাজী হন না।

--------------- ⬭ --------------

তথ্য নির্দেশিকা

১। ধামরাই উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহ।

২। গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহ।

৩। সাধারণ গ্রামবাসী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী।

৪। উপজেলা পরিষদ মেনুয়েল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জুলাই ২০১৩।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বর্তমান স্থানীয় সরকার।

স্থানীয় সরকার কার্যকর ও গতিশীল করণের জন্য যে বিষয়গুলো বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে বা যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। তা না হলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিষয়গুলোর আলোচনা এসেছে প্রাসঙ্গিক ভাবেই।

নির্বাচন 'দলীয়' না 'নির্দলীয়'ঃ

চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও তার পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলেকে সুস্পষ্ট বিধিবিধান থাকার পরও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নির্দলীয় হবে নাকি দলীয় ভিত্তিতে হবে এবিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

বাংলাদেশে সাংবিধানিক ভাবে স্থানীয় নির্বাচনকে দলীয় নির্বাচনের আওতামূক্ত রাখা হলেও কার্যক্ষেত্রে তা হয় নাই। উপজেলা নির্বাচন নিয়ে যে আইন বিধিমালা রয়েছে তাতে এই নির্বাচনের নির্দলীয় চরিত্র বজায় রাখার জন্য বিধি নিষেধ আরোপ করা আছে। উপজেলা নির্বাচনে পোষ্টার ও প্রচার- প্রচারণায় দলীয় পরিচিতি ও দলীয় নেতাদের ছবি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। প্রার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রতীক পেয়ে থাকেন। যেসব প্রতীক স্থানীয় নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনে ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনটি নির্দলীয়, শুধু নামেই হচ্ছে। ৩/৪টি প্রথম সারির দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্মথন ও অংশগ্রহণ দিবালোকের মতই স্পষ্ট। চর্তুথ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের নির্দলীয় এ ভোটের লড়াইয়ে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি আট-ঘাট বেঁধে নেমে পড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা নির্বাচনী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, দলীয়ভাবে কেন্দ্রীয় নেতাদের একক প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য দায়িত্বও দেয়া হয়, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে প্রার্থী হলে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় না দলীয় ভিত্তিতে হবে এ বিতর্ক দীর্ঘদিনের। যারা দলীয় ভিত্তিতে স্থানীয় নির্বাচনকে সমর্থন করেন তাদের মতে স্থানীয় নির্বাচন নাগরিকদের ও রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রণের সুযোগ তৈরী হয়। তাদের মতে নির্বাচন মানেই রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে দলভিত্তিক নির্বাচন। দলনিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা হবে অরাজনৈতিক। তাদের কাছে রাজনীতি মানেই দল। কিন্তু নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক শব্দ দুটি সমার্থক নয়। বস্তুত নির্বাচনই একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যা

দলভিত্তিক কিংবা নির্দলীয় ও হতে পারে এছাড়া দলনিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও দলের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহনে কোনো বাধা থাকে না। তাই নিদর্লীয় নির্বাচনকে বিরাজনীতিকরণ অভিহিত করা আবেগ সৃষ্টিকারী সস্তা বাগাড়ম্বরই বলা যায়। বস্তুত রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি এবং দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু দলবাজিতে প্রতিফলিত হয় দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দলাদলি, দলীয়করণ ও দলীয় বিবেচনার সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সুযোগ সুবিধা বিতরণ। এর বিরূপ প্রভাব অত্যন্ত মারাত্নক। বাংলাদেশে যে কোন পর্যায়ের নির্বাচনেই সংঘাত, সংঘর্ষ, অনাকাঙ্খিত ঘটনা, শক্তি প্রয়োগ, ভোট বাক্স ছিনতাই ইত্যাদি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এর ব্যাপকতা তুলনামূলক ভাবে বেশী। কেননা এতে স্থানীয় নানা গোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধারের নানা হিসাব নিকাশ জড়িত থাকে। আর তাই দেখা যায় এসব সংঘর্ষে স্থানীয় প্রভাব এবং মহলবিশেষের অংশগ্রহণ অনেক বেশি জড়িত। দলভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু প্রতিদ্বন্দী দলের মধ্যেই নয় দলের অভ্যন্তরেও কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দলভিত্তিক নির্বাচনের আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো মনোনয়ন বানিজ্য- নির্বাচনে মনোনয়ন বিক্রি'র ফলে নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদরা মনোনয়ন থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হয়েছেন। আর দল মনোনয়ন প্রদান থেকে বিরত থাকলে, দলের মধ্যকার সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ থাকে। সাধারণ নাগরিকদেরকেও দলভিত্তিক নির্বাচনের মাশুল গুনতে হয়। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যে সকল এলাকায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ছিলেন, সে সকল এলাকায় বেশী সরকারি বরাদ্ধ ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। কোন কোন এলাকা এবং জেলার প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে এ বঞ্জনা তৃনমূল পর্যায় পর্যন্ত পৌছাবে বলে নির্দলীয় নির্বাচনের সর্মথকরা মনে করেন, এছাড়া তারা মনে করেন বিরোধীদল থেকে অনেক বেশী সংখ্যক উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে সংসদ বনাম উপজেলা চেয়ারম্যান বিরোধ তীব্রতর হতে পারে। এর কারণে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

অপর দিকে দেখা যায় যে, উন্নত রাষ্ট্রগুলো যেগুলো গণতন্ত্রের ধারক বাহক, সেসব রাষ্ট্রে খুব স্পষ্টভাবেই দলীয় বিবেচনাতেই মনোনয়ন ও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রিটেনের মতো পুরনো ও স্থায়ী গণতান্ত্রিক দেশের স্থানীয় পর্যায়ের র্বিাচনে দলীয় মনোনয়ন দেয়া এবং প্রতীক ব্যবহারের সংস্কৃতি রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায়। যারা দলীয় ভিত্তিতে যারা নির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী তাদের মতে উপজেলা নির্বাচনকে যতই অরাজনৈতিক বলা হোক না কেন

মুখগুলোতো সকলেরই চেনা। মুখোশ পড়ে আর যাহোক নির্বাচন করা চলে না। সরকার ও বিরোধীদলগুলো আচরণ ও বক্তব্য থেকে এটা পরিস্কার যে ভবিষ্যৎ এ সব স্থানীয় নির্বাচন দলভিত্তিক হতেপারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট আইন পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। দলভিত্তিক নির্বাচন করতে হলে এরজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে কিভাবে দলীয় মনোনয়ন চুড়ান্ত করা হবে সে প্রক্রিয়া আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এছাড়াও দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দেশে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও সত্যিকারের জনকল্যাণমূখী রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে হবে। সকলকে মনে রাখতে হবে যে, স্থানীয় সরকারের নির্দলীয় চরিত্রটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এই ইতিহাসকে পরিবর্তন করতে হলে বর্তমান ব্যবস্থার ভুলগুলো নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা করতে হবে। গত কয়েকটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, স্থানীয় নির্বাচনে বিশেষ করে উপজেলা চেয়ারম্যানগন অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে জনগনের ভোটে আদায় করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপরও পাস করার পর একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের পদটি অফিসিয়ালী নির্দলীয় থাকছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন দলের লোক হলেও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে তার পদটি নির্দলীয়।

নির্দলীয় বা দলীয় ভিত্তি যে প্রকারেই স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক না কেন, সে বিষয়ে সরকারী নীতিস্বচ্ছ এবং নীতির বাস্তবায়নে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচন হলে দলগতভাবে পার্থী বাছাই, মনোনয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ রকম কর্মকান্ড যে সকল রাজনৈতিক দল করবে তাদের নিবন্ধনও বাতিল করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে [১]সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ডঃ এটিএম শামসুল হুদা বলেন, “ভারতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হয়। নীতি নির্ধারকরা যদি সেভাবে চলে তাহলে সে রকম আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের এখানে যে ব্যবস্থা আছে তা নির্দলীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা কিন্তু তারও আইনী কাঠামোগুলো যথেষ্ট নয়। আর যেটুকু আইন আছে তার ব্যবহারও নির্বাচন কমিশন করতে পারছে না”।

পর্যাপ্ত ও যর্থাথ আইন এবং এর সঠিক প্রয়োগই স্থানীয় সরকারকে ইস্পিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে তা না হলে অনিয়ম এর নিয়ম নিয়ে যে যাত্রা শুরু হবে তাতে স্থানীয় সরকার বার বারই তার পথ হারাবে।

নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে ব্যর্থতা ঃ

আইন ও সংবিধানের মূল সুর ও সূত্র অনুযায়ী সব নির্বাচনই হতে হবে সময়মতো। একটি নির্বাচিত সংস্থার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মেয়াদান্তে নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি সংবিধানিক ও আইনসম্মত ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের মে মাসে, এরপর ১৯৯০ সালের মার্চে। এ সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল ছিল। এর উপর ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার উপজেলা ব্যবস্থাই বাতিল করে দেয়। আওয়ামীলীগ সরকার উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃচালু করলেও এবং ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রনয়ন করলেও নির্বাচন দেয়নি। ২০০৮ সালে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে উদ্যোগ নেয় সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর বাধার কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামীলীগ ২য় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের পরও উপজেলা পরিষদ পূর্ণাংঙ্গ রূপ পায়নি। বিধিমালা না থাকায় ৪৮৭ টি উপজেলার সংরক্ষিত সাধারণ কাউন্সিলর পদের নির্বাচন দেয়া সম্ভব হয়নি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে রয়েছে, এসব জটিলতা নিরসন না করে ফের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন দেয়া হয় ১৯১৪ সালে।

সংবিধানে প্রশাসনের সব অংশ বা স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থানীয় প্রসাশনের ভার প্রদানের দ্বিধাহীন নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বাধীন বাংলাদেশে জেলা পরিষদের নির্বাচন একবারও অনুষ্ঠিত হয়নি। একই রকম আরেকটি এলাকার কথা প্রায়ই আমরা ভুলে থাকি তা হচ্ছে ৩টি পাবর্ত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের বিষয়টি। ২০১১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রাক্কালে দেশের ৬১টি (৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাদে) জেলা পরিষদ-এ অনির্বাচিত দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের কফিনে একটি বড় পেরেক ঠুকে দেয়া হয়। প্রসঙ্গত এ নিয়োগ দানের সময় অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে জেলা পরিষদ গঠন করা হবে। কারণ নির্বাচন না হলে পরিষদ গঠিত হয় না। সে অঙ্গীকার আজও রক্ষা করা হয়নি।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঢাকা সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠান না করে বিভিন্ন সরকার ইচ্ছামতভাবে সংবিধান লজ্ঘন করছেন শুধু সংবিধান লংঘনই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের একের পর এক সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছে।

উপজেলা পরিষদ বাতিলের পর দায়ের করা কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ [৪৪ ডিএলআর (এডি) (১৯৯২)] মামলার রায়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ- ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকারের সর্ব স্তরে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত রায় দেন। এ রায়ের পর বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে আমাদের সরকারগুলো নানা টালবাহানায় লিপ্ত। উপরন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ঢাকা সিট করপোরেশনের নির্বাচন না করে বর্তমান সরকার নিজেদের পাস করা আইনও অমান্য করছেন। স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯ এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী, নতুন আইনের অধীনে গঠিত সিটি করপোরেশনের নির্বাচন, আইনটি বলবৎ হওয়ার ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এই সময়সীমা ২০১০ এর এপ্রিল মাসে পার হয়ে গেছে।

উপজেলা পরিষদে এমপিদের ভূমিকা কতটুকু যৌক্তিকঃ-

নবম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর কিছু সংশোধনী সহ পুনঃপ্রচলন করা হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রনীত উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ- ২০০৮ বাতিল করা হয়। পুনঃপ্রচলিত আইনে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত ৩০০ সাংসদকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং উপজেলা পরিষদের উপর উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (২৫ ধারা)।

একজন সাংসদ সমরকারি দলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি সরকারের নির্বাহী কর্মের অংশীদার নন। ক্ষমতার পৃথকিকরণ ও ভারসাম্য নীতির আলোকে (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২২) সরকারের নির্বাহী কর্ম ও আইনসভার সদস্যদের এবং নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের কর্মের বিভাজনের রূপরেখা স্পষ্ট এবং দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐতিহ্যের

অন্তর্গত। এছাড়া আদালতের নির্দেশ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ ১৬ বিএলটি, এইচসিডি ২০০০, অমান্য করে পরিষদে সংসদদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদরা আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে 'হাউস অব দ্য পিপল' বা জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচিত, উপজেলা পরিষদের জন্য নয়। তাই উপজেলা পরিষদের ওপর কর্তৃত্ব করা তাদের এখতিয়ার বর্হিভূত। এছাড়া এ ধরনের বিধান সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদদের প্রতি বৈষম্যমূলক, যা আমাদের সংবিধানের নারী পরুষের সম অধিকার সম্পর্কিত মৌলিক অধিকারের [অনুচ্ছেদ-২৮ (২)] পরিপন্থী।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টাদের ভূমিকা কেবল উপদেশ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। উপজেলা পরিষদে সাংসদের ভূমিকা সীমাহীন। সাংসদরা টেষ্ট রিলিফ, জেনারেল রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের কমিটি, শিক্ষক ও ভর্তিবাণিজ্য এমনকি গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নেও অতি-সক্রিয়তা প্রদর্শন করছেন। সাংসদরা যেমন জনগনের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যানগনও জনগনের ভোটেই নির্বাচিত হন। কিন্তু সাংসদদের প্রবল প্রতাপে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানরা জনগনের কাছে দেয়া তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। এমনকি উপজেলা পরিষদের সভাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সরব উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান ও অন্যান্যরা অপাংক্তেয় হয়ে যান।

স্থানীয় সরকার কমিশনে গঠনের দাবী কতটুকু যৌক্তিকঃ

বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নির্বাচনী ইশতিহারে দেখা যায় যে, তারা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো পুর্নগঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ। নির্বাচনের পরবর্তীতে 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মতামত গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়েও ক্ষমতাসীন দলগুলোর তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত এসবকিছুই কখনও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অনুকূল প্রভাব রাখতে পারে নাই। কারো কারো মতে নাজমূল হুদা কমিশন ও রহমত আলী কমিশনের প্রস্তাবিত স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের বিষয়ে আইন পাস করে মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক খবরদারী থেকে স্থানীয়

সরকার সংস্থাগুলোকে মুক্ত করা যায। কেউ কেউ স্থানীয় সরকারের অর্থায়নে একটি 'কমিশন' গঠনের পক্ষে মতামত দেন। তাদের মতে কমিশন স্থানীয় সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেবে ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন এসে যায়, যদি কমিশন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কাজ কি হবে, স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট আরও যেসব কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন এনআইএলজি বা এজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো়া কিভাবে কমিশনের সাথে যুক্ত হবে। সবকিছু পুঙ্খানুরূপে চিন্তা না করে এ বিষয়ে সাময়িক উত্তেজনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে দেখা যাবে শুধু নামেই একটি প্রনিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করার লক্ষ্যকে সামনে দিয়ে তারা গাড়ীক্রয়, কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ, অফিস সজ্জিত করণ, ঘন ঘন বিদেশ সফর ইত্যাদি কাজে ব্যাস্ত হয়ে পরেছে। ফলে এমনই এক বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে পারে, যা শক্তি হয়ে কাজ করার পরিবর্তে নিজেই বোঝা হয়ে অকেজো স্থানীয় সরকার এর ভারকে আরো বাড়িয়ে দিবে।

চেয়ারম্যানদের অনাস্থার মাধ্যমে অপসারণ সংক্রান্ত বিধি ঃ

২০১১ সনের ২১ নং আইন (উপজেলা পরিষদ আইন অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত) মোতাবেক সরকার কর্তৃক অপসারণ, সহকর্মীদের অনাস্থা (১৩ক) এবং সাময়িক বরখাস্ত (১৩খ) সংক্রান্ত বিধিতে মূলত সহকর্মীদের অনাস্থা প্রস্তাবের যেসব শর্ত বিদ্যমান আইনে রয়েছে- যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিতি; পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থহানিকর কার্যকলাপে জড়িত হওয়া; নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত হওয়া; অসদাচরণ, দূর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা পরিষদের অর্থ বা সম্পদের ক্ষতিসাধন, অত্মসাৎ বা অপপ্রয়োগের লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি-সেগুলোর ব্যত্যয়ের কারণে সরকার কর্তৃক তদন্ত সাপেক্ষে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যকে অপসারণ করার বিধান রয়েছে। এছাড়া নির্বাচনের আগে নির্বাচনের অযোগ্য ছিলেন বলে প্রমাণিত হলে এবং বার্ষিক ১২টির মধ্যে নূন্যতম নয়টিতে উপস্থিত না থাকালেও সরকার উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণ করতে পারবে। এটি সুস্পষ্ট যে এই আইনে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণের জন্য সরকারকে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সরকার কর্তৃক অপসারণের ও সাময়িক বরখাস্তের এই বিধানের ব্যাপক অপপ্রয়োগের ইতিহাস রয়েছে এবং অতীতের মতো নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিনত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত, অপপ্রয়োগের এই সম্ভাবনা প্রকট অকার ধারণ করতে পারে, কারণ অসদাচরণ ও নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ ছাড়া ওপরে উল্লিখিত অপরাধগুলোর কোনো সংজ্ঞা আইনে দেওয়া নেই।

এছাড়া আইনের বিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণ বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের অন্য সদস্যদের সহকর্মীদের অনাস্থার মাধ্যমে অপসারণ করার বিধান উক্ত আইনে (১৩ক) উল্লেখ আছে। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সরকারের এইধরনের অগাধ ক্ষমতাও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসাবে হিসাবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য।

এই আইনটির ৩৪ ধারায় ফৌজদারি মামলায় চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আদালত গ্রহণ করলেই একজন চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধানকে একটি কালো অধ্যায় বলেই অভিহিত করা যায়। এ পর্যন্ত আইনের এই ধারায় শতাধিক চেয়ারম্যানকে বহিস্কার করা হয়েছে। এভাবে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা তো হয়ইনি, বরং নিয়ন্ত্রণ আরও পাকাপোক্ত হয়েছে। মামলার অভিযুক্ত হলেই সাময়িক বরখাস্ত, বেতন স্থগিত করণ হতে পারে। যা তাদেরকে সার্বক্ষনিক অনিশ্চয়তা ও চাপের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করছে। সাবলীলভাবে তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। উপরন্তু, বিধিমতে অপসারণ ও সাময়িক বরখাস্তের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পুনঃবিবেচনার মাধ্যমে অপসারণ আদেশ বাতিল ও প্রত্যাহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি এবং ন্যায়নীতিবোধ উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

উপজেলায় চলছে আমলাতন্ত্র ও সংসদতন্ত্র ঃ

আইন অনুযায়ী সরকারি মোট ১৭টি বিভাগ ন্যাস্ত হয়েছে উপজেলা পরিষদের হাতে। কিন্তু বিভাগগুলোর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে যে ১১০টি কমিটি উপজেলায় আছে, এর

Dhaka University Institutional Repository

৮৫টি'র সভাপতি ইউএনও। উপজেলার দুস্থদের ত্রাণের জন্য করা ভিজিডি কমিটি, কৃষি পুনর্বাসন কমিটির সভাপতি ইউএনওরা। স্কুলের বিদ্যোৎসাহী নিয়োগের ক্ষমতা সাংসদদের হাতে। দেখা গেছে ভিজিডি কমিটিতে ইউএনওর মনোনীত দুজন প্রতিনিধি থাকলেও এখানে মূলত সাংসদদের কাছের লোকই নিয়োগ পান। এসব কমিটির প্রধান হওয়ায় ইউএনওরা এসব কাজের উপকারভোগী নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উপজেলা চ্যোরম্যানদের চেয়ে সাংসদের মতামতকেই প্রধান্য দেন। [২]স্থানীয় সরকারসচিব আবু আলম মো. শহীদ খান মনে করেন, উপজেলায় সাংসদদের উপদেশ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণের বিধান পূনর্বিবেচনা করা উচিত। আর স্থানীয় আমলাদের সঙ্গে বিরোধ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ইউএনওরা এককভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাই এখন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছে।

পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক সাংবিধানের বিধান ঃ

১৯৯৮ এর ৩৩ ধারা মোতাবেক ইউএনওরা উপজেলা পরিষদের সচিব হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত। ২০১১ সনের ২১ নং আইন (উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রনীত) মোতাবেক (১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন। (২) পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আর্থিক শৃংখলা প্রতিপালন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলী পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সম্পাদন করবেন। এই বিধান অযৌক্তিক, কারণ ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যাদের ওপর উপজেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পন করেছেন। এরপর কীভাবে নির্বাহী ক্ষমতা সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর অর্পন করা হয়? এছাড়া সংবিধানের ৫৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য পরিচালনা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এখতিয়ারভুক্ত। তাই সরকারি কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদের নির্বাহী দায়িত্ব প্রদান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শুধু পরিপন্থীই হবে না, তা হবে আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। নির্বাহী কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী করায় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। কারণ কুদরত-ই-ইলাহী পনির বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে বিজ্ঞ বিচারপতিরা সুস্পষ্ট ভাবে

বলেছেন, "যদি সরকার কর্মকর্তা বা তাঁদের তল্পিবাহকদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করা হয়, তা হলে এগুলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়"।

২০১১ সনের **২১** নং আইন (উপজেলা পরিষদ আইন **১৯৯৮** এর অধিকতর সংশোধন কল্পে প্রণীত) এর ২৬ নং ধারার (২) নং উপধারায় পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। একই আইনে যুগপৎভাবে দুইজনকে নির্বাহী দায়িত্ব দেওয়ার বিধান কতটুকু যুক্তিসংগত।

উপজেলা পরিষদের গঠনতন্ত্র ক্রুটিপূর্ণ ঃ

উপজেলা পরিষদের গঠন কাঠামো সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়রদের উপজেলা পরিষদের পূর্ণ সদস্য করা হয়েছে। এটিকে বর্তমান উপজেলা পরিষদ আইনের আরেকটি অন্তর্নিহিত দূর্বলতা বলে উল্লেখ করা যায়। কারণ সংজ্ঞাগতভাবেই প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একে অপর থেকে স্বাধীন। এক্ষেত্রে আইন সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়রদের উপজেলা পরিষদের এক্স-অপিসিও বা ভোটাধিকারবিহীন সদস্যে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিবেশী ভারতে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরমেয়রদেরকে উপজেলা পরিষদের পূর্ণ্য সদস্য করায় উপজেলা পরিষদের গঠনতন্ত্র ক্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা উপজেলা পরিষদের জন্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত নন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানরা কেবল একটি ইউনিয়নের জন্য জনগনের ভোটে নির্বাচিত। তারা সব উপজেলার জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নন বলে তারা উপজেলার স্বার্থ দেখেন না। উপজেলা পরিষদ কিভাবে কার্যকর হবে তা নিয়ে ভাবেন না। তারা শুধু ইউনিয়ন পরিষদের স্বার্থ দেখেন। আর তাই তাদের উপজেলা পরিষদের পূর্ণ সদস্য করায় উপজেলা পরিষদ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাড়াতে পারছে না।

------------ ------------

তথ্য নির্দেশিকা

১। উপজেলা পরিষদ মেনুয়েল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জুলাই ২০১৩।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

৩। আকবর আলী খান, স্থানীয় সরকার ক্ষমতা অভিজাতদের কুক্ষিগত প্রথম আলো- ২২ নভেম্বর ২০১১।

৪। স্থানীয় সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি- ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ ইং।

৫। স্থানীয় সরকার ফিরে দেখা চার বছর, তোফায়েল আহমেদ- ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ইং।

৬। আলোকপাত, স্থানীয় সরকার নির্বঅচন পদ্ধতি নির্দলীয় না দলীয়, ডাঃ বদিউল আলম মজুমদার- ১৪ এপ্রিল, ২০১৪ ইত্তেফাক, দৃষ্টিকোন।

৭। উপজেলা পরিষদ : আবারও কেন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, ডাঃ বদিউল আলম মজুমদার, প্রথম আলো- ১৩ এপ্রিল, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৩।

৮। [১]সিইসি, ড. এটিএম শামসুল হুদা, নির্দলীয় রূপ হারাচ্ছে, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রয়ারী, ২০১৪ ইং, পৃষ্ঠ- ১৯।

৯। স্থানীয় সরকার : এমন বন্ধু থাকলে, বদিউল আলম মজুমদার, খোলা কলম প্রথম আলো- ৫ ডিস্মেবর, ২০১০ ইং, পৃষ্ঠা- ১৩।

১০। উন্নয়ন নির্বাচনী এলাকা উন্নয়ন স্থানীয় সরকার ও সংবিধান, তোফায়েল আহমেদ, খোলা কলম, প্রথম আলো- ১৯ মাচ, ২০১০ ইং।

১১। [২]স্থানীয় সরকার সচিব, আবু আলম মোঃ শহীদ খান ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি, প্রথম আলো- ২৯ অক্টোবর, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য চূড়ান্তকরণ, উপসংহার ও সুপারিশমালা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা।

বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক সরকার দ্বারা শাসিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরসহ বড় বড় শহর নগরের জন্য রয়েছে ১১টি সিটি করপোরেশন। ছোট ও মাঝারি শহরগুলোতে হয়েছে ৩১৯টি পৌরসভা এছাড়া জেলা রয়েছে ৬৪টি উপজেলা ৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ ৪৫৫৭টি। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি রয়েছে প্রায় ৮৪ হাজার এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ১৭টি দপ্তরের মোট ১ লাখ ২১ হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭টি দপ্তরের প্রায় ৩২ হাজার কর্মচারী রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বললে সংকীর্ণ অর্থে উপরোল্লিখিত সংগঠন, জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের একটি ব্যবস্থা বোঝাবে। প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থার শীর্ষে স্থানীয় সরকারবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন এলজিইডি, ডিপিএইচ, ওয়াসা, এনআইএলজি প্রভৃতি) অবস্থান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সেসব মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরগুলোয় যারা স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেবাদানকাজে নিয়োজিত এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে মাঠপর্যায়ের কাজের জন্য আইনগতভাবে সম্পৃক্ত তাঁরাও। সরকারের বাইরেও আরও বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এ ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও অপকর্ষে অবদান রাখছে। তাই তাদের সবাইকে বৃহত্তর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত বিবেচনা করেই স্থানীয় সরকারকে মূল্যায়ন করতে হবে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা। যেমন; জাতিসংঘ সংস্থা (ইউএনসিডিএফ ও ইউনিসেফ), দ্বিপক্ষীয় সংস্থা (যেমন; এসডিসি, ডিএফআইডি, ডানিডা, ইইউ, ইউএসএইড, জিআইএফ প্রভৃতি), আন্তর্জাতিক উন্নয়নলগ্নি সংস্থা (বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক) এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিও, ফাউন্ডেশন, ট্রাষ্ট ও নাগরিক সংগঠন স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সামগ্রিক কর্মকান্ডে অর্থ, উপদেশ পরামর্শ, নীতি-গবেষণা প্রভৃতি কর্মকান্ডে সরকারের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্তিও বিবেচনার দাবিদার। বাংলাদেশে প্রাদেশিক সরকার ধরনের কোন কাঠামো নেই। একারণে জাতীয় সরকারের এসব স্তর ভিত্তিক স্থানীয় সরকারগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যবর্তী স্তর উপজেলা পরিষদের অবস্থা একেবারেই নাজুক।

উপজেলা পরিষদগুলোতে দেখা যায় উপজেলা চেয়ারম্যানদের সামান্য ক্ষমতা থাকলেও ভাইস চেয়ারম্যানদের সুনির্দিষ্ট কোন কাজ বা দায়িত্ব নেই। সংসদ সদস্যরা চান তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনার চেয়ারম্যানরা চলুক, ভাইস চেয়ারম্যান তাদের অফিসিয়াল সুযোগটুকুও পাচ্ছেন না, তারাও চান চেয়ারম্যানদের মতো ক্ষমতা। এ নিয়ে প্রকাশ্যে দ্বন্ধ চলছে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে। এক্ষেত্রে সরকার ও অনেকটা নিরুপায় অসহায় ও নিশ্চুপ। এসব জনপ্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আলটিমেটামও দিচ্ছেন। ১লা আগষ্ট ২০১০ এ উপজেলা চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ৩৮ দফা দাবি পেশ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানা না হলে তারা পদত্যাগ করবেন বলে সরকারকে হুমকিও দেন। এক রিপোর্টে দেখা যায় প্রতিদিনই মন্ত্রণালয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রমূখ সদস্যরা নানা অভিযোগ ও সমস্যা নিয়ে আসছেন। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যাদের তারাই নিজেদের সমস্যা নিয়ে মন্ত্রণালয়ে ভিড় করছেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের উপজেলায় লাগাতার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেকেই নিজেদের স্বেচ্ছায় উপজেলা থেকে কার্যত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সরকার এসব বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্বিকার।

বাস্তব ক্ষেত্রে আরও দেখা যায় যে, আমাদের জাতীয় সরকারের বাজেট বছরে এখন প্রায় আড়াই লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাদ্দ বছরে প্রায় ১২ থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে যে থোক বরাদ্দ বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানের জন্য মেলে তা অনেকট ক্ষেত্রেই যৎসামান্য। সর্ব সাকুল্যে ১২শ কোটি টাকার মতো। এ অর্থের পুরোটাও আবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয় না। এ অর্থ কিভাবে ব্যয় হবে তার ওপর স্থানীয় সরকারে নির্বাচিতদের খুব সামান্যই বলার থাকে। এসব অর্থ ভবন নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন ক্রয়েই বেশী ব্যয় হয়। মূল যে বিষয় সেবা তাতে রয়েছে বিপুল ঘাটতি। অধিকাংশ ব্যয় হয় অনুৎপাদনশীল খাতে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সমন্বয়ের সমস্যা কিংবা কাজের চৌহদ্দি নিয়ে মতভিন্নতা, উপজেলা পরিষদ যে কাজ করতে পারে বা করা উচিত সেটার মধ্যে পৌরসভা এসে পড়ে।

উপজেলা পরিষদগুলো এখন সব কাজের জন্য সরকারের বরাদ্দের ওপর বেশী বেশী নির্ভর করে। স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্ব শাসনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও সরকারের কাছ থেকে অধিক অর্থ গ্রহণের কারণে তা ক্ষুন্ন হয়। স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় পরিসরে সমাধান এ বিষয়টিও আর থাকছে না। জনগনের সঙ্গে সম্পর্কও একারণে গৌন হয়ে যায়। নির্বাচিতরা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দেনদরবার করেন। এ পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও বিস্তর প্রভাব ঘটান। অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে এক কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। যে সব উপজেলা চেয়ারম্যান ঢাকার সচিবালয়ে সহজে যোগাযোগ করতে পারেন তারা সচিবালয়ে যোগাযোগ করে প্রকল্প পাস করিয়ে আনেন। নির্বাচিতরা যদি বিরোধীদল থেকে হন তাহলে প্রকল্প পাস বা অর্থ ছাড়করণ বড়ই কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতারা অসন্তোষ্ট হবেন তা ভেবে সরকারী কর্মকর্তারা বিরোধী দলের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন থেকে দূরে থাকেন।

বিধান আছে ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করবে। পরিকল্পনা হয়, কিন্তু এর বাস্তবায়ন হয় না। কেননা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থের সংস্থান দরকার, এর নিয়ন্ত্রণ পরিষদের হাতে নেই। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ সরকারের নানা বিভাগ যেসব উনয়ন্নকাজ করে, সেসব কাজে পরিষদের কোনো মতামতই প্রধান্য পায় না বলে অভিযোগ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণে তাই উৎসাহ দেখা যায় না। কেন্দ্র থেকে যে ভাবে নির্দেশ আসবে সে ভাবেই কাজ চলবে এমন মানসিকতাই তারা ধারণ করে।

উপজেলা পরিষদ আইনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে অনেক প্রয়োজনীয় বিধি, সার্কুলার ও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এসব বিধি আদেশ এবং সময়ে সময়ে জারিকরা পরিপত্র দ্বারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা আরো সীমায়িত করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদকে কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হলে এর কাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে। সাংসদ পরিষদের উপদেষ্টা, তার ভূমিকা উপদেশ দেয়ার মধ্যে সীমায়িত হলে এবং তিনি সব বিষয়ে অবগত থাকলে সমস্যা নেই। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। স্থানীয় সাংসদ,

উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধি কিংবা সরকারী কর্মকর্তা কেউ কারো প্রতিপক্ষ নন। সেবার মনোভাব নিয়ে তারা নিজ নিজ সীমার মধ্যে কাজ করলে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সমস্যা হয় তখনই যখন এটিকে কর্তৃত্ব হিসেবে দেখা হয়। অতিরিক্ত এ্যাটোর্নি জেনারেল এম.কে রহমান বলেন পৃথিবীর কোথাও এম.পি.রা স্থানীয় সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। বিশেষজ্ঞদের মতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদ সদস্যদের উপজেলার উপদেষ্টারূপে থাকার বিধান বিলোপ করতে হবে।

স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করতে সংবিধানে যা বিধান রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের কার্যক্রম ও তাদের বাজেটের বিষয়ে আরও বিস্তারিত উল্লেখ করে সংবিধানে সংযোজন করা প্রয়োজন। উপজেলা পরিষদের কার্যবিধিতে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যা কিছু আছে তা সংশোধন করতে হবে। আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক অনাস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের উপজেলায় লাগাতার অনুপস্থিতির বিষয়টি সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে। সরকার যদি এ ব্যাপারে কিছু করতে চায় তাহলে মন্ত্রী পরিষদ সচিব এবং স্থানীয় সরকার সচিবের নেতৃত্বে বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার অধীন উপজেলা সমূহের অবস্থা সরেজমিনে নিরীক্ষণ করতে পারেন এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেন।

উপজেলায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে সংগঠিত বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। স্থানীয় সরকার সংস্থার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব কমাতে হলে পর্যায়ক্রমে তাকে আর্থিকভাবেও স্বনির্ভর হতে হবে। মজার বিষয় হলো, উপজেলা পরিষদগুলো নিজস্ব আয়ে চলার সক্ষমতা অর্জন না করেই এর প্রতিনিধিরা স্ব-শাসনের দাবী করছে। অথচ স্ব-শাসনের সঙ্গে আর্থিক স্বক্ষমতার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সরকার এবং স্থানীয় সরকার নিয়ে যারা ভাবেন এবং কাজ করেন তাদের সকলেরই উচিৎ নির্বাচনের পর পরই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা। উপজেলা পরিষদে সম্পদ যেন

পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগনো যায় সে জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ, নিয়মিত কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়নে আরো যত্নবান হতে হবে। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা একটি বড় বাধা এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্বাধীন দেশে স্বাধীন সরকার থাকে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। উন্নয়ন হয় উন্নয়ন কষ্টের চেয়ে সিস্টেম কষ্ট কম হলে। সেজন্য অপ্রয়োজনীয়, স্তর ও বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে স্থানীয় সরকারের সার্বিক কাঠামোকে সমন্বিত করে আপত্তিকর বিভ্রান্তকর বিষয়গুলো ও বিলুপ্ত করে স্থানীয় সরকার এর ক্ষমতায়ন করা জরুরী। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, স্থানীয় সরকারকে সামগ্রিক প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৃত্ত থেকে আলাদা করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও প্রাশাসনিক একক সৃষ্টির ভ্রান্ত মানসিকতায় যেন আমরা আক্রান্ত না হই। বাংলাদেশে স্থানীয় প্রশাসন তথা জেলা ও উপজেলায় একদিকে ডেপুটি কমিশনার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বিস্তর কাজ ও ভূমিকা অন্যদিকে ঐ একই প্রশাসনিক একককে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার এই বিরোধী ব্লক ও সমান্তরাল ধারা অনাধিকাল চলতে পারবে না। এটি অপচরী ও বিভ্রান্তিকর, অন্যদিকে এ দুই ধারার ওপর তৃতীয় মহাশক্তিধর জাতীয় সংসদ সদস্যের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও অনানুষ্ঠানিক প্রভাব সমস্যা ও সংকটে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। এভাবে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন ও সেবা, কোথাও শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব নয়। এ অবস্থার নিরসন ঘটাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এর বিষয়টি জোড়ালোভাবে ভেবে দেখা যায়। এটা হবে নির্বাচন কমিশনের মতই একটি স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা। এটা স্থানীয় সরকারের সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবধানে করবে। এটি গঠিত হবে সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। এর শীর্ষ পর্যায়ে থাকবে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞজন। জাতীয় পর্যায়ের অস্থায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থায়ী প্রশাসক রা যেভাবে সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করে তারই আদলে এটি গঠিত হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে উপজেলা পরিষদ থেকে জেলা পরিষদে স্থানান্তর করে ইউনিয়ন, পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদের সামগ্রীক টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব তাদের অর্পন করা যায়। উপজেলা পরিষদের আর্থিক প্রশাসনিক সার্বিক দায়িত্ব উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের

দিতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের বিদ্যমান কাঠামোকে পরিবর্তন করতে হবে। জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান বা 'প্রশাসক থাকার প্রয়োজন আছে কিনা বিষয়টি ভেকে দেখতে হবে। সংসদ সদস্যদের উপজেলার উপদেষ্টার ভূমিকায় থাকার বিধান রহিত করতে হবে। উপজেলা বা ইউনিয়নে কোন অসংগতি দেখা গেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তা স্থানীয় সরকার কমিশনের শীর্ষ পর্যায়কে অবহিত করবেন। চেয়ারম্যান জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ স্থানীয় সরকার কমিশনের মাধ্যমে উপজেলায় পৌঁছবে। সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এর কোন প্রয়োজন থাকবে বলে মনে হয়না। সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার হবে আইন বলে গঠিত একটি স্বায়ত্বসাশিত সংস্থা। যাদের সীমিতভাবে আইন/বিধি প্রণয়ন ক্ষমতাসহ নিজ নিজ এলাকার জনসেবা সম্প্রসারন, উন্নয়ন কর্মকান্ড সংগঠন এবং প্রশাসন পরিচালনার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।

বাংলাদেশের প্রাদেশিক সরকার বিহীন এককেন্দ্রীক সরকার ব্যবস্থায় স্তরভিত্তিক স্থানীয় সরকারগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। [১]সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান প্রান্তিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে উপলব্ধি করতে হবে। আখ্যা দিয়ে বলেন। প্রতিষ্ঠান যত ছোট হয়, গরিব মানুষের কণ্ঠ সেখানে তত বেশি পৌঁছায়। গরীবের ক্ষীন কণ্ঠস্বর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছায় না।

একথা প্রমানিত যে, স্থানীয় সরকার সংস্থাকে দূর্বল করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কিংবা জনগনের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব না। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে দেশগুলোতে স্থানীয় ইউনিটগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় প্রজাতন্ত্রের আকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ইউনিটগুলোর ক্ষমতায়ন আগে প্রয়োজন, তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ ও স্থানীয় সরকার কাজ নির্দিষ্ট করা জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকার হাতে পররাষ্ট্র, মুদ্রা সংক্রান্ত, বর্হিবিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য, গোটা দেশের নিরাপত্তা, হাইওয়েসহ দেশ ভিত্তিক কাজগুলো রেখে যাবতীয় স্থানীয় কাজ স্থানীয় সরকারের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। তাহলেই প্রতিটি স্থানীয় সরকার হয়ে উঠবে **"মিনি বাংলাদেশ"**।

--------- --------

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

- A. Robson, William - The Development of Local Government, London, George Allen and UNWIN Ltd., Museum Street - pg 91, 92.
- Storker, Gerry, The Politics of Local Government 2nd Edition MACMILLAN pg 1, 29.
- Hampton, Local Government and Urban Politics, 2nd Edition LONGMAN London and New York, pg 1-7.
- C. Smith, Brian- Field Decentralization, the Territorial Dimension of the State (London; George Allen and Urwine, 1985) P. 3.
- আহমদ, এমাজউদ্দীন "বাংলাদেশের লোক প্রশাসন"। গোল্ডেন বুক হাউজ- পৃষ্ঠা- ৪০৪-৪০৯, ৪৩০-৪৪২।
- আহমদ, এমাজউদ্দীন "Burequcratic Elite in Bangladesh and their Development Orientation" The Dhaka University Studies Vol- XXVIII, June 1978, page- 52-67.
- Siddique, Kamal "Local Government in Bangladesh" Revised third edition. The University Press Limited. 2005, pg- 1-9, 285, 225-2030.
- আহম্মেদ তোফায়েল, Decentralization and the local state under peripheral capitalism, Academic Publishers, Dhaka.
- আহম্মেদ তোফায়েল, "একুশ শতকের স্থানীয় সরকার এবং মাঠ প্রশাসন"। রূপান্তর প্রশাসক, ২০০২ pg- 11-35, 68-75.
- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, "Rural Local Government in Bangladesh" Osder Publications, page-22-27, 49-51.
- তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, 'স্থানীয় রাজনীতি। (AH Development Publishing House pg- 27-51.
- Choudhury, Lutful Hoq, Local self Government and its Reorganization in Bangladesh.
- মজুমদার, বদিউল আলম "গনতান্ত্রিক উত্তরণ স্থানীয় শাসন ও দারিদ্র দূরীকরণ"। আগামী প্রকাশণী- ২০১১- Page- 352-385.

- Wahhab, M. Abdul "Decentralization in Bangladesh- Theory and Practice".
- আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ “প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা প্রশাসন”।
- জাহাঙ্গীর, “মাঠ প্রশাসন ২০০৬” পৃষ্ঠা- ১২১-১৩৬।
- রহমান হোসেন জিল্লুর ও শাখাওয়াত আলী খন্দার, নতুন শতাব্দীতে স্থানীয় সরকার পথ নির্ধারণে কতিপয় সংলাপ, পাঠক সমাবেশ।
- কলিম উল্লাহ, নাজমুল আহসান, হাসান রিয়াজুল “গ্রনতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ” এবং “নাগরীয় বাংলাদেশ ও স্থানীয় সরকার”। আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ- ২০১৩ pg- 51-54, 68-71, 100-103, 107.
- N.C. Roy, Rural Self Government in Bengal (Calcutta: Calcutta University, 1936).
- Hugh Tinker, The Foundation of Local Self Government in India, Pakistan and Burma (London; The Athtone Press. 1954).
- A.T.R. Rahman, Basic Democracy at the Grass Roots (Comilla; Pakistan {now Bangladesh} Academy for Rural Development, 1962). Henceforth Bangladesh Academy for Rural Development cited as BARD.
- Richard B.Wheeler, Divisional Councils in East Pakistan 1960-65, An Evaluation (Duke University Monographs and Occasional Pakers Serics, No. 4, 1967).
- Ahmed Ali, Administration of Local Self Government for Rural Areas in Bangladesh (Dhaka; Local Government Institute now National Inotitute of Local Government {NILG} 1979). Henceforth National Institute of Local Governnment cited as NILG.
- Faizullah Mohanmad, Development of Local Government in Bangladehs (Dhaka; NILG. 1987).
- Abedin Nazmul, Modernizing Societies; Bangladesh and Pakistan, (Dhaka; National Institute of Public Administration, 1974). Herceforth National Institute of Public Administration cited as NIPA.
- A.M.M. Shawkat Ali, Field Administration and Rural Development (Dhaka; Centre for Scial Studies 1982).
- A.H.M. Rahman Aminur, Politics of Rural Local Self Government in Bangladesh (Dhaka; Dhaka University 1990).
- Mawhood P. (1985), Local Government in the Third World, John Weily Chichester.

- Rondinelli D.A., Cheema G.S. (eds.) (1985), Decentralization and Development.
- ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল- pg- 7.
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,** জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯নং আইন) বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৬ই জুলাই, ২০০০ তারিখে প্রকাশিত।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ ২০১১ সনের ২১ নং আইন উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭ ২০১০ সনের ৬০নং আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ৫, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯/৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬ ২০০৯ সনের ৬০ নং আইন সিটি কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশসমূহ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণকল্পে প্রণীত আইন।
- বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত, মঙ্গলবার, অক্টোবর ৫, ২০১০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা, ৫ই অক্টোবর ২০১০/২০শে আশ্বিন ১৪১৭ ২০১০ সনের ৫২ নং আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, অক্টোবর ২০১১।
- উপজেলা পরিষদ মেনুয়েল, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জুলাই ২০১৩।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।
- [১]আকবর আলী খান, স্থানীয় সরকার ক্ষমতা অভিজাতদের কুক্ষিগত প্রথম আলো- ২২ নভেম্বর ২০১১।
- স্থানীয় সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি- ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ ইং।

- স্থানীয় সরকার ফিরে দেখা চার বছর, তোফায়েল আহমেদ- ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ইং।
- আলোকপাত, স্থানীয় সরকার নির্বঅচন পদ্ধতি নির্দলীয় না দলীয়, ডাঃ বদিউল আলম মজুমদার- ১৪ এপ্রিল, ২০১৪ ইত্তেফাক, দৃষ্টিকোন।
- উপজেলা পরিষদ : আবারও কেন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, ডাঃ বদিউল আলম মজুমদার, প্রথম আলো- ১৩ এপ্রিল, ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৩।
- স্থানীয় সরকার সচিব, আবু আলম মোঃ শহীদ খান ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি, প্রথম আলো- ২৯ অক্টোবর, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪।
- স্থানীয় সরকার : এমন বন্ধু থাকলে, বদিউল আলম মজুমদার, খোলা কলম প্রথম আলো- ৫ ডিস্মেবর, ২০১০ ইং, পৃষ্ঠা- ১৩।
- উন্নয়ন নির্বাচনী এলাকা উন্নয়ন স্থানীয় সরকার ও সংবিধান, তোফায়েল আহমেদ, খোলা কলম, প্রথম আলো- ১৯ মাচ, ২০১০ ইং।
- সিইসি, ড. এটিএম শামসুল হুদা, নির্দলীয় রূপ হারাচ্ছে, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রয়ারী, ২০১৪ ইং, পৃষ্ঠ- ১৯।
- আহমদ, এমাজ উদ্দীন "স্থানীয় সরকার, উপসম্পাদকীয়, প্রথম আলো- ১২সেপ্টেম্বর- ২০০৮।
- আহমেদ, তোফায়েল "অজ্ঞতার জাঁতা কলে স্থানীয় সরকার" প্রথম আলো খোলা কলম ১৪ই মার্চ ২০০৮।
- হায়াত, সৈয়দ রেজাউল, স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত শাসন ও স্থানীয় সরকার, বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১৩ই আক্টোবর- ২০১০।
- বিশেষ প্রতিবেদন- "নামেই স্থানীয় সরকার"- সার্বিক নেওয়াজ- সমকাল ২১ নভেম্বর ২০১০।
- ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা

এই প্রশ্নমালার তথ্য সমূহ এম.ফিল, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) গবেষনা কাজে ব্যবহার করা হবে। অনুগ্রহপূর্বক খোলামনে এবং সত্যকে গোপন না করে তথ্য প্রদান করুন। আপনার তথ্য আমাকে গবেষনা কাজে যথেষ্ট সহায়তা করবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সে আপনার দেয়া সব তথ্য গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে। আপনার সব ধরনের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

(ক)

(১) নাম ঃ ....

(২) পদবী ঃ ....

(৩) বয়স ঃ ২৫-৩৫ ☐ ৩৫-৪৫ ☐ ৪৫-৫৯ ☐

(৪) চাকুরী কাল ঃ ১-১১ ☐ ১১-২০ ☐ ২১-৩০ ☐ ৩১-তদুর্ধ ☐

(৫) অত্র উপজেলায় চাকুরীকাল ঃ ☐ বছর

(৬) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

এস.এস.সি/এইচ.এস.সি ঃ ☐

বি.এ, বি.এস.সি ঃ ☐

সম্মান/স্নাতকোত্তর ঃ ☐

(৭) প্রশিক্ষণ ঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

(৮) প্রশিক্ষণ গ্রহণকরে থাকলে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণের নাম ঃ (প্রশিক্ষনের সময় স্থান ও মেয়াদকাল উল্লেখ পূর্বক)।

Bangladesh Agriculture Rural Development Comilla.

BARD : হ্যাঁ ☐ না ☐ প্রশিক্ষণের বিষয় ঃ ☐

স্থান ঃ ☐ সময় ঃ ☐ মেয়াদকাল ☐

Rural Administration Joining Centre. Savar

PATC : হ্যাঁ [ ] না [ ] প্রশিক্ষণের বিষয় ঃ [ ]

স্থান ঃ [ ] সময় ঃ [ ] মেয়াদকাল ঃ [ ]

Bangladesh Agriculture University Mymensingh.

হ্যাঁ [ ] না [ ] প্রশিক্ষণের বিষয় ঃ [ ]

স্থান ঃ [ ] সময় ঃ [ ] মেয়াদকাল ঃ [ ]

National Institute for Population Research and Joining.

হ্যাঁ [ ] না [ ] প্রশিক্ষণের বিষয় ঃ [ ]

স্থান ঃ [ ] সময় ঃ [ ] মেয়াদকাল ঃ [ ]

অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রশিক্ষনের বিষয়, স্থান সময় ও মেয়াদকাল।

(৯) আপনি কি মনে করেন যে আপনি যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অথবা আপনা কর্তব্য কর্ম যথাযথ সম্পাদনের জন্য আরও কিছু অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

(১০) যদি প্রয়োজন হয় কোন ক্ষেত্রে-

গ্রাম উন্নয়ন মূলক ঃ

কৃষি বিষয়ক

অফিস ব্যবস্থাপনা

অর্থ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন

জন সংযোগ

জন কল্যানকর কাজে

আইন ও বিধি সংক্রান্ত বিষয়ে

অন্য কোন বিষয়ে।

(১১) আপনার পে-স্কেল-

(১৩) বর্তমানে মাসিক বেতন (ভাতাসহ)

(১৪) অন্য কোন বাৎসরিক আয়ের উৎস -

আয়ের উৎস	পরিমান	বাৎসরিক/মাসিক জমা
জমি		
ব্যবসা		
অন্যান্য		

(১৫) আপনি আপনার যে কাজ করছেন তা নিয়ে কি আপনি সন্তোষ্ট?

(১৬) কর্তব্য সম্পাদনকালে কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

(১৭) আপনার সম্পাদিত কাজ কি প্রকৃতির।

Dhaka University Institutional Repository

(খ)

কার্যসম্পাদন, নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পারিক সম্পর্ক

(১) উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা- কি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়- হ্যাঁ ☐ না ☐

(২) উপজেলা পরিষদের সভায় কোন কোন কর্মকর্তাগন উপস্থিত থাকেন?

(৩) উপজেলা পরিষদের সভায় কাদের সতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে-

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বিভাগীয় প্রধান

অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা

অন্য সদস্য।

(৪) উপজেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্ক।

খুব ভাল ঃ ☐

ভাল ঃ ☐

ভাল নয় ঃ ☐

(৫) স্থানীয় এলিট বা আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করে না সহায়তা করে।

হস্তক্ষেপ করে ঃ ☐ সহযোগিতা করে ঃ ☐

(৬) স্থানীয় প্রভাবশালীরা কি হস্তক্ষেপ করে, না সহায়তা করে-

হস্তক্ষেপ করে ঃ ☐ সহযোগিতা করে ঃ ☐

(৭) আপনি কি মনে করেন উপজেলা পরিষদগুলো ঠিক ভাবে কাজ করতে পারছে;

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৮) যদি আপনার উত্তর না হয় তবে এর প্রধান কারণগুলো কি বলে আপনি মনে করেন?

আচরনগত দ্বন্দ ঃ ☐

দায়িত্ব বন্টনে অস্পষ্টতা ঃ ☐

দ্বৈত কাজ ও সমন্বয়ের অভাব ঃ ☐

অন্যান্য কারণ-

(৯) কিভাবে এ অবস্থার নিরসন করা যায় এবং উপজেলা পরিষদকে অধিক কার্যকর ও গতিশীল করা যায়?

(১০) আপনার কি কোন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (ADP) দীর্ঘ মেয়াদী/পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে। হ্যাঁ ☐ না ☐

(১১) যদি থাকে সেটা কি?

(১২) উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য প্রাথমিক অনুমতি নিতে হয় জেলা পরিষদ না বিভাগ থেকে না মন্ত্রণালয় থেকে।

জেলা পরিষদ		**বিভাগ**		**মন্ত্রণালয়**	
হ্যাঁ ☐	না ☐	হ্যাঁ ☐	না ☐	হ্যাঁ ☐	না ☐

(১৩) উন্নয়ন সহায়তা তহবিল কি নিয়মিত পাওয়া যায়- হ্যাঁ ☐ না ☐

(১৪) উত্তর হ্যাঁ হলে এর পরিমান বাৎসরিক মোট কত?

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) আপনি কিভাবে তা বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে বন্ট করেন?

(১) ইউনিয়ন পরিষদ কি স্কিমের তালিকা উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(২) উপজেলা পরিষদ কি ইউনিয়ন পরিষদের স্কিম অনুমোদন করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৩) এটা কি ঠিক যে ইউনিয়ন পরিষদকে তার দাখিলকৃত স্কিম অনুযায়ী অর্থ (allocation of money) দেয়া হয়।

হ্যাঁ ☐ না ☐ অন্য কিছু ☐

(১৬) উন্নয়নমূলক স্কিমগুলো উপজেলা পরিষদে কার্যকর করার সময় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন কি? বর্ণনা করুণ।

(১৭) আপনার উপজেলা পরিষদে পরিচালিত উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে পুরোপুরি স্বচ্ছ করার জন্য আপনি কি ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতি মতামত দিন।

(১৮) আপনি কি মনে করেন যে, বিকেন্দ্রীকরণ হলেও মন্ত্রণালয়/কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পরিষদে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে বা খুববেশী খবরদারি করছে।

হ্যাঁ ☐ না ☐

কখনও কখনও ঃ ☐

(১৯) উপজেলা পরিসদের প্রশাসনের বর্তমান পদ্ধতি বিষয়ে আপনার মতামত কি?

(২০) বর্তমান ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে আপনি কোন সুপারিশ করবে কি?

Dhaka University Institutional Repository

(গ)

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবায়নও তত্ত্বাবধান।

(১) উপজেলা সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে কি না (কপি সংযুক্ত)।

হ্যাঁ ☐ না ☐

(২) গৃহীত প্রকল্পগুলো সমগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাভূক্ত কি না?

বৎসর	গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যা	সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ভূক্ত প্রকল্প সংখ্যা	সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বর্হিভূত প্রকল্প সংখ্যা
২০১০-১১			
২০১১-১২			
২০১২-১৩			

(৩) এধরনের নিয়মভঙ্গের সম্ভব্য কারণগুলো কি হতে পারে।

(৪) উপজেলাপরিষদ কি স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

(৫) আপনি কি পরিকল্পনা গ্রহণে অংশগ্রহণ করে। হ্যাঁ ☐ না ☐

(৬) যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে আপনি পরিকল্পনা গ্রহণে কি ধরনের ভূমিকা রাখেন।

সক্রিয় ঃ ☐ নিষ্ক্রিয় ঃ ☐ সীমিত ঃ ☐

(৭) আপনাদের পরিকল্পনা গ্রহণে অন্য বিভাগ থেকে কি কেউ অংশগ্রহণ করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(৮) উত্তর হ্যাঁ হলে তাদের পরিচয় উল্লেখ করুন।

(৯) পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণকরা হয় কি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১০) পরিকল্পনা প্রনয়নে/গ্রহণে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সক্রিয় ☐ নিষ্ক্রিয় ☐ সীমিত ☐

(১১) পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় প্রণয়নে (Process) কার মতামত অগ্রাধিকার পায়।

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ ☐

(২) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ঃ ☐

(৩) অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ঃ ☐

(৪) উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্য ঃ ☐

(১২) উপজেলা পরিষদের সভার রেজুলেশন কি যথাযথভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়।

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১৩) আপনাদের কি কোন প্রজেক্ট কমিটি বা প্রজেক পরিদর্শক টিম আছে যে তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন ও বাস্ত বায়ন করেন।

হ্যাঁ ☐ না ☐

(১৪) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা মনোনয়ন অথবা প্রকল্প কমিটি গঠনের তারিখ-

(১৫) উপজেলা পরিষদে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা।

২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২ অর্থ বছর	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২০১৩-১৪ অর্থ বছর

Dhaka University Institutional Repository

(১৬) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্ষন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ঃ

(১) ডেপুটি কমিশনার ঃ

(২) অন্যান্য কর্মকর্তা (পদবী উল্লেখসহ)।

পরিদর্শনের সংখ্যা

২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২ অর্থ বছর	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২০১৩-১৪ অর্থ বছর

(১৭) নির্ধারিত সময় অনুযায়ী উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২০১০-১১ অর্থ বছর	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ।
২০১১-১২ অর্থ বছর	
২০১২-১৩ অর্থ বছর	
২০১৩-১৪ অর্থ বছর	

আপনাকে এ গবেষনা কাজে সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ।

....